শ্রীবামলীলা

বামাক্ষ্যাপাবাবার জীবনী ও সাধ্যসাধনতত্ত্বকথা ;)

(মধ্য ও অন্ত্যলহরী)

পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—১ম ভাগ

শাস্ত্রী—শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্, এ, বি,-এল্
এড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট

সঙ্কলিত।

সন ১৩৬৩ সাল

মূল্য—২৸৹ আনা মাত্র

শ্রীশ্রীমহাত্মা বামাক্ষ্যাপা

শ্রীবামলীলা।

মধ্যলহরী ও অন্ত্যলহরী

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৷/০	৫	১২৪৫	১২৪৪
২	১৯	টিকেট	টিকিট
১১০	১১	র্ধার	বর্ধার
১১১	১১	গৃহপতি অবরুধ্য	গৃহপতিরবরুধ্য
১১৬	২২	প্রভর	প্রভুর

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৬	১৮	চিত্তচাঞ্চল্যপহরণ	চিত্তচাঞ্চল্যাপহরণং
১৪৭	৮	দ্বয়োরৈক্য	দ্বয়োরৈক্যং
১৪৭	৯	সোঽহঅভিধীয়তে	সোঽহংভিধীয়তে
১৫১	১০	অধীরা	অধীর
১৫৬	১৪	নদীকেশ	নন্দিকেশ
১৬২	১৩	স্বার্থগান্ধ	স্বার্থগন্ধ
১৬৩	৪	শ্রীবামমানানন্দদম্	শ্রীবামমানন্দনম্
১৬৮	১৯	বরেন্দ্র	বারেন্দ্র
১৬৯	১৩	লোকোন্তরাণাং	লোকোত্তরাণাং
১৭৪	১	অশরীরা	অশরীরী
১৮৭	৬	পুনঃ	পুন
১৯৩	১১	বলিয়ান	বলীয়ান
১৯৭	৬	লম্বয়ণ	লম্বয়ন্
২০৬	১৭	রামপ্রসাসী	রামপ্রসাদী
২০৭	৯	নতমার্ত্তরুঢ়ম্	নতমার্ত্তকৃতম্
২২০	১০—১৪	আত্মাস্থরুর	আত্মাপুরুষ
২৩১	৪	কলরেণুবাদনপবং	কলবেণুবাদনপরং
২৪৬	৫	আনতে	আনিতে

শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বামা মিশন

শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, এডভোকেট, (কলিকাতা হাইকোর্ট) স্বনামধন্য পুরুষ। ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাইগ্রামে ১২৮১ সালে ১৯শে পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "পাশ্চাত্য সাহিত্যাবথী" (Literary Atlas) উপাধিভূষিত বিচক্ষণ পণ্ডিত, প্রকাশচন্দ্র রায়ের মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক কিশোরী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র। কিশোরী মোহনের দ্বিতীয় ব্যাসের ন্যায় এই অপূর্ব্ব জ্ঞানবত্তার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁকে আজীবন ৫০৲ মাসিক পেনসন্ দিয়াছিলেন। হরিচরণ বাল্যকালে কেদারনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের জনাইস্থ চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। পরে শিবপুর Higher Class English School হইতে প্রথম বিভাগে ১০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া ১৮৯২ খৃঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। সংস্কৃত কলেজ হইতে এফ.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দুইটী বৃত্তি পান ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে এম্-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া

রাধাকান্ত স্বর্ণপদক ও শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আইন পাশ করিয়া রিপন কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদত্যাগ করিয়া হুগলী কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ইনি দুইবার অস্থায়ী মুন্সেফের পদে কার্য্য করেন ও স্যার আশুতোষের আহ্বানে ইউনিভারসিটি আইন কলেজে ১৯১১—১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপকতা করেন। ইনি কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের বহু বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর পদ অলঙ্কৃত করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। যেমন পিতা তেমনি পুত্র। উভয়েই বাণীর বরপুত্র। "সেকালের জনাই" গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে "সংস্কৃত সাহিত্যে অসামান্য পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রীয় বিচারে অকাট্য যুক্তি, বক্তৃতায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় তাঁর সমসাময়িক সময়ে জনাই সমাজে তাঁর সমকক্ষ কেহই ছিল না।" ইনি রঘুবংশের ছয়সর্গ, ভট্টির প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গের কলেজ সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকাসহ 'দায়ভাগ' আইন অনুবাদ করেন।

ইনি দেখিতে যেমন গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকার সুপুরুষ সেইরূপ মিষ্টভাষী ও সদাচারী ও ধর্ম্মপরায়ণ। বাল্যকাল হইতেই ইনি দেবদেবীর স্তোত্র মুখস্থ বলিতেন ও গুরুজনে প্রগাঢ় ভক্তিমান ছিলেন। বামাক্ষ্যাপা বাবার সহিত তাঁর মিলন ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ অতি অদ্ভুত ব্যাপার তাঁর রচিত শ্রীবাম লীলার অন্ত্যলহরী হইতেই সকলে উপলব্ধি করিবেন। ইনি

তন্ত্রশাস্ত্রে সমধিক ব্যুৎপন্ন। এত বড় পণ্ডিত, কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমান দেখি নাই। গুরুগত প্রাণ, প্রেমময় পুরুষ। ইঁহার রচিত শ্রীবামলীলা পড়িলে স্বর্গীয় শিশির ঘোষ প্রণীত "অমিয় নিমাই চরিতের" কথা মনে পড়ে। বামা ক্ষ্যাপা বাবার অলৌকিক জীবন কাহিনী অতি গোপন রহস্যাবৃত। শাস্ত্রী মহাশয় সেই গোপন রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইনি নিজের বলিতে কিছুই চাহিতেন না। দিবানিশি "জয়তারা" তাঁর জপমালা ছিল। সুখদুঃখ সমজ্ঞান করিতেন। শ্রীগুরুর স্পর্শে যে অপার্থিব প্রেমধনের ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন অকাতরে দু'হাতে অপামর সাধারণে দান করে গেছেন। জাতি বিচার করেন নাই, ধনী নির্ধন বিচার করেন নাই। আচণ্ডালকে আলিঙ্গন দান করে ইনি চেয়েছিলেন জগতের তৃষিত তাপিত প্রাণ শ্রীবামের অহেতু কৃপার পাত্র হয়ে প্রেমপীযূষ আস্বাদন করে। তাঁর তাই চেষ্টা হয়েছিল "বামা মিশন" গঠন। এই কার্য্য তাঁর প্রধান সহায় ইকড়ার জমিদার শ্রীবামের অন্যতম শিষ্য ৺হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় ও রামপুরহাটের উকিল ৺শ্যামানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মহাত্মা "তারাক্ষ্যাপা"।

বামামিশম গঠন করে বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িত আর্ত্ত আতুরের সেবার ভার নিজ স্কন্ধে তুলে নেন ও বীরভূম উত্তরবঙ্গ ও বাঁকুড়ায় এমন সুষ্ঠুভাবে সেবা কার্য্য পরিচালন

করেন যে তদানীন্তন বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল কর্মিদলের প্রধান অধ্যক্ষের সহিত বাঁকুড়ার বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে করমর্দ্দন করেন। তিনি যেসব যুবককে আকর্ষণ করেন তন্মধ্যে কাটোয়ার ৺সিতিকণ্ঠ সিংহ, কলিকাতার ৺পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার, শ্রীগোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার উকিল শ্রীঅভয়াপদ ভট্টাচার্য, বর্দ্ধমানের ৺পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীমনোরঞ্জন গুহ, শ্রীচণ্ডীচরণ সাম, শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস ও অধম ইত্যাদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করেন। তিনি এই অধমের উপর ব্যা মিশনের সম্পাদকতার ভার অর্পণ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় শ্রীবামের ভগ্ন আশ্রমগৃহ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাক্চীর দ্বারা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করান ও মিশনের সমবেত চেষ্টার ফলে বাবার নিত্য ভোগরাগের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করান ও প্রথমে ৺হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়ের আমলে যে তিরোধান মহোৎসব প্রবর্ত্তিত হয় তাহার সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ব্যবস্থা করান। তিনি ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই সেপ্টেম্বর (২৫শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার সন ১৩৪৩ সালে) সহসা মুত্রকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হইয়া যে "জয়তারা জয়তারা" দিবানিশি জপমালা করিয়াছিলেন সেই চির জাগ্রত পবিত্র শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁর ভক্ত ও শিষ্য মণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর বহু শিষ্যগণের মধ্যে কলিকাতা, কাটোয়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ার দল প্রধান। তাঁর আকর্ষণী ও দীক্ষাদান পদ্ধতি অদ্ভুত ছিল। তিনি কর্ণে মন্ত্র শুধু কহেই দিয়াছেন [illegible]

ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টমূর্ত্তি হৃদাকাশে দেখাইয়া দিতেন। তাঁব রচিত শ্রীবামের শ্লোকাষ্টক স্তোত্র তাঁর মুখে যে শুনিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে ও শ্রীবামে তদ্গত হইয়াছে। তিনি নিজের কোন গুণপনা স্বীকার করিতেন না। সবই শ্রীগুরু "বামের" দয়ায় হইতেছে বলিতেন ও শ্রীবামকেই গুরু বলিয়া দেখাইয়া দিতেন। এমন কি অশীরীরী বামের সহিত যোগসূত্র বন্ধন করাইয়া দিয়া কত ভক্ত শিষ্যকে তরাইয়াছেন। ৺পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, এই অধম ও শ্রীগোষ্টবিহাবী বন্দ্যোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ) তাঁর এতাদৃশী কৃপার পাত্র। তাঁর গঠিত "বামামিশন" পরে ক্ষ্যাপাবাবাব নিত্য ভোগপূজা আরতির জন্য অন্যূন ১৮০০৲ টাকা ব্যয়ে ১৮৷৷৹ বিঘা ধানের জমি ক্রয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ৺পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। অর্থ সাহায্য করেন পূর্ণ বাবু, ধীরেন্দ্রনাথ রায় ও অধম। পূর্ণবাবু ১৩৪৪ সালে শতবার্ষিকী উৎসব জাঁকজমকের সহিত পালন করেন। তাঁর অবর্ত্তমানে এই অধমেব উপর সব দায়িত্ব এসে পড়ে। ১৩৫৩ সালে বাবার আশ্রম ঘর খড়ের পরিবর্ত্তে টিন দিয়া ছাওয়া হয়। ব্যয় হয় প্রায় ২০০০৲ টাকা। বাঁকুড়ার উকিল শ্রীঅভয়াপদ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতার ডাঃ একাদশী মান্না, মণিরামপুরের শ্রীহরিপদ ঘোষ (পূর্ণবাবুর দাদা), শ্রীগোষ্ট বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি অর্থ সাহায্য করেন। কর্ম্মী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার আমায় এ বিষয়ে বহু সাহায্য করেন ও আশ্রম ঘরে শ্রীবাম ও একদিকে মহাত্মা অন্নক্ষ্যাপা ও

অন্যদিকে মদীয় গুরুদেব শাস্ত্রী মশায়ের অঙ্কিত চিত্রপট স্থাপনা করান এক বেদীর উপর। এখানেও নিত্য পূজাদির ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। বলাবাহুল্য স্থরেন একনিষ্ঠ কর্ম্মী। তারাপীঠ আশ্রম ও মিশনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও স্থপরিচালনা তার নিত্য চিন্তার বিষয়। বর্ত্তমানে ভক্ত শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাকচী যিনি ক্ষ্যাপাবাবার ঐকান্তিক সেবা শুশ্রূষা করেছেন ও আশ্রম ঘর নির্ম্মাণে বহু পরিশ্রম করেন, তিনি নিজ সংসার ত্যাগ করিয়া আশ্রম ঘর রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া তারাপীঠে পড়ে আছেন। ইনি ক্ষ্যাপাবাবার প্রিয় পাত্র। একবার নিজগ্রামে শিকারে গিয়া গুলী বিদ্ধ হইয়া মরণের মুখ হইতে বাবার দয়ায় পুনর্জীবন লাভ করেন। সে ঘটনা স্থানান্তরে বিবৃত। বাবার সেবাপূজার ভার শাস্ত্রী মহাশয় দিয়া যান পাণ্ডা ইন্দ্রপদের উপর। তাঁর দেহান্তে তাঁর সাধবী স্ত্রী কুন্তলিনী দেবী ও তাঁর ভাই যোগেশ পাণ্ডা দ্বারা এই কার্য্য চলিতেছে। মিশন এই কার্য্যে সব ব্যয় ভার বহন করে। যে উৎসব বাবার তিরোধান তিথি উপলক্ষে হইত এখন তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া শিবরাত্রি তিথির পর তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হয়। ন্যূনপক্ষে ৩০০০ হাজার ভক্ত সমাবেশ হয় ও বাবার ভোগ প্রসাদ পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করে। এ কার্য্যে রামপুরহাটের উকীল শ্রীভোলাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্থানীয় শ্রীজ্ঞানচন্দ্র প্রামাণিক ও শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান। এই কর্ম্মের গুরুভার গত

কয়েক বৎসর হইতে সন্ধিগড়া বাজারের জমিদার উদারপ্রাণ শ্রীঅনাদিনাথ বায় বহন করিতেছেন। তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া কর্মিদল লইয়া সব ব্যবস্থা পরিচালনা করেন ও কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জল গ্রহণ করেন না। শ্রীবাম তাঁর মঙ্গল করুন।

কলিকাতায় শ্রীসারদাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় বামাক্ষ্যাপা সংঘ-গঠন করিয়া বামের নাম প্রচারে সাহায্য করিতেছেন ও তেলিখানা শ্মশানে জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী বামের নামে কয়েক বৎসর যাবৎ উৎসব করিতেছেন। সকলই শ্রীবামের ইচ্ছা। যে যা করেন করুন। আমি বলি অতিগহন তারাবিদ্যা শিমূলতলার গভীর গুহায় নিহিত, "ঘৃতবৎ পয়সি নিগূঢ়ং"। যদি কেউ বীর সন্তান উপযুক্ত শিষ্য থাকেন, আসুন, শ্রীগুরু অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় আছেন। অমৃত আস্বাদন করুন। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত। "জয়তারা জয়বাম"।

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, বামা মিশন।

শ্রীবামদেবায় নমঃ॥

আদি লহরীতে বর্ণিত আখ্যায়িকা অংশের পূর্ব্বানুবৃত্তি

জয়তু জয়তু তারাপ্রেমোন্মত্তোহি বামঃ।

বাং সন ১২৪৫ সালের ১২ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার শিবচতুর্দ্দশী। এই পুণ্যতিথিতে শ্রীশ্রীমহাত্মা বামাক্ষ্যাপার ধরায় আবির্ভাব। তিনি নিত্য সিদ্ধ মহাপুরুষ তারাপ্রেমোন্মত্ত। বীরভূম জেলার তারাপীঠের সন্নিকট আটলা গ্রামে ভক্ত সর্ব্বানন্দ ও পুণ্যশীলা রাজকুমারীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। বাল্যকালে নাম শ্রীবামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জন্মতিথিই ইঙ্গিত করিতেছে যে তিনি এ পৃথিবীতে শিবলীলা প্রদর্শনের জন্যই কলিজীববৃন্দের উদ্ধার কারণ মানবজন্ম স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রকৃতই তিনি তারাপীঠ শ্মশানের ভৈরব তারাপ্রেমে পাগল।

আটলাগ্রাম রামপুরহাট মহকুমায় অবস্থিত। অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ হইতে ২ মাইলের মধ্যে। এই তারাপীঠে শ্মশানের শিমূল বৃক্ষতলে বশিষ্ঠের সিদ্ধাসন। প্রাচীন স্থান, পুন্যতোয় দ্বারকা নদীতীরে অবস্থিত। বশিষ্ঠ হইতে তান্ত্রিক সিদ্ধ সাধক পরম্পরা এই আসনের অধিকারী।

সর্ব্বশেষ শ্রীবাম এই আসন অধিকার করেন। তারাপীঠে শ্মশানের অনতিদূরে তারামার মন্দির বিদ্যমান ও জীবৎকুণ্ড নামে পুষ্করিণী। তারাপীঠ যাইতে হইলে ই, আই, আর, লুপ লাইনে রামপুবহাট ষ্টেশন বা মল্লারপুব ষ্টেশনে নামিতে হয়। হাঁটাপথে বা গোযানে ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগে। ভক্তমাত্রেই এ পবিত্রস্থানে আসিয়া অপার্থিব মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন। পথের ক্লেশ ভুলিয়া যান ও মনপ্রাণ অভূতপূর্ব্ব আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে।

বীরভূম জেলা তন্ত্রাচারের নীড়। ৫১ পীঠের ৪টী পীঠই এই জেলার অন্তর্ভুক্ত। যথা—ফুল্লরা (লাভপুর), কঙ্কালী (বোলপুর), নন্দিকেশ্বরী (সাইথিয়া), ললাটেশ্বরী নলহাটী)। দুটী বিশিষ্ট সিদ্ধপীঠ আবার এই জেলায় অবস্থিত। বক্রেশ্বর ও তারাপীঠ। বাংলায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বীরভূম জেলায় তন্ত্রেব আচরণ ও অনুষ্ঠান পালন করিতেন বহু ত্যাগী ও শক্তিশালী সাধক। দেশে তখন একদিকে যেমন একটা ধর্ম্মের অন্তর্প্রবাহ ছিল, পল্লীগ্রামের সাধারণ লোক একটু সরল ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বও দেখা দিয়াছিল। অবিশ্বাসও ক্রমশঃ আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল। হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সরল ধর্ম্মবিশ্বাস আর যেন টিকিতে চাহিতেছিল না। যেন বাংলাকে সব দিক দিয়া রক্ষা করিবার জন্য সেই সময় বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজনীতিতে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে

সর্ব্বত্রই নব জাগরণ। ধর্ম্মজগতও বাদ যায় নাই। পাশ্চাত্যের অভিযান রুদ্ধ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের বিজয় নিশান উড়ানই যেন ঈশ্বরের অভিপ্রায়। তাই জগৎবাসী দেখিল শ্মশানে অপূর্ব্ব ত্যাগের মূর্ত্তি। তারাপীঠ ভৈরব শ্রীশ্রীমাহাত্মা বামা ক্ষ্যাপা।

বামাচরণের বাল্যজীবন সুখের ছিল না। সর্ব্বানন্দের কিছু সংস্থান ছিল না। বামাচরণ ও কনিষ্ঠ পুত্র রামচরণকে লইয়া চণ্ডীগান ও রামায়ণ, মহাভারতের গান গাহিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। এতে লাভের মধ্যে এই হইল বামাচরণ কিছু শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হইলেন ও সঙ্গীতের জ্ঞান লাভ করিলেন। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন চলিল না। সর্ব্বানন্দ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাজকুমারীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সামান্য কয়েক বিঘা জমিতে সংসার চলা ভার। ছেলেরা শিশু। কি করেন অগত্যা পুত্র দুটীকে মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিলেন। মাতুল ঘোর সংসারী লোক। তিনি বড় ভাগিনেয়কে গোচারণের ভার দিলেন। বামাচরণ মাঠে গোমাতাকে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিতেন ও নিজে গাছতলায় বসিয়া "আকাশ তারা" দেখিতেন—ফলে গোমাতা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী চাষীদের ফসল উদরসাৎ করিতে লাগিল ও মাতুলের কাছে ক্রমশঃ নালিশ হইতে লাগিল। মাতুল প্রথম প্রথম ধমক দিয়া প্রহারের ভয় দেখাইয়া সাবধান করিয়া দিলেন। পরে উত্তম মধ্যম দিলেন। কোন ফলই হইল না। মা নিরুপায় দেখিয়া নিজের ভিটায়

ছেলেদের লইয়া আসিলেন। আত্মভোলা পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন—বাবা কাজ কর, কাজ না করিলে কি করিয়া চলিবে ইত্যাদি।" পুত্র পূর্ব্ববৎ অকাজেই রহিলেন। কখনও কাহারও শালগ্রাম শিলা মন্দির হইতে সংগ্রহ করিয়া জলে চুবাইয়া রাখিতেন। কখনও বা নদীধারে বালীতে প্রতিমা গড়িয়া ফুল দিয়া পূজা করিতেন। কখনও তাড়নার ভয়ে খড়ের গাদায় লুকাইয়া থাকিতেন ও সেই গাদায় আগুন লাগাইয়া দিতেন ও সেই অগ্নিকুণ্ডে লম্ফ দিয়া অক্ষতদেহে বাহির হইয়া আসিতেন। একবার দেখা গেল স্থানীয় সরকারদের গৃহ হইতে শালগ্রাম শিলা অন্তর্হিত হইয়াছে। এই সরকার বংশ তাঁদের পরম হিতৈষী ও সরকার গৃহিণী তাঁকে পুত্রবৎ যত্ন করিতেন। তাঁর ঠাকুর নাড়া বাতিক আছে জানিয়া দুর্গাদাস সরকার তাঁকে ডাকাইয়া তথ্য জানিতে চাহিলেন। উত্তরে বাম বলিলেন—"ঠাকুর জলজল করিয়া চেঁচাইতেছিল, আমি পথে যাইতে যাইতে শুনিযা চিলে নদীতে ডুবাইয়া রাখিয়াছি।" তখন ঠাকুর আনান হইল। কিন্তু খুব পিটন খাইয়া বাম তদবধি ঠাকুর নাড়া গুরুজ্ঞান করিলেন। গুরুজ্ঞান অর্থাৎ ত্যাগ। তাঁর ভাষা বিচিত্র। যেদিন খড়ের গাদায় আগুন লাগাইয়া দেন সেইদিন ঘটনাক্রমে ঐ অঞ্চলের দারগাবাবু কোন জরুরী কাজে ঐ গ্রামে তদারকে আসেন। "চ্যাবা" বামাচরণকে ভয় দেখাইবার জন্য গ্রামবাসী তাকে ধরিয়া আনিয়া দারগার হাতে জিম্মা দিয়া সব ঘটনা আনুপূর্ব্বিক

বর্ণনা করিল। দারগা ব্যাপার বুঝিয়া তাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া চলিলেন। বাম নির্বিকার। বালক বয়সে পুলিশের হেপাজতে যাওয়া খুবই আতঙ্কেব কথা। দাবগা তার আনমনা হাবভাব ও সরল নির্ভীক স্বীকারোক্তিতে অতিমাত্রায় চমৎকৃত হইলেন। বুঝিলেন এ বালক সামান্য নহে। এবং শাস্তির পরিবর্ত্তে তাকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন।

বামেব আব একটী নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছিল তারাপীঠ শ্মশান পরিক্রম। তারামাকে দিনান্তে একবার না দেখিলে যেন তাঁর প্রাণে শান্তি ছিল না। তিনি তারাপীঠে আসিয়া কখনও আপন মনে গান গাহিয়া নাচিতেন, কখনও তারামাকে দেখিয়া দেখিয়া হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও শ্মশানের ফুল তুলিয়া আনিয়া "তারামা নে" বলিয়া ছুড়িয়া দিতেন, মা নিলেন কিনা, তিনিই জানেন। পরে একটু বয়স্ক হইলে সাধক ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে মিশিয়া গাঁজা ভাং কিছু কিছু অভ্যাস করিলেন। মা জানিতে পারিয়া আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে ঘরে খিল দিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কে মুক্ত বিহঙ্গমকে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিতে পারে? বাম ভাণ করিয়া মুখ দিয়া ফেণা বাঁটিতে আরম্ভ করিলেন ও এমন বিকট শব্দ করিলেন যে মা কিংকর্ত্তব্যবিমুঢ়া হইয়া দরজা খুলিয়া দিতে পথ পান না। দরজা খোলা পাইয়া বাম একেবারে দ্বারকাতীরে উপস্থিত, প্রাচীন তারাপীঠ

শ্মশানের অ'প'র পারে। দ্বারকা কূলে কূলে বহতা। বাম বিহ্বল হইয়া দণ্ডায়মান। যেন কোন কিছুব প্রত্যাশা করিয়া আছেন। এমন সময় জলদ্‌গম্ভীব স্বরে আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়া শব্দ উত্থিত হইল। "ব্রাহ্মণ বালক দাঁড়াও, তুমি পাবার অধিকারী।" কিশোর বাম বিস্ময়চকিত হইয়া দেখিলেন, যে বশিষ্ঠাসনের তদানীন্তন অধিকারী ব্রজবাসী কৈলাসপতি মহারাজ খড়ম পায়ে খরস্রোতের উপর দিয়া হাঁটিয়া দ্বারকা পার হইয়া তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁর ডান হাতটী ধরিয়া তাঁকে বলিলেন, "কি দেখিতেছ?" বাম বলিলেন—"মরা তুলসী গাছ"। ভৈরব বলিলেন—"তুলসী জিউ, তুলসী জিউ, তুলসী জিউ।" একটী মরা তুলসী গাছ স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া তীরে লাগিয়াছিল। তাকে অবলম্বন করিয়া এই ঘটনা। বাম পরে বলিতেন— "বাবা, গুরুর আ'শ্চর্য্য মহিমা। মরা তুলসীগাছে পরে মঞ্জরী ধরিল।" এই বেধ দীক্ষা বা স্পর্শ দীক্ষা, শিক্ষা মৃতসঞ্জিবনী বিদ্যা। দীক্ষার পর বাম একপ্রকার গৃহবাস ত্যাগ করিলেন। শ্মশানেই গুরুর সাহচর্য্যে রহিলেন। কাঙ্গালিনী মা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। পুত্রকে যে কাজ করিতে বলিয়াছিলেন এবং সুপুত্র যে তারামার চরণে আত্মনিয়োগ জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বাছিয়া নিবেন, একথা তিনি স্বপনেও ভাবিতে পারেন নাই। তিনি আসিয়া কৈলাসপতিকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। পুত্রকে বুঝাইয়া ফিরাইয়া দিতে। শ্রীগুরু

বলিলেন—"মা কেন কাতর হও। তোমার ছেলের ভার আমি নিলাম, ও আর ঘরে ফিরিবে না।" মা চোখের জল আঁচলে মুছিয়া তারামার কাছে ছেলের মঙ্গল কামনা করিয়া ঘরে ফিরিলেন। একটা কঠিন সমস্যার সমাধান এত সহজে মিটিল। কৈলাসপতিকে সে অঞ্চলে সাক্ষাৎ শিব বলিয়া জানিত। যখন তিনি আশ্বাস দিলেন তখন আর ভয় কি? সবই তারামার খেলা।

এই বশিষ্ঠাসনের উগ্রসাধক ব্রজধাম হইতে ভৈরবীসহ তারাপীঠে আসেন বামকে দীক্ষা দিবার মাত্র ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে। তাঁর কণ্ঠে তুলসীমালা ও রুদ্রাক্ষমালা দুই ছিল। তিনি আটলায় সরকারবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে মাঝে মাঝে থাকিতেন। বাম ঐ সরকার বাটীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন ও সাধুর নিকট যাতায়াত তাঁর অবাধে চলিত। কি শিক্ষা নীরবে চলিত তাঁরাই জানেন, তবে সকলে দেখিত আনমনা বাম যেন কৈলাসপতির নিকট সহজভাবে থাকিত। তখন তাকে যেন সে বাম বলিয়া চেনা যাইত না। বিবিক্ত পুরুষ কৈলাসপতিও যেন বামের প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন। এ কিসের পূর্ব্বাভাষ? কেহই তখন বুঝে নাই যে বামকে দীক্ষা দিয়া বশিষ্ঠাসনের অধিকার দেওয়াই তাঁর তারাপীঠে আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য। দীক্ষাপর্ব্ব পূর্ব্বেই নিভৃতে সমাপ্ত হইয়াছে। এইবার আসন অধিকারের পালা। সে ব্যাপার আরও আকস্মিক ও বিচিত্র। এমন কি গুরু

পর্য্যন্ত স্তম্ভিত ও চমৎকৃত। এই পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে শ্রীবাম স্বয়ং সিদ্ধ, গুরুকরণ তাঁর কাছে কেবল লৌকিক ব্যাপাব মাত্র।

বাম অবলীলাক্রমে সংসার ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমে আশ্রয় নিলেন। তাঁর আহারের চিন্তা নাই, লজ্জাবস্ত্রের চিন্তা নাই, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হ'তে রক্ষার জন্য বাসগৃহের চিন্তা মাত্র নাই। কোনদিকে দৃকপাত নাই, তিনি যে তাঁর চিন্তামণি তারামার ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে বসিয়াছেন এই আনন্দেই তিনি বিভোর। তারামা সত্যই এই সবভোলা ছেলেটীর ভার নিয়াছেন তা কৈলাসপতির রাজকুমারীকে আশ্বাসবাণী হইতেই কতক বুঝা যায়। আরও বুঝা যায় নাটোরের রাজকর্ম্মচারী দুর্গাদাস সরকারের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে; তিনি যখন দেখিলেন যে বাম সংসারের গণ্ডী পার হইয়া শ্মশান বাসই শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিল তখন তার দেহধারণের ব্যবস্থা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্থির করিয়া দিলেন। তারামার প্রসাদ বাম নিত্য পাইবে আর তারামার নিত্য ফুল তুলিয়া দিবে, বিনিময়ে মাসিক ৪৲ টাকা বৃত্তি তার মা পাইবে। চিরহিতৈষী 'সরকার কাকা' ত এই ব্যবস্থা করিলেন দুস্থ পরিবারকে রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু এই সামান্য ফুল তোলা কাজও, যা সরকার মশায় মনে করেন বাম আগ্রহ সহকারে করিবে, বামের ধাতে সহিল না। সরকার কাকা এখনও বুঝে নাই যে বাম সব কর্ম্মের গণ্ডী পার হইয়াছেন।

দিবানিশি 'তারামা' অনুধ্যান মাত্রই তাঁর কাজ। অন্য কিছু নহে। পাণ্ডা পূজারীর হুকুমে বাম সাজি হাতে যান শ্মশানে ফুল তুলিতে—কোন কোন দিন ফুল আনেন, কোন কোন দিন সাজি হাতে অবাক হইয়া নীরবে ফুল হাতে দাঁড়াইয়া থাকেন। পূজার সময় হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে তাঁর হুঁস হয়, কোনদিন বা হুঁস হয় না, তিনি নিশ্চল পাথরের মত শ্মশানে বসিয়া থাকেন। এইসব অসুবিধার কথা সরকার কাকার কাণে গেলে তিনি তাঁকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইয়া পূজার আয়োজন চন্দন ঘষা পুষ্পপাত্র সাজান ইত্যাদির ভার দিলেন। এ কাজেও তাঁর কোন ঔৎসুক্য দেখা গেল না। তিনি পূজারীর তাড়নে চন্দন ঘসিতে আরম্ভ করেন, ক্ষণেক পরে তারামার মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বেহুঁস হইয়া যান, পুষ্পপাত্র সাজান ত অর্ঘ্য থাকে না। একাজেও অচল বিবেচনা করিয়া তাঁকে ভোগ রাঁধিবার কাজে দেওয়া হইল। কড়ায় দুধ দিয়া বাম তন্ময়। দুধ পুড়িয়া ধরা গন্ধ উঠিল। সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখে বাম বসিয়া আছে দুধ ধরিয়া উঠিয়াছে। পিটন দিয়া তাঁকে আপাততঃ বিদায় দেওয়া হইল। বামের পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। এই সময় তারাপীঠে চতুর্দ্দশীর মেলায় মুর্শিদাবাদ কাছারীর নাটোরের কর্ম্মচারী মৈত্র মহাশয় তদারকে আসিলেন। তিনি শুনিলেন যে সরকারের তহবিল হইতে বামকে অযথা মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। তিনি স্থির করিলেন, তাঁর এক পাচকের প্রয়োজন—এই সবল সুস্থকায়

ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা একাজ চলিবে। বাম প্রস্তাব শুনিয়া যাইতে নারাজ। শেষে একজন পাণ্ডা মুর্শিদাবাদে "গঙ্গামা আছেন, তাকে দেখিবি না" এইকথা বলায় বাম রাজি হইলেন। মৈত্র মহাশয় মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রঘুনাথপুর কাছারীতে লইয়া গেলেন। সেখানে রান্নার ভার দিলেন। ভবগতপ্রাণ বাম, চুল্লীর পাশে ধ্যানে মগ্ন। অন্নদগ্ধ হইয়া গেল। মৈত্র মহাশয় অনেক যত্ন করিয়া তাকে রন্ধন কৌশল শিখাতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছু ফল হইল না। কোন দিন অন্নদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ হইত, ব্যঞ্জন অলবণ বা বেশী লবণ পড়িত। এইরূপে মাসাধিক কাটিল। বাম স্নান করিতে যাইয়া গঙ্গামাকে বলিতেন—"মা আমায় তারাপীঠে ফিরাইয়া দে।" অবশেষে মৈত্র মহাশয় বিরক্ত হইয়া তাঁকে তারাপীঠে পাঠাইয়া দিলেন। মনে ভাবিলেন, বাম ইচ্ছা করিয়া রন্ধনকার্য্যে অবহেলা করিয়াছে। তাই রাগ করিয়া তারাপীঠে তাঁর তারামার প্রসাদ ও বেতন হুকুম দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। বাম নিরুদ্বিগ্ন।

অতঃপর যাত্রীগণ তাঁর পরিচর্য্যার ভার নিলেন। এইভাবে কিছুদিন কাটিল। পরে ১২৭৬ সালে মন্বন্তরে বাংলা বিধ্বস্ত হইল। সর্ব্বত্র অন্নাভাবে হাহাকার উঠিল। তখন মোক্ষদানন্দ নামে যে তেজস্বী সাধক তারাপীঠে সাধনা করিতেন, তিনি বামের উপগুরু বিশেষ। তিনি বামকে সঙ্গে লইয়া তারাপীঠের অদূরবর্ত্তী ডাবুকে কৈলাসপতির আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

কৈলাসপতি উন্নত সাধক। তিনি বামকে দেখিয়াই চিনিলেন—এ অসাধারণ যুবক নিত্যসিদ্ধকোল। তিনিও তাঁকে আদর যত্ন করিলেন। কিন্তু কিছুদিন ড'বুকে থাকিয়া বামের প্রাণ তারাপীঠের জন্য টান ধরিল। তিনি দুর্ভিক্ষের দুর্নিবার ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তারাপীঠে ফিরিলেন। এ সময় তিনি কয়েকদিন পদ্ম বা শালুকের গোঁড় খাইয়া কাটাইলেন। অবশেষে এমন অবস্থা আসিল যে শালুকও দুর্লভ হইল। তখন না খাইয়া শ্মশানে পড়িয়া রহিলেন। পাষাণী তারামার প্রাণ এবার গলিল। নাটোরের ছোটতরফের রাণীমা স্বপ্নে দেখিলেন তারামা তাঁকে বলিতেছেন, "আমার আজ দু'দিন খাওয়া হয় নাই, ব্যবস্থা করিস্।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি তারাপীঠে সংবাদ নেবার জন্য কর্ম্মচারীগণকে তাগিদ দিলেন। খোঁজখবর লইয়া জানা গেল তারামার সেবার কোন ত্রুটী নাই। পরদিন রাণীমা আবার স্বপ্ন দেখিলেন। তারামা বলিতেছেন—"কি, তুই এখনও কোন ব্যবস্থা করিলি না, আমি না খাইয়া আছি। শীঘ্র ব্যবস্থা না করিলে তোর বিপদ হবে।" রাণীমা বড় উদ্বিগ্না হইয়া মুর্শিদাবাদের নায়েবকে সত্বর তদারকে পাঠালেন জরুরী বলিয়া দিলেন যেন মার সেবার কোন বিঘ্ন না থাকে তার বন্দোবস্ত সত্বর করিয়া সংবাদ দিতে। নায়েব অনুসন্ধান করিয়া বলিয়া পাঠালেন যে, "এক ব্রাহ্মণ যুবক পাগল সাধক কয়েকদিন উপবাসী আছেন, তা'ছাড়া আর কোন বি' হয় নাই।" রাণীমা সেই হইতে হুকুম দিলেন—"এই সা

যতদিন তারাপীঠে থাকিবেন তুপুরে মার ভোগ অন্ন ও রাতে ৪ খানি লুচি ও তুধ প্রসাদ পাইবে। যেন অন্যথা না হয়।" গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—"যাঁহারা আমাভিন্ন অন্য কোন বিষয় চিন্তা না কবিয়া আমাকেই সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করে, সেই সকল আমাতে এক মাত্রনিষ্ঠগণের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ অপ্রাপ্তপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুব বক্ষণাবেক্ষণ আমিই করি।" বাম যে তারামা ছাড়া জানেন না। তারামা তাঁর মুখ না চাহিলে কে চাহিবে। তাই তারামা তাঁর শরীর যাত্রাদির ব্যবস্থা এইভাবে করিলেন। আরও একটী ঘটনা থেকে নিত্য যুক্ত বামের জন্য তারামার যোগক্ষম বহন করার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। মধ্য লহরীতে বর্ণিত হইয়াছে।

বাম এমনই গূঢ়ভাবে আত্মগোপন করিতেন, বাহিরে পাগল সাজিয়া থাকিতেন যে সাধারণ লোক ত দূরের কথা মোক্ষদানন্দ বাবা এমন কি কৈলাসপতি মহারাজও বামের প্রকৃত অবস্থা সঠিক অবগত হন নাই। বাম পরিচয় দিলেও প্রথম প্রথম তাঁরা ধরিতে পারেন নাই। একদিন বাম বলিয়া উঠিলেন—"বাবা শ্মশানে এক মহাকায়া রাক্ষসী আসিয়াছে।" মোক্ষদানন্দ ও কৈলাসপতি শুনিলেন। তাঁরা মনে করিলেন বামের চক্ষু খুলিয়াছে ও সূক্ষ্মদর্শন জ্ঞান আসিয়াছে। পরে একদিন বাম যখন সভয়ে বলিলেন—"বাবা কি তাজ্জব ব্যাপার! শ্মশানে এক ব্যাঘ্র আসিয়াছে" পাণ্ডারাও লাঠি সোটা লইয়া সাজ সাজ রবে শ্মশান ঘেরাও করিল। কোথায়

বাঘ! এ বামের ক্ষ্যাপামি মনে করিয়া তাকে তিরস্কার করিল। মোক্ষদানন্দ মনে করিলেন বামের মন্ত্রের উগ্রতা জন্য কিছু সংস্কার দরকার। তিনি কৈলাসপতির মত লইয়া তাঁর অভিষেক করাইলেন। বাম দ্বিরুক্তি করিলেন না। একি পূর্ণাভিষেক? পরে একদিন গভীর রাতে যখন কৈলাসপতি ও মোক্ষদানন্দ শিমূলতলায় চক্রানুষ্ঠান করতঃ ইষ্টদেবীকে আহ্বান করিয়া তাঁর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন (এরূপ তাঁদের নিত্যই চলিত) বাম কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে বাম জিজ্ঞাসা করিলেন "বাব সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন বাবা।" তাঁরা বামকে অনধিকারী বিবেচনা করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন বাম তাঁদের আহূত দেবীর রূপ বর্ণনা করিলেন। বলিলেন—"কি কথা কহিতেছিলেন, বাবা।" কোন উত্তর না পাইয়া নিজেই যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাঁর ইঙ্গিত দিলেন। উভয়গুরুই কিছু বিস্মিত হইলেন কিন্তু মনে করিলেন বাম অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছে। তিনি যে সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁরা বুঝিবেন না। এ ঘটনাতেও যখন তাঁর স্বরূপ তাঁদের নিকট ধরা পড়িল না তখন বাম আর এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি নিত্যই গুরু কৈলাশপতিকে বশিষ্টাসনে গঞ্জিকা সাজিয়া দিতেন। গাঁজার কলিকায় আগুন ধরাইয়া গুরুর হাতে দিতেন। গুরু তাঁর নিয়মমত কলিকাটী আসনের সামনে রাখিয়া ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিয়া দিতেন। পরে উঠাইয়া

লইয়া নিজে টানিতেন ও শিষ্যকে প্রসাদ দিতেন। একদিন এইরূপ প্রথামত গাঁজার কলিকা ইষ্টকে নিবেদন করিতেছেন এমন সময় বাম কলিকা উঠাইয়া লইয়া নিজে গুরুর প্রসাদের অপেক্ষা না রাখিয়া টানিতে লাগিলেন। গুরু চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিয়া অবাক! কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। ভাবিলেন "এ ছেলে ত এত দুর্বিনীত নহে। তবে কেন এরূপ করিল?" আবার ধ্যানস্থ হইলেন। পরে ধ্যান ভাঙ্গিলে বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা তবে তুমিই পাহারা দাও। আমি চলিলাম।" বাম বলিলেন—"আমার আশ্চর্য্য গুরু বাবা, তিনি ভৈরবী মার সঙ্গে আকাশে উড়ে গেলেন।" সত্যই তারপর হইতে আর কেহ তাঁর সন্ধান পায় নাই। এই বামের আসন অধিকার। কি বিচিত্র ভঙ্গী। সিদ্ধগুরু মুহূর্ত্তে বসিষ্টাসন সিদ্ধাসন সিদ্ধসাধক শিষ্যকে ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এ গভীর রহস্য কে বুঝিবে? এই ঘটনা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে বাম বশিষ্টগণের শ্রেষ্ঠ বশিষ্ট। অর্থাৎ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী যোগীরাট। তন্ত্রমতে সিদ্ধনাথ, কুলনাথ।

অতঃপর উপগুরু মোক্ষদানন্দ কাশীধাম হইতে ফিরিলে বাম তাঁর কাছেও নিজ পরিচয় বিশেষভাবে দেন। একদিন তিনি চন্দ্রচূড় শিবের মন্দিরে বসিয়া পূজার যোগাড় করিতেছেন। ইত্যবসরে বাম শ্মশান হইতে চিতাভস্ম মাখিয়া মড়ার কলিকা হাতে লইয়া মন্দিরের সিঁড়িতে

আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—বাবা একছিলিম গাঁজা দেবে। একটু তামাক খাব।” তিনি পূজার ব্যাপারে ব্যস্ত, মুখে কোন উত্তর দিতেছেন না। তবে পুনঃ পুনঃ গাঁজা চাওয়ায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন—“দূরহ ভাঁঙ্গড়! গাঁজা চাবার আর সময় পেলে না।” তিনি ধমকানি ও গালাগালি খাইযা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মোক্ষদানন্দ অতঃপর পূজায় বসিলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে গিয়া এক বিষম বিপত্তি দেখা গেল। তাঁর জিহ্বা যেন কে ভিতর দিকে টানিতেছে। তাঁর চক্ষু কপালে উঠিল। মুখ দিয়া ফেণা পড়িতে লাগিল। তবে তিনি জ্ঞান হারান নাই। মনে মনে শম্ভুকে আত্মনিবেদন করিলেন। দেখিলেন বাম ও চন্দ্রচূড় যেন এক হইয়াছেন। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। গদ্গদভাবে বামকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—“আমি বুঝিতে পারি নাই। য ছিলিম গাঁজা চাই দোব। আমার উপর গোঁসা কোরনা।” “আমি কি জানি বাবা, তারামা জানে” বলিতে বলিতে উঠিলেন। তখন মোক্ষদানন্দের জিহ্বা স্থির হ’ল, তিনি স্বস্তি পেলেন। এই ব্যাপারে তিনি বুঝিলেন—বাম বশিষ্টের অবতার। তাই কৈলাসপতি বুঝিয়া তাঁকে আসন ছাড়িয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। বামের সব সময়ই ধৃতমুগ্ধ ভাব। পূর্ণজ্ঞানী অথচ বাহিরে দেখান যেন বালকবৎ অজ্ঞান। তাঁর অহমিকা নাই। যা কিছু প্রশংসার

কাজ সবই তারামার। তাঁর বলিতে কিছু নাই সবই তারামার। তারামনপ্রাণশরীর। আত্মসমর্পণের এমন নিদর্শন বিরল।

অপামর সাধারণে এখনও তাঁর পরিচয় বুঝে নাই। তারা জানে এ পাগল। তিনি নিঃসঙ্গ উলঙ্গ। যুবতী স্ত্রীলোক তাঁর সামনে লজ্জা পেত না। কিন্তু তা হ'লে কি হয়? তিনি যে কামজয়ী, এ পরীক্ষা পাণ্ডারা ও জমিদারের লোক নিতে ছাড়ে নি। তারা সুন্দরী কুলটা তাঁর পেছনে লাগাইয়া দেখে। অর্থের লোভে কুলটা গভীর রাতে তিনি যখন শিমূলতলায় সমাধিস্থ তখন চুপে চুপে আসিয়া তাঁকে জড়াইয়া ধরে ও তাঁর স্থানবিশেষ খুজিতে থাকে। কিন্তু অনেক হাতড়াইয়া যখন কিছুই নির্ণয় করিতে না পারে তখন হতাশ হইয়া তাঁর পায়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। জ্ঞান হইলে তাঁর কাছে কাঁদিয়া ক্ষমা চায়। পরে সে রমণী অসৎপথ ত্যাগ করিয়া সৎপথে যেরে। কাঁচ কিনিতে গিয়া কাঞ্চন লাভ করে। আর একটী রমণী এইরূপ তাঁর পিছনে লাগে। তিনি তার ভাব ভঙ্গী বুঝিয়া চিমটা দিয়া তাড়া করাতে পলাইয়া যায়।

তাঁর যে সর্ব্ববাসনা ক্ষয় হইয়াছিল এ তাঁর সমস্ত জীবনেই প্রকাশ। কোন এষণা তাঁর হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তারাপদই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, তাঁর সর্ব্বস্ব ধন! তিনি নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার। জীবকে ভক্তিভাবের দ্বারা ব্রাহ্মীস্থিতিতে প্রেরণা দিবার জন্য তাঁর আবির্ভাব। জীবকল্যাণহেতু যা কিছু

মাত্র অধ্যাস তাঁতে দেখা যাইত। তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

কিন্তু কয়জন লোক তাঁর মত গুপ্তসাধকের সাধাসাধন তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা পাইত? তিনি হাঁসিমুখে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা উপেক্ষা করিয়া একেবারে উলঙ্গদেহে কৌপিনের অপেক্ষা না রাখিয়া ভীষণ শ্মশানে মশার কামড় ও অনাহার অনিদ্রা সহ্য করিয়া দিনযামিনী নিঃসঙ্গ যাপন করিতেন কেন, সে কথা কি শতকরা পাঁচজনও চিন্তা করিয়া দেখিত? তা না দেখিলে কি হয়। ফুল ফুটিলে সৌরভ ছোটে। কতদিন আর বাম নিজেকে চাপা দিয়া রাখিবেন। এমন দিন শীঘ্রই আসিল যখন তাঁর সিদ্ধিবার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষিত হইয়া গেল। ১২৯৫ সালে তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বৃষ্টিস্তম্ভন করিয়া তিনি সকলকে চমৎকৃত করেন ও লোকে জানিতে পারে—"সিদ্ধ হয়েছে বামা, করতলগতা হয়েছেরে তার তারা সুমনোরমা।" পরবর্ত্তী ঘটনাবলী মধ্য ও অন্ত্যলহরীতে বর্ণিত।

শ্রীবামদেবায় নমঃ।

শ্রীবামাষ্টকম্।

আনন্দচিৎ সত্যমরূপমাদ্যং
নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তমীশম্।
লীলাময়ং ব্রহ্মপরমপুরাণং,
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥১॥
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ,
বামাভিধানং পুরুষং ভজামঃ।
বামাভিধানং পুরুষং স্মরামঃ,
বামাভিধানং পুরুষং বিশামঃ।
তং ক্ষিপ্তবামাচরণং নমামঃ,
শ্রীবামমাদর্শগুরুং নমামঃ।
তং সিদ্ধবামাচরণং নমামঃ।
শ্রীবামমানন্দশিবং নমামঃ ॥ ধ্রুঃ ॥

উর্দ্ধর্ত্তুকামং কলিজীববৃন্দং
শ্রীবীরভূমৌ ধৃতবিপ্ররূপম্।
শ্রীবামতারাকরুণাবতারং
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥২॥

আজন্মতারাচরণৈকলক্ষ্যং
তারাময়প্রাণমনঃশরীরম্ ।
লোকোত্তরং ভক্তিময়াবতারং
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥৩॥

কৌমারসন্ন্যাসনিরস্তভোগং
ঘোরশ্মশানালয়মাশুতোষম্ ।
ত্যাগাবতারং কুলনাথনাথং
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥৪॥

তারাপদপ্রেমমধুপ্রমত্তং
তৎপ্রেমসংপ্লাবিতমর্ত্ত্যলোকম্ ।
তারাময়প্রেমপরাবতারং
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥৫॥

তারাবিবেকোদিতবিশ্বতত্ত্বং
বাণীশ্বরং কালমনোরুতজ্ঞম্ ।
জ্ঞানাবতারং ধৃতমুগ্ধভাবং
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥৬॥

যোগেশ্বরং ভিন্নত্রিসপ্তচক্রং
কূটস্থিতং তন্ময়সিদ্ধবোধম্ ।
ছায়াবপূর্ব্যাপ্তত্রিসপ্তলোকং
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥৭॥

আলোকদীক্ষাংশুবিবুদ্ধপদ্মান্
শিষ্যান্ শরণ্যং পরিদর্শয়ন্তম্ ।
রূপাক্ষরাব্দপতুরীয়তত্ত্বং ।
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥৮॥

শ্রী বামমহিমাপারাম্ভোধিমজ্জনপাবনম্ ।
শ্রীহরিচরণস্যান্তঃ শ্রীবামকৃপয়োদিতম্ ॥
বামাষ্টকমিদং রম্যং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্ ।
শ্রীবামচরণাম্ভোজে সন্ধত্তামচলাং রতিম্ ॥

শ্রীশ্রীবাম দেবায় নমঃ।

শ্রীবাম স্তোত্র

অনাদি' অরূপ তুমি সচ্চিদানন্দময়।
নিরঞ্জন নিত্য তুমি অনন্ত নিলয়॥
লীলাময় ব্রহ্ম তুমি পরম পুরাণ।
শ্রীবাম! পুরুষ তুমি তোমায় প্রণাম॥
তুমি হে আদর্শ গুরু তোমায় প্রণাম।
"ক্ষ্যাপাবামাচরণ" নাম তোমারে প্রণাম।
তোমারে ভজিয়া, তোমারে স্মরিয়া
তোমাতে মজিয়া, যেন করি হে প্রয়ান॥ (১)

উদ্ধারিতে কলিজীবে বীরভূমে বিপ্রগৃহে।
করুণার অবতার ধর "বাম" নাম।
শ্রীবাম পুরুষ তুমি, তোমারে প্রণাম॥ (২)

জন্মাবধি লক্ষ্য তব "তারামা" চরণ।
তারা পদে সঁপিয়াছ দেহ প্রাণ মন॥

অদ্ভুত ভক্তি রসে তব অবতরণ।
শ্রীরাম, পুরুষ তুমি, করি তোমায় নমন॥
করি তোমায় স্মরণ।
করি তোমায় ভজন।
তোমার জলধি মাঝে করি নিমজ্জন॥ (৩)

আকুমার সন্ন্যাসী তুমি, ত্যজি অভিলাষ।
লইয়াছ আশুতোষ! শ্মশানেতে বাস॥
কুল-নাথ-নাথ তুমি ত্যাগে সুমহান্।
শ্রীরাম! পুরুষ তুমি, তোমারে প্রণাম॥ (৪)

তারাপদ প্রেম তোমা করিল পাগল।
ডুবাইলে সেই প্রেমে মর্ত্ত্যবাসিদল॥
তোমাসম তারাপ্রেম কে দেখাবে আর।
শ্রীরাম আদর্শ গুরু! নমি বারে বার॥ (৫)

হলে বাণীশ্বর করি তারা কৃপা লাভ
উদ্ঘাটিত বিশ্বতত্ত্ব দেশ কাল গূঢ়তথ্য
পূর্ণজ্ঞান পেয়ে তবু ধর মুগ্ধ ভাব।

চক্রদল করি ভিন্ন হ'লে যোগেশ্বর
ভুলিলে আপন সত্ত্বা ভূমানন্দে ভোর
লভিলে প্রকাম্য ব্যাপ্তি পুরুষ প্রধান
শ্রীবাম! আনন্দ গুরু! তোমারে প্রণাম। ৬+৭

শরণ্য শিষ্যগণে দেখাইলে পথ।
(তব) মৌন দীক্ষা সুকৌশলে ছোটে চিত্তরথ।
অরূপ তুরীয় তত্ত্বে, জয় গুণ ধাম।
শ্রীবাম! আদর্শ গুরু তোমায় প্রণাম।
জয় জয় বাম জয় জয় জয় বাম
জয় তারা বাম জয় জয় তারা বাম। (৮)

শ্রীবাম শিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল,
এড্ভোকেট্ রচিত শ্রীবামাষ্টকম্ অবলম্বনে তৎশিষ্য
শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, দ্বারা রচিত।
বামামিশন কার্য্যালয়, উত্তরপাড়া, হুগলী।

শ্রীশ্রীবামদেবায় নমঃ।

প্রকাশকের নিবেদন

অভিনব সাধ্যসাধন রহস্য কথা "শ্রীবামলীলা" তারাপীঠ-ভৈরব শ্রীশ্রীমহাত্মা বামা ক্ষ্যাপা বাবার জ্ঞানভক্তি রসাত্মক অলৌকিক জীবনী সম্বলিত শাস্ত্রতত্ত্ব সমালোচনা। আদিলহরী বহুকাল পূর্ব্বেই লেখক বামা ক্ষ্যাপা বাবার প্রিয়তম মন্ত্রশিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। তিনি বহু পরিশ্রমে বীরভূমের বহুস্থান ঘুরিয়া বামা ক্ষ্যাপা বাবার সহিত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বহুলোকের সহিত আলাপ করিয়া ও তাঁর শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট তাঁদের গোপন রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া শ্রীগুরুর মহিমা তাঁর অতুলনীয় ভাষায় ও ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হবে না যে তাঁর রচিত শ্রীবামলীলা বাস্তব সত্য ঘটনার সমাবেশে পূর্ণ, স্বকপোল কল্পিত রচনা নহে যা অধুনাতন কোন কোন লেখক পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেছেন, যার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন পরিচয়ের বালাই নাই বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোন সুযোগ কখনও ঘটে নাই। অনিবার্য্য কারণে ও নানা বিরুদ্ধ ঘটনার চাপে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত মধ্য ও অন্ত্যলহরী এতদিন সাধারণ্যে

প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। ইচ্ছা সত্ত্বেও এই অমিয়গাথা যে জনসমাজে এতদিন প্রচারিত করিয়া পাঠকবৃন্দের তৃপ্তি সাধন করিতে পারি নাই, তার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। ভক্তমাত্রেই নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন, এই প্রার্থনা।

শিবচতুর্দ্দশী, সন ১৩৬২ সাল,
বামামিশন কার্য্যালয়
৫১নং চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
উত্তরপাড়া, হুগলী

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত শ্রীবামলীলা অতি অল্পদিনে নিঃশেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তারিত আকারে দুইটী পৃথকভাগে প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হয়। শ্রীবামের অলৌকিক জীবন কাহিনী তদীয় অনুগৃহীত শিষ্যবর শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অমৃতময়ী লেখনী মুখে যে মধুক্ষরণ হইয়াছে তা'র আস্বাদে যে পাঠক পাঠিকা তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন তা বলাই বাহুল্য। তাই পরিবর্দ্ধিত আকারে এই সংস্করণ অনতিবিলম্বে ছাপা হইল। ইহাতে ২য় ভাগে শাস্ত্রী মহাশয়ের ও অন্যান্য কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত তুরীয় গুরুর গুহ্যলীলা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইতি—

শ্রীপঞ্চমী,
১৩৬৩ সাল।

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়,
সম্পাদক, বামামিশন।

শ্রীবাম লীলা

মধ্য লহরী

প্রকাশ-তরঙ্গ

১। কাশীযাত্রা

ধর্ম্মকেন্দ্রং ভারতস্য প্রত্নং সিদ্ধর্ষিসেবিতম্।
বারাণসীং যযৌ বামো মোক্ষদানন্দচ্ছন্দতঃ ॥

উপগুরু মোক্ষদানন্দের নির্ব্বন্ধে অথচ কাশীধামে মোক্ষদ পরমানন্দ ভাব কিরূপ তাহা প্রকাশ জন্য বাম সিদ্ধমুনিগণ-সেবিত ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মকেন্দ্র বারাণসীধামে যাত্রা করিলেন।

বসিষ্ঠ দেবের সিদ্ধাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রথমে কেহ বামকে চিনিতে পারেন নাই। কিছুকাল পরে তিনি প্রকাশ-লীলার অবতারণা করিলেন। তাঁহার উপগুরু মোক্ষদানন্দ দণ্ডিসমাজ কর্ত্তৃক বৃথা লাঞ্ছিত হইয়া তারাপীঠে সপত্নীক কৌলসন্ন্যাসাবলম্বনে কয়েক বৎসর কালযাপন করিতেছিলেন।

আন্দাজ সন ১২৭১ সালে মোক্ষদানন্দের কাশী দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগিল। বামকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে তারামগ্ন বাম উত্তর দিলেন—"কর্ত্তা বাবা! তারামাকে জিজ্ঞাসা করিব।" বাম তারামাকে জানাইলেন, কিন্তু কোন আদেশ না পাইয়া তাঁহার মন দোলায়িত হইল! তথাপি উপগুরুর আগ্রহ যে বামকে কাশী দেখান! নিজের এবং বামের জন্য যাত্রীদের নিকট পাথেয় সংগ্রহও করিলেন।

প্রস্তাব

যাত্রার দিন আসিল। বাম তারামার নিকট বিদায় লইলেন। তারামা প্রসন্নচিত্তে বিদায় দিলেন না। বাম যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মোক্ষদানন্দ তথাপি ছাড়িলেন না। তাঁহাকে বুঝাইলেন "তোমার নাম করিয়া কাশী-যাত্রার পাথেয় যাত্রীদের নিকট লইয়াছি। এক্ষণে তুমি না যাইলে আমি অপদস্থ হইব।" অগত্যা বাম যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

বিদায় গ্রহণ

মোক্ষদানন্দের কম্বলাদি সাজসরঞ্জাম আছে; বামের কৌপীন সম্বল। বামের স্কন্ধে উপগুরুর দ্রব্য-বহন-ভার পড়িল; উভয়ে রামপুরহাটে যথা সময়ে পৌঁছিলেন। বাম বোকা, তাঁহাকে রেল ষ্টেশনে একধারে বসাইয়া মোক্ষদানন্দ টিকেট খরিদ করিতে গেলেন। কলের গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিল। যাত্রী নামিতেছে উঠিতেছে। মোক্ষদানন্দ দ্রব্যাদি লইয়া গাড়ীতে বসিলেন। বামের বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি নীরবে পূর্ব্ব স্থানেই আছেন। উপগুরু

যানারোহণ

তাঁহাকে ডাকাডাকি করিতেছেন। তখন রাম তাঁহার দিকে চলিলেন। কামরা বন্ধ কিন্তু চাবি দেওয়া নাই। রাম দরজা খুলিতে পারিতেছেন না। রেলের কর্ম্মচারী জনৈক ফেরঙ্গ পুরুষ দরজা খুলিয়া রামকে ধাক্কা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। শেষ ঘণ্টা ও বাঁশী বাজিল। গাড়ী ছাড়িবার উপক্রমে হ্যাঁচকা টান লাগিল। রাম বিপরীতমুখে বসিয়াছেন! তিনি সম্মুখে পড়িয়া গেলেন, শিকে তাঁহার মাথা ঠুকিয়া গেল। মোক্ষদানন্দ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন "বোকা! গাড়ী চাপ্‌তে জান না। শিক্ ধরে বস।" রাম তারামার কাছে জানাইলেন 'মা কেন বোকা কর্‌লি।' বাঁশীর স্বর তাঁহার মধুর লাগিয়াছে। তিনি বলিতেন "বাবা! সাহেব বাবাদের কি মোহন বাঁশী!" রাম সাবধানে শিক্ ধরিয়া বসিয়াছেন। গাড়ী ছুটিতেছে, গড়্ গড়্ শব্দ হইতেছে; রামের কাণে যেন বাজিতেছে 'ওড় ওড় ওড় ওড়, ঝাপাকাটা, ঝাপাকাটা', অর্থাৎ 'জীব! আর কেন বদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় সংসার পিঞ্জরে আছ? সেই অনন্ত বিমানে ওড়। বার বার বলিতেছি ওড় ওড়! তোমার প্রেম-জ্ঞান-ময় পক্ষদ্বয় ছিন্ন নহে। তাহা তুমি চালিত কর' পক্ষদ্বয়ের শব্দ কিরূপ হইবে?—'ঝাপা কাটা ঝাপা কাটা' —'এতদিন যে বাঁধন ছিল সে বাঁধন শীঘ্র কাটা গিয়াছে, শীঘ্র কাটা গিয়াছে, আর ভয় নাই।'

টিকিট্ সাবধানে রাখিবার জন্য মোক্ষদানন্দ তাহা রামের বস্ত্রে বাঁধিয়া দিয়াছেন। ঐ টিকিট যে দেখাইতে

হয় বাম তাহা জানেন না। মধ্য পথে টিকিট পরীক্ষার জন্য একজন ফিরিঙ্গি উঠিলেন। "টিকিট্ টিকিট্" বলিয়া ছড়ি বাড়াইলে যাত্রিগণ যে যার টিকিট্ দেখাইলেন। বামের বাহ্যজ্ঞান নাই! তিনি দুই হাতে শিক্ ধরিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছেন; তারামার আদুরে ছেলে তারামার সঙ্গে মনে মনে খেলা করিতেছেন। সাহেব তাঁহাকে জাগাইবার জন্য করস্থিত বেত্রদ্বারা সবলে ঠেলিলে বাম চমকাইয়া উঠিলেন। সাহেব কহিলেন "টোমারা টিকিট কাঁহা?" বাম কথা বুঝিতে পারিলেন না; হাঁ করিয়া আছেন! মোক্ষদানন্দ হিন্দিতে বলিলেন "ওর টিকিট্ কাপড়ে বাঁধা আছে।" তাহা খুলিয়া দেখাইলেন। প্রভুর কি সারল্য! তিনি সংসারে আসিয়াও সংসারী নন। ক্রমে উভয়ে কাশী ধামে পৌঁছিলেন। কাশী মোক্ষদানন্দের সুপরিচিত। তাঁহার বেদান্ত চর্চ্চা, বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতি লীলার ভূমি। তাঁহার চক্ষে বারাণসী পুরাতন ধাত্রীবৎ প্রতীয়মান হইল।

পত্রিকা প্রদর্শন

কাশী ভাল লাগিবারও কথা। কি ইতিহাস, কি জ্ঞান-চর্চ্চা, কি ধর্ম্ম, কি শিল্প, সকল দিক হইতেই কাশীর ন্যায় নগরী ভারতে নাই। বৈদিককাল হইতে নন্দগণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাশী স্বাধীন রাজ্য ছিল। পুরাণ মতে চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র 'কাশী' নিজ নামে এই রাজ্য স্থাপন করেন। যদু বংশীয় স্বনাম-প্রসিদ্ধ হৈহয়ের অতি-বৃদ্ধ-প্রপৌত্র 'মহিষ্মান্'

নর্ম্মদা তীরে 'মাহীষ্মতী' নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। কাশী রাজ্য মাহিষ্মৎ-পুত্র ভদ্রশ্রেণ্যের করতলগতা হইলে কিয়ৎকাল পরে ভদ্রশ্রেণ্যের বংশধরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কাশীবংশীয় ধন্বন্তরির প্রপৌত্র দিবোদাস তাহা পুনরধিকৃত করেন। পুরাণে কথিত আছে যে ঐ সময় উমা মাতৃ-গঞ্জনায় মহেশ্বরকে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া নিজ ভবনে তাঁহাকে লইয়া যাইতে বলেন। তাহাতে মহেশ সিদ্ধিক্ষেত্র বারাণসীতে যাইবেন স্থির করিয়া তাঁহা জন-শূন্য করিবার জন্য স্বীয় অনুচর নিকুম্ভকে আদেশ দেন। নিকুম্ভ ঐ ক্ষেত্রে বাস্তক নামক এক নাপিতকে নিজ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিবার জন্য স্বপ্নে আদেশ দিলে নরসুন্দর নৃপতি দিবোদাসের অনুমতি লইয়া নগরদ্বারে নিকুম্ভের মন্দিরাদি নির্ম্মাণান্তে পূজা করিতে থাকেন। শত শত নাগরিক নিকুম্ভকে মানসিক করিয়া সফলকাম হইলে রাজমহিষী সাধ্বী সুযশাও পুত্রলাভার্থ তাঁহার বহু পরিচর্য্যা করেন; কিন্তু পুত্র পাইলেন না। রাজা ক্রোধভরে নিকুম্ভের স্থান বিধ্বস্ত করিলেন। নিকুম্ভের অভিশাপে পুরী হইতে অধিবাসিগণ পলাইয়া যায়। দিবো-

কাশীর ইতিহাস

দাসও কাশী ত্যাগ করিয়া গোমতীতীরে অন্য রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করেন। তখন বারাণসী ক্ষেমক নামক রাক্ষসের আবাস হয়। * এই প্রবাদ হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে দৈব ঘটনায় হঠাৎ কাশী জনশূন্য হয়। ইত্যবসরে

* হরি বংশ ২৯ অঃ

ভদ্রশ্রেণ্যের বংশধর দুর্দ্দম কাশী অধিকার করেন। পরে দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন বা শত্রুজিৎ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। শত্রুজিতের দুই পুত্র, বৎস্য ও ভার্গ। বৎস্যের

বৈদিক যুগে

নামান্তর 'ঋতধ্বজ', তিনি কুবলয় বর্ণের দিব্যাশ্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার নাম কুবলয়াশ্ব হয়। তাঁহার পত্নী মদালসা ও পুত্র অলর্ক। কুবলয়াশ্ব ও মদালসার উপাখ্যান পুরাণে কীর্ত্তিত; মদালসা আদর্শ জননী; তাঁহার সংসার-ধর্ম্মে ও মোক্ষ-ধর্ম্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রকে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা দ্বারা মোক্ষ-পথের পথিক করেন। কুবলয়াশ্বর তৃতীয় পুত্র অলর্ককে সংসারে রাখেন, অলর্ক মাতার নিকট বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম শিক্ষা করতঃ পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি সত্য-সঙ্গর ও ব্রহ্মণ্য কাশী রাজ। তাঁহার রাজ্য নাশ, দত্তাত্রেয়ের শিষ্যত্ব ও পুনঃ রাজ্য লাভের কীর্ত্তি পুরাণে বর্ণিত। তাঁহারই সম্বন্ধে গাথা, যথা—

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষ শতানি চ

অলর্কাদপরো নান্যো বুভুজে মেদিনীং যুবা ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৪।৮।

অলর্ক ভিন্ন অন্য কোন যুবা নৃপতি ষষ্টিবর্ষসহস্র ও ষষ্টিবর্ষশত পৃথিবী ভোগ করেন নাই।

অলর্কর দীর্ঘ কাল রাজ্যে প্রবাদ ইহা তাঁহার যশ ও সুশাসনের পরিচায়ক। এই সময় কাশীরাজ্যের গৌরবসূর্য্য তুঙ্গী। অলর্ক হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত কাশীর

ভূপতিগণের নাম পুরাণে পাওয়া যায় *। দ্বাদশ পুরুষ ভার্গ-ভূমি, কুরুবংশীয় হস্তী, যদুবংশীয় দশাই, ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। কাশীর সহিত দাতা হরিশ্চন্দ্রের আত্মবলির স্মৃতি জড়িত।

রামায়ণ-কালে কাশেয়গণের পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুন্ন না থাকিলেও কাশীপতি ইক্ষ্বাকুগণের মিত্র স্বাধীন রাজা ছিলেন। দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞে নৃপতিগণের আহ্বান জন্য বসিষ্ঠদেব সুমন্ত্রকে বলিতেছেন—

তথা কাশীপতিং স্নিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনম্।
সদ্বৃত্তং দেবসঙ্কাশং স্বয়মেবানয়স্ব হ॥

রামায়ণ বালকাণ্ড ১৩ অঃ ২৩ শ্লো।

সেই প্রকারে আমাদের প্রতি প্রেমপরায়ণ সর্ব্বদা প্রিয়ভাষী সদাচারী দেবতুল্য কাশীপতিকে নিজে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে।

রামায়ণ কালে

এইরূপ সম্মান ইক্ষ্বাকুগণের কুটুম্ব মিথিলাধিপতি ও কেকয়াধিপতি, প্রিয়সখা অঙ্গরাজ রোমপাদ এবং শূর মগধাধিপতি পাইয়াছিলেন। অন্যান্য নৃপগণ দূত দ্বারা আহুত হন

মহাভারত-কালেও কাশীরাজ সম্ভ্রান্ত। ভীষ্ম কাশীরাজের সহিত সম্বন্ধ শ্লাঘ্য বিবেচনা করিয়াই তাঁহার কন্যাগণের স্বয়ম্বরে উপস্থিত হন এবং স্বীয় বাহুবলে রাজন্যমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করেন। অম্বিকা

---

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২০-৪১ অঃ

ও অম্বালিকা যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জননী। + কাশীরাজ বীর; ভীম, প্রাচীদিগ্‌বিজয়ে কাশীরাজকে সম্মান প্রদর্শনে

মহাভারত কালে

বশে আনেন। তৎপূর্ব্বে কাশীরাজ জরাসন্ধের পক্ষে ছিলেন, তিনি ভারত যুদ্ধে আহূত হইয়া পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করেন।

দুর্য্যোধনও যুদ্ধের পূর্ব্বে শত্রুপক্ষীয় শূরগণের মধ্যে কাশীরাজকে গণনা করিয়াছেন। তিনি, ঐ যুদ্ধে নিজ প্রাণ আহুতি দেন।

বৌদ্ধ যুগেও কাশীরাজ প্রসেনজিৎ মগধাধিপতির ন্যায় বলশালী।

মহাপদ্মানন্দের সময় অন্যান্য রাজন্য-বর্গের সহিত কাশীরাজও মগধের সামন্ত হন। ইংরাজ রাজ্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাশী

পরবর্ত্তী কালে

সামন্ত রাজ্য ছিল। চৈৎ সিংহের পতনের পর উহা বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। এক্ষণে কাশী-নরেশের রাজধানী রামনগর কাশীর পরপারে প্রতিষ্ঠিত।

সম্প্রতি রামনগর ইংরাজের করদরাজ্য হইয়াছে।

শাস্ত্র চর্চ্চায় কাশীর গৌরব এখনও অক্ষুন্ন; সমস্ত ভারতে বেদান্তানুশীলনের কেন্দ্র বলিয়াই কাশী জ্ঞান-রাজ্য নামে অভিহিত। কাশীর মাহাত্ম্য ধর্ম্ম। কাশী শিবপুরী মোক্ষধাম; শিব পুরাণাদিতে, বিশেষতঃ স্কন্দ পুরাণের কাশী খণ্ডে কাশীর

+ মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব

মহিমা বিঘোষিত। পূর্ব্বোক্ত নিকুম্ভ শাপে বারাণসী শূন্য হইবার পর মহেশ পার্ব্বতীকে লইয়া এই পুরীতে বাস করেন। এইখানে অবিমুক্তেশ্বরের লিঙ্গ স্থাপিত। কাশীস্থ অবিমুক্তেশ্বর দর্শনের ফল অনন্ত। এখানে মৃত্যু মোক্ষকর, তাই কত শত বৃদ্ধ বৃদ্ধা দেহ ত্যাগের জন্য কাশীবাস করিতেছেন।

শিব পুরাণে কাশীর মাহাত্ম্য যথা—

কর্ম্মণাং কর্ষণাৎ সাবৈ কাশীতি পরিকথ্যতে।
অবিমুক্তেশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যাং তিষ্ঠতি নিত্যশঃ॥
মুক্তিদাতাচ লোকানাং মহাপাতকিনামপি।
অন্যত্র প্রাপ্যতে মুক্তিঃ স্বারূপ্যাচ মুনীশ্বরাঃ॥
অত্রৈব প্রাপ্যতে জীবৈঃ সাযুজ্যা মুক্তিরুত্তমা।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী পুরী॥
পঞ্চক্রোশী মতা পুণ্যা হত্যাকোটী বিনাশিনী।
অমরা মরণং যত্র বাঞ্ছন্তি যে মুনিশ্বরাঃ॥
ব্রহ্মা চ শ্লাঘ্যতে তত্র বিষ্ণুশ্চাপি তথৈবহি।
মুনয়শ্চ তথা চান্যে সিদ্ধয়শ্চ তথা পুনঃ॥
বাঞ্ছন্তি মনুজাশ্চৈব সর্ব্বেশ্চ পরিষেব্যতে।
কাশ্যাশ্চৈব ন মাহাত্ম্যং বক্তুং বর্ষশতৈরলম্॥

সেই পঞ্চ-ক্রোশী কর্ম্মের পার করে বলিয়া কাশী নামে কথিত। এখানে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ নিত্য বিরাজমান। তিনি মহাপাতকীদেরও মুক্তিদাতা। হে মুনিপ্রধানগণ! জীব অন্যত্র স্বারূপ্য মুক্তি পান, এখানে উত্তমা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন।

যাহাদের কোথাও গতি নাই তাহাদের জন্যই বারাণসী পুরী।

কাশীতত্ত্ব

পঞ্চক্রোশী অতি পবিত্র, এমন যে কোটী-হত্যা-পাপও এখানে বিনষ্ট হয়। হে মুনিপ্রধানগণ! অমরেরাও এখানে মরণ কামনা করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সিদ্ধগণও এই কাশীর শ্লাঘা করেন। সকলেই কাশীর সেবা করিতেছেন। কাশীর মহিমা শতবর্ষ বলিয়াও ফুরান যায় না।

কাশীতে ধর্ম্ম-স্রোত প্রবল। দেব দেবীর সংখ্যা বহু; বিশ্বেশ্বর, কেদারনাথ, বটুকভৈরব, কালভৈরব, বেণীমাধব অন্নপূর্ণা, দুর্গা, সঙ্কটা, বিশালাক্ষী প্রভৃতি দেব দেবী প্রতিষ্ঠিতা; পথে ঘাটে গৃহে গৃহে শিবলিঙ্গ। কত আশ্রম, কত মঠ, কত সাধু, কত সাধক, কত সিদ্ধ, কত যোগী, কত দণ্ডী, কত সন্ন্যাসী এখানে বর্ত্তমান। ভারতের যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই এখানে

ধর্ম্মস্রোত

সমবেত। মহম্মদিগণের এবং যিশুভক্তদের উপাসনা-গারসমূহে ভূষিত হইয়া কাশী ধর্ম্মরাজ্যের রাজধানী স্বরূপ হইয়াছে। এখানে সিদ্ধপুরুষদের অভাব নাই, অগস্ত্য হইতে ত্রৈলঙ্গস্বামী পর্য্যন্ত মহাপুরুষধারা অবিচ্ছিন্ন। কাশীতে দানের ঘটাও বর্ণনাতীত, পল্লীতে পল্লীতে ছত্র; অন্নপূর্ণার রাজ্যে উপবাসী থাকিতে দেয় না।

শিল্পেও কাশী ছোট নহে। বিশ্বেশ্বরের সুবর্ণচূড় মন্দির,

শিল্প

অন্নপূর্ণার স্বর্ণময়ী প্রতিমা, দেবালয়, প্রাসাদ, মানমন্দির প্রভৃতি ভারতের প্রশস্ত কারুকার্য্যের নিদর্শন। কাশীর সন্নিবেশ সুন্দর; পতিত পাবনী গঙ্গা উত্তর

বাহিনী হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিশ্বনাথপুরীকে বেড়িয়া আছেন। গঙ্গাবক্ষ হইতে কাশীর ঘাট প্রাসাদ মালায় কি শোভা!

কত গৃহী, সন্ন্যাসী হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে স্নানপূজাদি করিতেছেন; প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে মন্দিরে মন্দিরে ভক্তির উচ্ছ্বাস। কত দেশ হইতে কত লোক দ্বেষহিংসাদি ভুলিয়া হৃদয়ের ভক্তিধারা বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরীর চরণে ঢালিতেছেন। তাঁহাদের প্রেমময় ভাবে গদগদ স্বরে স্তোত্রাদি ঝঙ্কারে পাষাণহৃদয়েও ভক্তি জাগিয়া উঠে। বিশ্বেশ্বরের আরত্রিক দর্শনীয়। পূজারিগণের মন্ত্রপাঠ কি মধুর।

ভক্তি

কাশীর জল বায়ুও উত্তম। বাঙ্গালীটোলা প্রভৃতি পল্লী ভিন্ন অন্য স্থল পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধ-বিহীন। বাঙ্গালী টোলাতেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দীর্ঘজীবী। গ্রীষ্মকালে বিসূচিকা দেখা দেয় বটে তথাপি মোটের উপর কাশী স্বাস্থ্যকর স্থান। এক কথায় কাশী আনন্দনগরী বটে। কত গৃহ কত মন্দির হইতে স্বরলহরী উঠিতেছে, কত নহবৎ সুধাবৃষ্টি করিতেছে। ভক্ত তুলসীদাস গাহিয়াছেন—

স্বাস্থ্যাবাস

ভজন

আনন্দ-বন গিরিজাপতি নগরী
মন কাঁহে নেহি বাস লাগাওতরে!
কাশী সমান নেহি দ্বিতীয় পুরী
ব্রহ্মা-আদি গুণ গাওয়ত রে
কাজ কাহে নেহি যো মহাদেব গুণ গাওতরে।

আনন্দ বন

মুক্তি-প্রবাহ বহে যাঁহা গঙ্গা
সুর-নর-মুনি হর গাওয়তরে।
সাঁজ সবেরে ভবানী শিঙা ডমরু বাজাওতরে।
কীটপতঙ্গ আদি নানাজিউ সবকি মুক্তি করাওরে।
অন্তসময়ে শিউ সদাজিউপরখে তারকব্রহ্ম নামশুনাওতরে
তুলসী দাস ভজ গাওতরে মহাদেব
কাশী পরম পদ যাওতরে॥

২। প্রত্যাবর্ত্তন

লাঞ্ছিতো গুরুকল্পেন পথি ক্লেশৈরিবার্দ্দিতঃ।
লালিতস্তারয়া দেব শ্মশানং স্বং সমাগতঃ॥

গুরুতুল্য মোক্ষদানন্দ কর্ত্তৃক অযথা লাঞ্ছিত হইয়া, পথে নানাক্লেশ ভুগিয়া, শেষে তারামার আদর পাইয়া বাম তারাপীঠে স্বীয় শ্মশানে আসিলেন। কাশী বামের ভাল লাগিল না। তারার ক্ষ্যাপা ছেলে অন্নপূর্ণার রাজ্যে তৃপ্তি পাইলেন না। বড় বিস্ময়ের কথা। যেখানে যুগ-যুগান্তর যাবৎ কত শত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, কত শত সিদ্ধ, সাধক বাস করিয়াছেন,

যেখানে বাসের জন্ত ভারতের আর্য্যগণ লোলুপ, যে ধাম বিশ্বেশ্বর শ্রীবামের রাজ্য, সেই ধামে বামরূপী বাম থাকিতে চাহিলেন না। রামপ্রসাদও একবারমাত্র কাশী যান। দ্বিতীয়বার কাশী যাওয়ার প্রস্তাবে তিনি গাহিয়াছিলেন ঃ—

মনোভাব

কাজ কি আমার কাশী,
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়াগঙ্গা বারাণসী।
হৃৎকমল ধ্যানকালে আনন্দ-সাগরে ভাসি
কালীপদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।

ক্ষ্যাপারও কি ঐরূপ ভাব উদিত হইল? তিনি তথায় গিয়াই অন্নপূর্ণাদি দর্শনকরতঃ আব্দার ধরিলেন তারাপীঠে ফিরিবেন! মোক্ষদানন্দ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ও ক্ষ্যাপাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; বাম পাগল বটে কিন্তু 'সেয়না পাগল বুঁচকি আগল', তিনি ভুলিলেন না। তারাপীঠ ফিরিবার সুযোগও আসিল। দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবসে মোক্ষদানন্দ বামকে সঙ্গে লইয়া এক ছত্রে খাইতে গেলেন। ছত্রাধ্যক্ষ মোক্ষদানন্দকে চিনিতেন। তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনাকরতঃ তাঁহার সঙ্গী যুবকের পরিচয় চহিলেন। মোক্ষদানন্দ পরিচয় দিলেন—'ব্রাহ্মণের ছেলে, বাস তারাপীঠ, ভক্ত সন্ন্যাসী—'।

ছত্রধারী বামকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমরা কোন বেদী?" বাম উত্তর দিলেন "তারা বেদী।"

এইত জ্ঞান ভক্তির কথা! তারাইত একমাত্র বেদ বা জ্ঞান, ঋগ্বেদাদি ত তারা-বেদের ছায়ামাত্র। তারাবেদে নিষ্ঠাতেই ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণের হৃদয়ে শত শত সত্যবেদ ফুটিয়া উঠে।

তারাবেদী

এমন দিন কি হবে তারা।

যবে তারা তারা তারা বোলে দুনয়নে পড়বে ধারা।
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে মনের আঁধার যাবে ছুটে।
ধরাতলে পড়্বো লুটে তারা বলে হবো সারা।
ঘুচে যাবে ভেদাভেদ রইবে নাকো মনের খেদ
জাগবে শত সত্যবেদ তারা আমার নিরাকারা।

ছত্রাধ্যক্ষ বিস্মিত হইয়া অন্য প্রশ্ন করিলেন "তোমরা কোন্ গোত্র?" বাম বলিলেন "তারা গোত্র!" বাম 'তারা-ময়', তারাই তাঁর বেদ বা জ্ঞান, তারাই তাঁর গোত্র বা আভিজাত্য। অধ্যক্ষ মনে করিলেন 'বাম মূর্খ, নিজ গোত্র পর্য্যন্ত জানে না, পেটের দায়ে সন্ন্যাসী।' প্রভু! তুমি বহুরূপী, যাকে যেমন চিনাও সে তেমনি চিনে; কাহাকে অতি সহজে ধরা দাও, কাহাকে ধরা দাও না; তোমার গতি বিচিত্র! বামের প্রতি ছত্রাধারীর শ্রদ্ধা আসিল না, তিনি বামের আজন্ম তারাময় প্রেম ভাব কিছুই বুঝিলেন না, তাঁহাকে সাধারণ উদরম্ভরি সাধুজ্ঞানে অশ্রদ্ধা সহকারে ছত্রের উঠানে আপামর সাধারণের সঙ্গে অন্ন দেওয়াইলেন। নির্ব্বিকার শ্মশানচারী বাম সেই খানেই আনন্দের সহিত তারামার জয় দিয়া প্রসাদ

নিরভিমান

পাইলেন। যিনি শৃগাল কুকুরের সহিত শ্মশানে শবমাংসও খাইতেন, তাঁহার আবার মানাপমান কি? মোক্ষদানন্দ পূর্ব্বে সংসারত্যাগ করিয়া বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণে দণ্ডী হইয়াছিলেন, পরে তারাপীঠে সস্ত্রীক কৌলসন্ন্যাস লইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার অভিমান যায় নাই ; তিনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, সাধক, উচ্চশ্রেণীর লোক, এ ধারণা তাঁহার বদ্ধমূল ছিল। তাই তিনি বিদ্যার ও জাতির গরিমায় সহচর বামকে ছাড়িয়া ছত্রের সম্মানসূচক উচ্চস্থানে দণ্ডিগণের সহিত ভোজন করিলেন।

উপগুরুর ত্রুটী

আহারান্তে উভয়ে বাসায় ফিরিতেছেন। মোক্ষদানন্দ উপগুরু হইলেও 'দোষাবাচ্যা গুরোরপি' ন্যায়ে তাঁহার শিক্ষার জন্য বাম বলিলেন "কর্ত্তাবাবা! আমি আর কাশীতে থাকিব না।" মোক্ষদানন্দ বলিলেন "কেন?" বামের প্রত্যুত্তর হইল— "আমাকে অপমান করিলেন"; "মোক্ষদানন্দ বলিলেন "কিরূপে অপমান হইল?" বাম কহিলেন—"বুঝিয়া দেখুন।" এ সুর কোমল গান্ধারের ; মোক্ষদানন্দ একেবারে পঞ্চমে সুর বাঁধিলেন, তিনি বলিলেন "মূর্খ! তুই নিজের গোত্র ও বেদের পরিচয় দিতে পারলি না তোকে উঠানে খেতে দেবেনা ত দেবে কোথায়?" বাম তখন বিনয়ের সীমা অতিক্রম না করিয়া কহিলেন "কর্ত্তা-বাবা! বেদের কি ধার ধারি, তারামাই আমার বেদ।" মোক্ষদানন্দ আরও চটিয়া উঠিলেন—"তোর মনে অভিমান জন্মা, উঠানে খেতে দিয়েছে। আপনাকে [illegible] মুখে বলা

হচ্চে তারামা আমার সব!” বাম বলিলেন “—কর্ত্তা- বাবা আপনার অভিমান নাই? আমার সঙ্গে উঠানে কেন খেতে পারলেন না?” “মোক্ষদানন্দের এতদূর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল যে তিনি এক পাটী কাষ্ঠপাদুকা খুলিয়া বামকে সবলে প্রহার করিলেন। বামও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিয়া রেল-ষ্টেশনে আসিলেন। দেখিলেন এক রেলের সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে বলিলেন “সাহেব বাবা, আমি রামপুরহাট যাব, আমায় গাড়ীতে তুলে দাও।” সাহেব বলিলেন—“টিকিট্‌কা রূপায়া দেও”। বাম বলিলেন “বাবা! আমার টাকা নেই।” সাহেবটী গরম মেজাজের লোক নহেন! তিনি হাসিয়া হাঁটা পথ দেখাইয়া দিলেন—“তব সিধা সড়ক্‌ পাকুড়ো।” বামও সেই পথ ধরিলেন।

তৎফল

তারা মা পুত্রকে পথ দেখাইবার জন্য সেইক্ষণে একদল গোশকট-চালকের সঙ্গে মিলাইলেন। উহারা কাশী হইতে পণ্য দ্রব্য লইয়া পাটনার দিকে যাইতেছিল, বামকে দেখিয়া তাহাদের দয়া আসিল। আলাপে পরিচয় হইল, বামের ভক্তিভাবে তাহাদের হৃদয় গলিল। তাহারা তাঁহাকে গাড়ীতে লইল; পথে শক্তু, (ছাতু), গুড় প্রভৃতি খাইতে দিত। আমরা এইরূপ ব্যক্তিদিগকে ইতর লোক বলি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কত উন্নত-প্রাণ মহানুভব আছেন। বাম তাহাদের সহিত তারা নাম করিতে করিতে কয়েক দিনে পাটনায় আসিলেন।

সঙ্গীলাভ

তাহারা বামকে বাংলার পথ দেখাইল। বাম একা পড়িলেন, পথ চলিতেছেন, কোন গ্রামে প্রবেশ করেন না, কাহারও বাটীতেও অতিথি হন না, কাহারও নিকট কিছু চান না, তারাপীঠই একমাত্র লক্ষ্য। দিবাভাগে চলেন; শ্রান্ত হইলে পথপার্শ্বে বৃক্ষতলেই বসেন ও শয়ন করেন। পথে দুই দিবস আহার জুটিল না, দুইটী বিল্বপত্রই দুই দিনের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় হইল। মনের তেজঃ আছে, কিন্তু শরীর ক্লান্ত, অন্নময় কোষ অন্নবিনা ক্লিষ্টই হয়। সাধু হরিদাস প্রভৃতি হঠযোগী দেখাইয়াছেন বটে যে ৭।৮ মাসও অনাহারে প্রাণ যায় না, কিন্তু শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়।

অনশন

অনশনের তৃতীয় দিবসে বাম শ্রান্ত হইয়া পথের ধারে একটি কূপের নিকট বসিয়া আছেন। তারামার উপর অভিমান হইয়াছে; ক্লেশ পাইলে পুত্র মায়ের উপরও অভিমান করে। অভিমানভরে বলিতেছেন—'বেটী! কেন আমায় কাশীতে আন্‌লি? কেন এত কষ্ট দিয়া তারাপীঠে নিয়ে যাচ্ছিস্?' তারামার প্রাণে বাজিল; পুত্রকে যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে। তারামা কৃষ্ণকায়া সিন্দুর-সীমন্তিনী রমণীবেশে ভোজ্যদ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। বামের লক্ষ্য নাই; তিনি তারামার সঙ্গে আবদারের কথা কহিতেছেন। রমণী মৃদু-মধুর স্বরে ডাকিলেন, "কে তুমি বাবা এখানে একা বসে কি করছো?" বাম ফিরিয়া চাহিলেন; বুঝিলেন মার প্রাণে লেগেছে তাই ছুটে এসেছে; অভিমানে নীরব

সমাদর

রহিলেন। মা বলিলেন "কেন, বাবা তুমি গৃহস্থের বাটীতে অতিথি হও নাই? তাই তোমার এত কষ্ট হয়েছে।" তখন তারামার করুণাদর্শনে বামের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। মা সাদরে লুচি প্রভৃতি ভোজ্যদ্রব্য খাওয়াইলেন। এই ঘটনা বাম কুমারানন্দস্বামীকে নিজমুখে বলিয়াছেন; ইহা শুনিয়া কুমারা-নন্দ বামকে জিজ্ঞাসা করেন—"বাবা! ঐ নারীই বুঝি তারামা?" বাম সব জানেন; তথাপি বিনয়-মুগ্ধতায় বলিলেন—"কি জানি বাবা! তা হবে।"

এই ঘটনার পর বামকে আর পথে অনশন করিতে হয় নাই। যথা সময়ে কোন না কোন লোক আসিয়া ফলমূলাদি যোগাইত। কোন কোন দিন অন্নাদিরও ব্যবস্থা হইত। তিনি কাহারও বাটীতে আতিথ্য লইতেন না। তারা মা তাঁহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এখন তিনি তারামাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাতা ও পুত্র এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ক্রমে বাম পদব্রজে বীরভূমের প্রধান নগর শিউড়িতে সন্ধ্যাকালে পৌছিলেন। তথায় দক্ষিণারঞ্জন বাবুর কালীবাটীতে রাত্রে অভ্যর্থিত হইয়া থাকেন। পরদিন সাঁইতায় আসিলে এক আড়তদার ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ভক্তি সহকারে আতিথ্যে বরণ করেন। ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া পরদিন তারাপীঠে পৌছিলেন।

তারাপীঠে

নিজরাজ্য শশ্মানে আসিয়া যেন আশ্বস্ত হইলেন। সিমুল-তলায় গড়াগড়ি দিয়া আতুরে ছেলের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

'মা আমায় আর এখান থেকে সরিয়ে দিস্‌নি।' পাণ্ডারা বামার প্রত্যাগমনে ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে, বাবা উত্তর করেন "মোক্ষদানন্দ বাবা আমায় কাশী নিয়ে গেছলেন। সেখানে অন্নপূর্ণা মা আছেন, বিশ্বেশ্বর আছেন, আমার এই শ্মশানই ভাল।" পরে মোক্ষদানন্দ তারাপীঠে ফিরিলে ব্যাপার জানা গেল।

কাশীর দোষ

কাশী পুণ্যধাম বটে, কিন্তু পুণ্যধাম এক্ষণে পাপপঙ্কপূর্ণ। শাস্ত্রমতে কাশীতে আসিলে সর্ব্বপাপক্ষয় হয়, কিন্তু কাশীর পাপ খণ্ডায় না। পুণ্যস্থানের শুদ্ধিরক্ষার জন্যই ঐরূপ হিতকর বচন। দুঃখের বিষয় বিশ্বনাথের পুরীতে ব্যভিচারের অন্তঃস্রোত প্রবল। কাশীর পুণ্যকর্ম্মেও পুণ্যগন্ধের অভাব ঘটিয়াছে। ছত্রাদি রাজসিক দান। কাশী জ্ঞানের রাজ্য, কিন্তু সেই জ্ঞানেও তামসিকতা। বেদান্তাদি চর্চ্চার মূল যশোলিপ্সা বা অর্থোপার্জ্জন; তার ফল পাণ্ডিত্যাভিমান।

এই অভিমানের প্রভাবে কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তিভাব বুঝিতে পারেন নাই। প্রকাশানন্দের নিকট তদীয় ছাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের গুণকীর্ত্তন করিলেন।

মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে,
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখি যে তাঁহাতে।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তার গায়,
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধার প্রায়।

ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন,
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন।

জগতমঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য নাম

জ্ঞানাভিমান

নামরূপ গুণ তাঁর সব অনুপাম,
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ।

এই কথা শুনিয়া শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ হাসিলেন ও শ্রীগৌরাঙ্গকে উপহাস করিয়া বিপ্রকে উত্তর দিলেন,

সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহাইন্দ্রজালী
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাব কলি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।১৭।

বিদ্যামদের কি মাদকতা! পরমভক্তের ভক্তিভাব বিদ্যাভিমানীর চক্ষে ইন্দ্রজাল মাত্র। বিপ্র তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রভুর নিকট সে কথা প্রকাশ করিলে প্রভু বলিলেন:—

ভাব কলি বেচিতে আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি না বিকায় লঞা যাব ঘরে॥
ভারি বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব।
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব॥

সেবার প্রভুর ভাবকলির গ্রাহক জুটিল না। তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। কাশীবাসীর প্রতি তাঁহার ভাবব্যত্যয় হইল না! শেষে বিনামূল্যে অমূল্য ভাব প্রকাশানন্দ

সরস্বতীকেই দিলেন। কবিরাজ গোস্বামী হৃদয়ের আবেগ সহকারে এ ছবি আঁকিয়াছেন। প্রকাশানন্দের জ্ঞানের গর্ব্ব ভাঙ্গিল, ভক্তিসুধার আস্বাদ পাইলেন।

কাশীর ধর্ম্মচর্চ্চাতেও অনেক দোষ ঘটিয়াছে। মঠ আশ্রমাদি পণ্যে পরিণত। পুণ্যধামের নিন্দার জন্য এত কথা বলিলাম না। সমাজের দোষাপনয়ন জন্যই দোষের উল্লেখ করিলাম। ভ্রাতৃবৃন্দ! যাহাতে ধর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মের ক্ষেত্রই থাকে তাহা করুন। বিশ্বনাথপুরী বিমল জাহ্নবী সলিলে ধৌত, পুরবাসিগণের হৃদয় বিমল জ্ঞান ও প্রেমে ধৌত হউক।

ধর্ম্মের ভাণ

৩। গূঢ় কারণ

শ্রীভাবরসমাস্বাদ্য তারাভাবমধুব্রতঃ।
শ্রীপীঠং কিং জহৌ যোগীতারাপীঠায় নির্বৃতঃ।

সৃষ্টিলয়াতীত সচ্চিদানন্দময় তারাভাবের মধুকরস্বরূপ সর্ব্বত্যাগী যোগী পরিতৃপ্ত বাম কি শ্রীবিদ্যার পীঠ কাশীর ঐশ্বর্য্যভাবরূপ মধু কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিয়া সত্বর তারাপীঠেই ফিরিলেন?

কাশী কেন বামের ভাল লাগিল না? তারাপীঠের প্রতি তাঁহার অনুরাগ কি একদেশিতা? এরূপ ভাব কি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা? ইত্যাদি প্রশ্ন আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল। শ্রীবাম অদ্ভুত গুরু, তিনি দেহ রাখিয়াও সংশয়ছেত্তা।

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।

দক্ষিণামূর্ত্তি গুরুস্তোত্র।

গুরুর ব্যাখ্যা নীরব, অথচ শিষ্যগণের সংশয় ছিন্ন হয়। প্রভু আমাদের সংশয় নিবারণ জন্য কাশী তত্ত্বের আভাস দিয়াছেন।

কাশীতত্ত্ব

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ জগত্যাং বস্তুমাত্রকং।
তৎ সর্ব্বঞ্চ যদা নাসীৎ পঞ্চক্রোশী তদা শুভা॥
তদেব কথয়াম্যত্র তন্নির্ম্মাণং মুনীশ্বরাঃ।
আদৌ চ নিগুর্ণং তেজঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্॥
চিদানন্দস্বরূপঞ্চ নির্ব্বিকারং সনাতনং।
ততশ্চ প্রকৃতির্দেবী সা পুরুষসমন্বিতা॥
আবাভ্যাং কিন্নু কর্ত্তব্যমাবাং কেনৈব নির্ম্মিতৌ।
ইতি সংশয়মাপন্নৌ প্রকৃতিপুরুষৌ যদা॥
তাভ্যাং বাণী সমুৎপন্না নিগুর্ণা পরমাত্মনঃ।
তপশ্চৈব প্রকর্ত্তব্যং ততঃ সৃষ্টিরনুত্তমা॥
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব তদ্দৈতদূচতুস্তদা।
তপসশ্চ স্থলং নাস্তি কুত্র বা স্থীয়তেঽধুনা॥

ততশ্চ তেজসঃ সারং পঞ্চক্রোশাত্মকং শুভম্।
সর্ব্বোপকরণৈর্যুক্তং সুন্দরং নগরং যথা॥
নির্ম্মায় প্রেরিতং তাভ্যাং নির্গুণেন বিরাজিতম্।
অন্তরীক্ষে স্থিতং তচ্চ অধিষ্ঠায় হরিঃ স্বয়ং॥
তপশ্চচার বিধিবৎ সৃষ্টিকামস্তদাজ্ঞয়া।
তেনৈব বহুকালঞ্চ তপস্তপ্তং সুদারুণম্॥
তপসঃ করণাচ্চৈব শ্রমস্তস্য মহাত্মনঃ।
ক্রমেন জলধারাশ্চ বিবিধাশ্চাভবংস্তদা॥
তাভির্ব্যাপ্তঞ্চ সর্ব্বং বৈ নান্যৎ কিঞ্চিৎ প্রদৃশ্যতে।
চিন্তিতং বিষ্ণুণা তচ্চ কিমহো হ্যেতদদ্ভুতম্॥
ইত্যাশ্চর্য্যং তদাদৃষ্ট্বা শিরসঃ কম্পনং কৃতম্।
ততশ্চ পতিতঃ কর্ণাৎ মণিশ্চ পুরতঃ প্রভোঃ॥
যত্রাসৌ পতিতশ্চৈব তত্রাসীৎ মণিকর্ণিকা।
জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা সা পঞ্চক্রোশী পুরাতনী॥
নির্গুণেন শিবেনৈব ত্রিশূলেন ধৃতা তদা।
বিষ্ণুরপি চ তত্রৈব সুষ্বাপ প্রকৃত্যা সহ॥
কিয়ৎকালং জলে তত্র সুপ্তোঽসৌ চ জনার্দ্দন.।
তন্নাভিকমলাজ্জাতো ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ॥
শিবাজ্ঞাঞ্চ সমাসাদ্য সৃষ্টিঞ্চ কৃতবাংস্তদা।

কাশীতত্ত্ব

যৎকিঞ্চিদ্দৃশ্যতে চাত্র ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরম্।
তদ্ব্যাপ্তং হি বিশেষেণ শিবেন তেজসা তদা।
চেতনাচেতনং যচ্চ ব্যাপ্তমাসীন্মুনীশ্বরাঃ॥

ততশ্চ সৃষ্টিকার্য্যঞ্চ প্রাবর্ত্তত সমন্ততঃ।
ভুবনানি চ জাতানি গোলোকে তৎ চতুর্দ্দশ ॥

শিবপুরাণ।

(এই জগতে যাহা কিছু বস্তু দেখা যায় সেই সকল যখন ছিলনা তখন মঙ্গলময়ী পঞ্চক্রোশী ছিল। হে মুনিবরগণ, অদ্য সেই পঞ্চক্রোশীর নির্ম্মাণ বৃত্তান্ত বলিব! প্রথমে নির্গুণ তেজঃ ছিল, তাহাই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, চিদানন্দস্বরূপ, নির্ব্বিকার ও সনাতন। তাহা হইতে পুরুষের সহিত প্রকৃতি-দেবী নির্গত হন। তাঁহারা এইরূপ সংশয়াপন্ন হইলেন যে আমাদের কি কর্ত্তব্য, আমাদের কে নির্ম্মাণ করিলেন! তখন তাঁহাদের প্রতি পরমাত্মার আদেশ বাণী হইল, 'তপস্যাই তোমাদের কর্ত্তব্য, তাহা হইতে উত্তম সৃষ্টি ঘটিবে।' প্রকৃতি ও পুরুষ বলিলেন, 'তপস্যার স্থল নাই, কোথায় বা আমরা এক্ষণে থাকি?' তদনন্তর তেজঃসারভূত পঞ্চক্রোশাত্মক শুভ সর্ব্বোপকরণযুক্ত সুন্দর নগরসদৃশ পদার্থ নির্ম্মাণ হইয়া প্রকৃতি-পুরুষের নিকট প্রেরিত হইল। তাহাতে নির্গুণ বিরাজমান। অন্তরীক্ষে অবস্থিত সেই নগরে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং হরি সৃষ্টি বাসনায় পরমাত্মার বিধিবৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুকাল ধরিয়া তিনি সুদারুণ তপস্যা করিলেন। তপশ্চরণে সেই মহাত্মার শ্রম হইল। শ্রমের ফলে তখন বিবিধ জলধারা বহির্গত হইল। সেই জলধারা দ্বারা তখন সর্ব্ববস্তু ব্যাপ্ত; অন্য কিছুই দেখা যাইতেছে না। বিষ্ণু ভাবিলেন 'একি অদ্ভুত

ব্যাপার !' সেই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া প্রভু শিরঃ কম্পিত করিলেন। তদনন্তর তাঁহার কর্ণ হইতে সম্মুখে মণিময় কুণ্ডল পতিত হইল। যেখানে উহা পড়িল উহাই মণিকর্ণিকা। প্রাচীনা সেই পঞ্চক্রোশী জলস্রোতে প্লাবিতা হইলে নির্গুণ শিব তখন তাহা ত্রিশূলে ধরিলেন। বিষ্ণু প্রকৃতির সহিত সেইখানে নিদ্রিত হইলেন। জনার্দ্দন কিছুকাল তথায় ঘুমাইলেন; তাঁহার নাভি হইতে কমল উঠিল। সেই কমলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা জন্মিলেন। তিনি শিবাজ্ঞা পাইয়া সৃষ্টি করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর জঙ্গমসহ যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই বিশিষ্ট শিবতেজঃ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। হে মুনীশ্বরগণ! যাহা কিছু চেতন ও অচেতন সকলই ব্যাপ্ত হইল। তৎপরে চারিদিকে সৃষ্টিকার্য্য আরব্ধ হইল। গোলোকে চতুর্দ্দশ ভুবন জন্মিল।) উক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব শ্রীবাম সময়ান্তরে প্রকাশ করাইবেন। আপাততঃ এই বক্তব্য যে পঞ্চক্রোশী কাশী ভূতলের নগরী নহে। উহা পঞ্চক্রোশাত্মক প্রপঞ্চ। ঐ পঞ্চকোষই সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব। পঞ্চভূতাত্মককোষ, পঞ্চতন্মাত্রাত্মককোষ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মককোষ, পঞ্চজ্ঞানাত্মক-কোষ ও চিত্তকোষ। সম্যক্ প্রকাশমান বলিয়া কাশী নামে অভিহিত। উহাদের মধ্যে আকর্ষণী ও বিকর্ষণীশক্তি নিহিত। তদ্বলেই সৃষ্টিস্থিতিলয় হইতেছে। সেই আকর্ষণী ও বিকর্ষণী ব্যাপিকা শক্তির অধীশ্বর হরি বা বিষ্ণু। তাঁহার প্রেরক নির্গুণ শিব। শিবই বিষ্ণুকে সৃষ্টির জন্য উক্ত পঞ্চকোষ বা পঞ্চ-

ক্রোশী কাশী নির্ম্মাণ করিয়া পাঠাইলেন। বিষ্ণু তদবলম্বনে কিরূপে সৃষ্টি করিব এই ধ্যানে মগ্ন হইলেন; উহা পুরাণের ভাষায় বিষ্ণুর কারণ-সমুদ্রে যোগ-নিদ্রা। সৃষ্টিকৌশল লাভ করিলে সৃষ্টির ইচ্ছা ও সৃষ্টির কল্পনা প্রকট হইল। কল্পনা-বিষয়ীভূত বিশ্বই পদ্ম। তাহাতেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার জন্ম। সেই ব্রহ্মা আবার তপস্যার ফলে উক্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্বের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐ পঞ্চক্রোষী কাশী নির্গুণ শিবের সত্বরজস্তমোময় ত্রিশূলে অবস্থিত। সৃষ্টির পর উহা চতুর্দ্দশভুবনে অবরোপিত।

কাশীবিদ্যা

পঞ্চকোষী কাশী বুঝিতে পারিলে প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত বুঝা যায়। কাশীবিদ্যাই প্রপঞ্চের সৃষ্টিস্থিতিলয় বিদ্যা। ঐ বিদ্যাবলেই জীবের অষ্টসিদ্ধি। পুরাণ সেই কথাই বিশ্বামিত্রাদি মহর্ষির আখ্যায়িকায় প্রকাশ করিতেছেন।

এই কাশীবিদ্যা অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতিলয়বিদ্যাকে তন্ত্র তৃতীয়া বিদ্যা অর্থাৎ ষোড়শী বা শ্রীবিদ্যা বলেন। সৃষ্টি নিত্য নূতনা। তাহা কেবল জড়শক্তির বিকাশ নহে, চিজ্জড়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন। তাই তৎকর্ত্রী চিন্ময়ী ষোড়শী। সৃষ্টিতে ঐশ্বর্য্য-ভাব প্রকট বলিয়া ষোড়শী রাজরাজেশ্বরী, তিনিই সত্বরজস্তমোগুণময়ী ত্রিপুরা। তিনি প্রপঞ্চের পোষণী অন্নপূর্ণা: সেই অন্নপূর্ণা কাশীপুরাধীশ্বরী। শিব যখন নির্গুণ তখন অন্নপূর্ণার ধার ধারেন না। যখন সগুণ তখন কিন্তু অন্নপূর্ণার

নিকট শক্তি ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান। যতদিন শঙ্করাচার্য্য যতি, ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন ততদিন একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। যখন তিনি ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মস্থাপনে প্রয়াসী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আসিলেন, তখন বিভূতিপ্রদর্শন, দিগ্বিজয়, সম্প্রদায় গঠনাদিজন্য চিন্ময়ী প্রকৃতির আশ্রয় লইলেন। তখনই তিনি ত্রিপুরা উপাসক; তখনই কাশীক্ষেত্রে আসিলেন। তখনই আনন্দলহরী স্তোত্র ছুটিল; তখনই অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন,

শ্রীবিদ্যা

অন্নপূর্ণে! সদাপূর্ণে! শঙ্করপ্রাণবল্লভে!
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি !!

হে অন্নপূর্ণে! হে সদাপূর্ণে! হে শঙ্করপ্রাণপ্রিয়ে! হে পার্ব্বতি! জ্ঞান ও বৈরাগ্য সিদ্ধির জন্য ভিক্ষা দাও।

ভূতলের কাশীধাম এই কাশীবিদ্যায় সিদ্ধগণের ক্ষেত্র বলিয়া কাশীনামে পরিচিত। তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি ঐ পুরীতে খেলিয়াছে। সংসারী জীব ঐ ক্ষেত্রে যাইলে ঐ শক্তির প্রভাবে উৎকর্ষতালাভ করে। কাশীতীর্থের এই মাহাত্ম্য; সে সূক্ষ্মশক্তি পাত্রবিশেষে প্রবল ও মলিন হয়। কাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামী ছিলেন ও বটুল পাঁড়ে ছিলেন। কাশী তৃতীয়া-বিদ্যা সাধকের প্রিয়ক্ষেত্র। কিন্তু তারা বা কালীবিদ্যাসাধকের উহা ক্ষেত্র নহে। তৃতীয়া বিদ্যাসাধনেও মুক্তি আছে, এজন্য কাশী মোক্ষধামও বটে। কিন্তু মোক্ষেরও ক্রম আছে; মাহেশ্বরী প্রধানতঃ সৃষ্টিপ্রবণা, কর্ম্মাত্মিকা। কালী লয়মুখী

কর্ম্মনাশা। তাই কালীসাধক রামপ্রসাদের দ্বিতীয়বার কাশী যাইতে মন সরে নাই। তারা ত্রাণবিদ্যা, সৃষ্টি-লয়াতীতা সচ্চিদানন্দাত্মিকা। তারাবিদ্যাধিকারী বামেরও কাশী ভাল লাগে নাই। কাশীক্ষেত্রের ভাব তিনি শীঘ্রই আয়ত্ত করিয়া স্বীয় ভাবের ক্ষেত্র তারাপীঠে ত্যাগের লীলার জন্য ফিরিলেন।

তারাবিদ্যা

৪। কালনেমি ভৈরবী

নেন্দ্রিয়লৌল্যলেশেঽপি ভৈরবী সাধনং হিতম্।
তদ্বামেঙ্গিতমুল্লঙ্ঘ্য সাধকো মদনোমৃতঃ॥

ইন্দ্রিয় চাপল্যের লেশমাত্র থাকিতেও তন্ত্রের ভৈরবী সাধন হিতকর নহে। তাই বামের ইঙ্গিত অবহেলা করিয়া সাধক মদন মরণ প্রাপ্ত হন।

কাশী হইতে বামের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মদন গোঁসাই নামক জনৈক সাধক তারাপীঠে সিমুলতলায় সাধনার জন্য আসেন। মুর্শিদাবাদ কাঁদির অন্তর্গত আলিগ্রাম ভরতপুরে তাঁহার নিবাস। কাঁদির সিদ্ধান্ত বংশে তিনি বিবাহ করেন।

সংসার ছাড়িয়া তিনি ডাবুকের কৈলাসপতি গোঁসাইএর শরণাপন্ন হন। তখন কৈলাসপতি তারাপীঠের শ্মশানে অনুষ্ঠান করেন এবং দক্ষিণগ্রামেও ভক্তালয়ে থাকেন। পরে তিনি ডাবুকের শিব মন্দিরাদি সংস্কার করিয়া ডাবুকের কৈলাসপতি নাম প্রাপ্ত হন। কৈলাসপতি তাঁহাকে নানা পরীক্ষার পর আশ্রয় দেন। দীক্ষাগ্রহণান্তে মদন তারাপীঠে বসিলেন। কৈলাসপতিকে বাম ভক্তি করিতেন, তাঁহার ভোগ-ভাব থাকায় তাঁহাকে 'রাজা গোঁসাই' বলিতেন। মদনের সাধনাবিষয়ে আগ্রহ দেখিয়া বাম তাঁহার উত্তর-সাধকতা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন। বামের প্রকাশ্য সাধনা নাই; মদন তাঁহাকে বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু বামের আকর্ষণীশক্তিতে পড়িয়াছেন। কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় বামকে ভাল বাসিয়াছেন। বাম কল্পতরু! মদন যখন তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-ভাবে চায়, তিনি তাই মদনকে 'দাদা গোঁসাই' বলিতেন। বামের ন্যায় তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। উভয়ে মহাশ্মশান হইতে মড়ার তাপাই, দড়ি, বাঁশ প্রভৃতি লইয়া সিমুলতলায় একখানি ছোট ঘর তুলিলেন। বাম তার নাম রাখিলেন "যোগেশ্বর ঝোপড়া"। উভয়ে এইখানে রাত্রে শবদাহ কাষ্ঠে ধূনি জ্বালাইয়া জগদম্বার চিন্তাতে এবং দিবসে ভক্তি-সঙ্গীতে আনন্দে কালযাপন করিতেন। মদন সাধন-পথে সুন্দর অগ্রসর

মদন

সাধনা

হইতেছেন। কিন্তু এই পথে নানা কণ্টক, প্রতিপদে সাধকের পরীক্ষা; মধ্যে মধ্যে পতন। এই তত্ত্ব পুরাণে বিশ্বামিত্র-মেনকা দিব্য উপাখ্যানে প্রকটিত।

কাম প্রলোভন সহ্য করা বড়ই কঠিন।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।

কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সমুক্তঃ স সুখীনরঃ॥ গীতা ৫।২০

যিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বপর্য্যন্ত কাম ও ক্রোধ হইতে উদ্ভূত বেগকে সহ্য করিতে পারেন সেই মনুষ্যই যোগী, তিনিই সুখী।

যদি সত্যযুগের দৃঢ়মতি সাধক প্রলোভনবিমুগ্ধ হন, কলিযুগের দুর্ব্বলচিত্ত সাধক যে ঐ মোহ-মুগ্ধ হইবেন তাহার বৈচিত্র্য কি? মদন দাদা অচিরেই কঠোর পরীক্ষায় পড়িলেন এবং উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।

বিঘ্ন

কিছু কাল পরেই বীরভূমের বসুয়া বিষ্ণুপুর হইতে একটি ব্রাহ্মণ কন্যা পাগলিনী অবস্থায় তারাপীঠে আসিলেন। বাম তাঁহাকে দেখিয়াই মদন দাদাকে বলিলেন "দাদা! এই যে ভৈরবী আসিয়াছেন ইনি কালনেমী ভৈরবী। দাদা সাবধান!" তথাপি মদন সাবধান হইতে পারিলেন না। রমণী পূর্ণযৌবনা। মদন দাদার মন টলিল। মদন তাঁহাকে ভৈরবীরূপে গ্রহণ করিলেন।

তন্ত্রে ভৈরবী গ্রহণ ব্যবস্থা আছে; কিন্তু তাহা বীর সাধকের পক্ষে বিহিত। পশুভাবে শুদ্ধাচারে সাধনায় বৈদিক

বিধি নিষেধ পালন, প্রলোভন পরিহার। ইহা যেন দুর্গ মধ্য হইতে যুদ্ধ। বীরাচারে প্রলোভনের সহিত সম্মুখ-সমর। ইহা কামবৃত্তিচরিতার্থ নহে, প্রত্যুত কামাদিজয়জন্য সাধনা। কামাদির বিষয়সেবন, অথচ কামাদি দমন। পশ্বাচারে মদ্যাদি পরিত্যজ্য। বীরাচারে কালাকাল পাত্রাপাত্র বিবেচনায় মাত্রানুসারে তাহা গ্রাহ্য। পশ্বাচারে রমণীপ্রসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। বীরাচারে রমণীসঙ্গ। ঐ রমণীসঙ্গের উদ্দেশ্য কবি বর্ণনা করিয়াছেন :—

ভৈরবী সাধন

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ। কুমার ১ম সর্গ

বিকারের কারণ থাকিতেও যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না, তাঁহারাই ধীর।

তন্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া কামকিঙ্কর জীব ভৈরবী-সাধনা লইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। কলির জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য বাম স্বয়ং বামাবতার হইয়াও ভৈরবী গ্রহণে বিমুখ ছিলেন। তিনি বলিতেন 'তারামাই আমার আশ্চর্য্য ভৈরবী।' কথার কি গভীর অর্থ! তারামা 'রতিকামোপরি পদমর্দ্দনকরী।' তিনিই রতি এবং কামকে পদদলিত করিয়া মদনারি শ্রীবামের ভৈরবী পদবাচ্যা হইয়াছেন। যে নারী এ সংসারে ঐ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া রতি কামকে দলিত করিতে পারেন তিনিই ভৈরবী হইতে পারেন। বামের ন্যায় নিষ্কাম, শ্মশানচারী, সর্ব্বত্যাগী না হইলে পুরুষও

ভৈরবাখ্যা পাইবার অধিকারী নন। হরগৌরী লীলাই ভৈরব ভৈরবী লীলা। উঁহাদের নিত্য মিলন অথচ কামগন্ধ নাই। ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য আছে? জগৎপিতার ও জগৎমাতার লীলা বিচিত্র।

মদন দাদা ভৈরব হইবার উপযুক্ত নন। পাগলীমাও ভৈরবী ছিলেন না। উভয়ের আকর্ষণ নিষ্কাম নহে, সাধনার জন্য নহে। সুতরাং কামের দ্বার অপাকৃত হইল। বহুপূর্ব্বে রাজর্ষি যযাতি কামতৃষ্ণার তথ্য গাহিয়াছেন ;—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে্ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব।

কাম কখনও কামের উপভোগে শমিত হয় না, প্রত্যুত ঘৃতাহুতিতে অনলের ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়।

মদন দাদা এ নিয়মের বহির্ভূত নহেন। মধুকর এক পুষ্পের রসে তৃপ্ত হয় না, পুষ্পান্তরে যায়। দিনকতক পরে মদন দাদা ঐ ভৈরবীর রসে তৃপ্ত হইলেন না। উভয়ের মধ্যে কলহ বাধিল। ভৈরবী উড়িয়া গেলেন। মদন দাদাও অন্যান্য ভৈরবী করণে ব্যাকুল হইলেন। মন একবার কলঙ্কিত হইলে সেই কলঙ্ক ধৌত করা কঠিন। কর্ম্ম শেষ হয় বটে কিন্তু মনে তজ্জনিত সংস্কার থাকিয়া যায়। মদন দাদার যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে লাগিল। অনেকেরই তিনি বিরাগভাজন হইলেন। তিনি ভিক্ষার জন্য পূর্ব্ব হইতেই

নিত্য বাহির হইতেন। এখন তাঁর দৃষ্টি চঞ্চল। একদিন প্রহারেণ ধনঞ্জয় হইল। সংবাদ আসিল তারাপীঠ ও

পতন

তারাপুরের মধ্যবর্ত্তী বেজুড়িয়ার মাঠে মদন দাদা অজ্ঞান অবস্থায় পতিত। বাম শুনিয়া ব্যস্ত হইলেন। প্রভু করুণাময়, সর্ব্বজীবে তাঁর প্রেম। মদনকে দাদা বলিয়াছেন। বন্ধুকৃত্য শিখাইবার জন্য নিষ্কাম বামও বন্ধুর সাহায্যে ছুটিলেন। পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উহা ভৈরবী গ্রহণের কুফল। পাগলী মার প্রতি যখন মদনের আকর্ষণ হয় তখন ঐ মাকে বাম কালনেমি ভৈরবী নাম দিয়াছিলেন। কালনেমি রাবণের সর্ব্বনাশ করে বলিয়া, কথকঠাকুরগণ বর্ণনা করেন। ইনিও মদনের সর্ব্বনাশ করিলেন। বেজুড়িয়ার মাঠে বন্ধুকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া বাম তাঁহাকে আশ্রমে আনিবার প্রয়াস পাইলেন। তখন বামের শরীরে মত্ত হস্তীর ন্যায় বল। তিনি একাই মদনকে স্কন্ধে তুলিয়া সিমুল তলায় যোগেন্দ্র ঝোপড়ায় আনিলেন এবং যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন।

দিবারাত্র পরে মদনের জ্ঞান আসিল। তিনি মহাপুরুষের আশ্রিত; আবার সাক্ষাৎ বাম তাঁহার প্রতি সদয়। হঠাৎ তাঁহার পদস্খলন হইয়াছিল। তার ফলও পাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অনুতাপ আসিল। তিনি স্বীয় গুরু কৈলাসপতি গোঁসাইকে দেখিতে চাহিলেন। বাম বুঝিয়াছেন তাঁহার অন্তিমকাল

উপস্থিত। দক্ষিণগ্রামে কৈলাসপতি তখন ছিলেন না। স্থূলে গুরুর সহিত মদনের মিলন হইল না। স্থূল দৃষ্টিতে তাহা দুঃখের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম-দর্শনে তাহা ভাল। কবি গাহিয়াছেন—

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহোন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥

অনুতাপ সঙ্গম বা বিরহ এই উভয়ের মধ্যে বিরহই ভাল।
সঙ্গমে একা তার সহিত মিলন, বিরহে জগৎ তন্ময় হয়।

স্থূল বিরহে অনুরাগ বাড়ে এবং অনুক্ষণ সূক্ষ্ম মিলন ঘটে। মদন দাদার সুন্দর ভাব আসিয়াছে। অনুতাপানলে তাঁহার মনের মল দগ্ধ হইয়াছে। মনু বলেন—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্তস্তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাৎ পুনরিতি নিবৃত্তঃ পূয়তে তু সঃ ॥

যদি পাপ করিয়া মনঃ সন্তপ্ত হয় তাহা হইলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। আর ঐরূপ কার্য্য করিব না এইরূপ দৃঢ় পণ করিয়া সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

হা গুরো বলিয়া মদন অনবরত কাঁদিতেছেন। গুরুর

অবসান সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে এবং শ্রীবামের মুখে তারা নাম শুনিতে শুনিতে মদন ইহলীলা সম্বরণ করিলেন! বাম মদন দাদাকে সমাধি দিলেন। বামের চেষ্টায় পরে ঐ সমাধির উপর একটী ক্ষুদ্র স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে

মদন দাদার কলেবর ত্যাগকালে তাঁহার পত্নী শ্বশুরগৃহে ছিলেন। হৃদয়ে হৃদয়ে বিচিত্র আকর্ষণ! দুইটী যন্ত্র এক সুরে বাঁধা থাকিলে যেমন একটীতে আঘাত করিলে অপরটী বাজে তেমনি দুই হৃদয় একরূপ হইলে একে আঘাত লাগিলে অপরটীতেও আঘাত লাগে! ব্যবধানাদি বাধা মানে না। বিলাতি কবি সেই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন—

(Star to star vibrates light ; may soul to soul
Strike thro' a finer element of her own ?

যদি তারকা আকাশে তারকান্তরে কিরণ জাল বিকীর্ণ করিতে পারে তবে আত্মা আত্মান্তরে স্বীয় সূক্ষ্মাকাশের মধ্য দিয়া কেন আঘাত করিতে পারিবে না?)

পতির অশুভ সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে সতীর প্রাণে অশুভ গাহিয়াছে। তিনি শ্বশ্রূদেবীকে বলিলেন "মা! তোমার বেটা কি করিল?" সেইদিনই সাধ্বী শয্যা লইলেন, সে শয্যা হইতে আর উঠিলেন না। তৃতীয় দিবসে স্বামীর পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে এ তৃষিত মরু ছাড়িয়া শ্রীগুরুর রসাল নন্দনে স্বামীর সহিত মিলিতা হইলেন। ধন্য ভারত নারী! ধন্য তোমার পতিব্রতা!

৫। স্বপ্নাদেশ

পরীক্ষ্য ভূয়োঽপ্যুপবাসবহ্নৌ বামং ভবানীসমুদীরয়ন্তী
নাটোররাজ্ঞ্যৈ মহিমানমস্য স্বপ্নোপদেশেন ববন্ধবৃত্তিম্ ॥

পুনরায় বামাকে উপবাসরূপ বহ্নিতে পরীক্ষা করিয়া ভবানী তাঁহার মহিমা নাটোরের রাণীর নিকট স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রকাশ করতঃ তাঁহার জীবিকা বিধান করিয়াছিলেন।

এই সময় বীরভূমে অনাবৃষ্টি বশতঃ ধান্যাদি জন্মিল না। তন্নিবন্ধন শস্যশ্যামলা বঙ্গলক্ষ্মীর ভাণ্ডার বীরভূমিও দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের কবলে পতিত হয়। হঠাৎ চাউলের মূল্য টাকায় /৭ (কাঁচি সাতসের) হইল। ৫৲ পাঁচটাকা চাউলের মণে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ ঘটে। ত্রিহুত দুর্ভিক্ষেও প্রায় ঐরূপ মূল্য ছিল।

দুর্ভিক্ষে

বীরভূমেও অজন্মায় হাহাকার পড়িল। সিমুলতলায় যাত্রী তাদৃশ নাই। তখন বামের নাম প্রচার হয় নাই, তাঁহাকে দেখিতে ধনাঢ্য যাত্রী যাইত না। তারামার প্রসাদও বামের বন্ধ হইয়াছিল। সুতরাং বামের আহার তারামা সবদিন জুটান না। প্রিয় সন্তানকে আবার পরীক্ষায় ফেলিতেছেন।

মোক্ষদানন্দেরও অবস্থা অচল। কাশীতে গিয়া হস্ত রিক্ত। তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে। এই অকালে দুইটী প্রাণীর অন্ন সংস্থান তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছে। ডাবুকের

কৈলাসপতি একদিন আসিলেন এবং মোক্ষদানন্দ ও বামকে দক্ষিণগ্রামে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা গেলেন। কৈলাস-পতি তখন প্রকট হইতেছেন, তাঁহার কতকগুলি অবস্থাপন্ন শিষ্য। তজ্জন্য বাম তাঁহাকে "রাজা গোঁসাই" বলিতেন। বাম ও মোক্ষদানন্দ কয়েকদিন কৈলাসপতির অতিথি হইলেন। কৈলাসপতি স্বীয় শিষ্যমণ্ডলী ও আগন্তুকগণ সহ গৃহী শিষ্যগণের বাটীতে ফিরিতেন। মোক্ষদানন্দ উহা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনায় আর আতিথ্য লইলেন না। বামকেও যাইতে নিষেধ করিলেন।

তারামা দুইদিন বামের আহার জুটাইলেন না। তিনি নীরবে অনশনে শ্মশানে মার চিন্তায় দুইদিন কাটাইলেন।

উপবাস

তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি আনন্দময়ীকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ভক্তবীরই প্রাণের প্রাণ হইতে বলিতে পারেন—

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি!

হে ভবরাণি! তুমিই আমার একমাত্র গতি; তুমিই আমার একমাত্র গতি।

তারামা বামকে বারবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে বাম অনন্যশরণ। আর কি তিনি থাকিতে পারেন! ভক্তের শরীর রক্ষার ভার লইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

করুণাময়ী মহাশক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস নাই। নিজের ব্যবস্থা নিজে করিতে যাই। যখন নিজের চেষ্টায়

তাহা পারি না তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভগবানে দোষারোপ করি। আর যদি চেষ্টা সফল হয় নিজে কৃতিত্ব লই। আমরা চিন্তাতেও আনিতে পারি না যে ভগবান অলৌকিক উপায়ে আমাদের পুরুষকার ব্যতীত আমাদের কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারেন। অস্মাদৃশ লোকের চক্ষুরুন্মীলনের জন্যই বামের উপবাসের দ্বিতীয় রাত্রে নাটোরে রাণী অন্নদাসুন্দরীকে

স্বপ্নাদেশ

তারামা স্বপ্ন দিলেন যে "আমি তারাপীঠে দুইদিন উপবাসী।" রাণী মা প্রাতে উঠিয়া এই স্বপ্ন-কথা প্রকাশ করিয়া তারাপীঠের সংবাদ লইতে বলিলেন। মুর্শিদাবাদে রঘুনাথগঞ্জের কাছারিতে তারযোগে সংবাদ দেওয়া হইল। তখনও ভারত মৈত্র ঐ কাছারির নায়েব। তিনি তারাপীঠে আসিলেন; তদন্ত করিলেন। জানিলেন, ভোগ যেমন হয় তেমনি হইয়াছে, কোন ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু প্রকাশ পাইল যে দুই তিন দিন বাম অনশনে আছেন।

তদন্ত

তিনি বামের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে তারামার বাহ্য প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করেন। কিন্তু তৎপরে বামের ভাবদর্শনে তাঁহাকে তারামার ভক্ত বলিয়া জানিতে পারেন। বামের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্ষ্যাপা তুমি কি উপবাসী আছ?" বাম বলিলেন "হাঁ বাবা! তারামা কিছু দেন না।" তাঁহার পক্ষে সকলই তারামার কার্য্য। বামকে তারামার প্রসাদ দেওয়া হইল।

মৈত্র নাটোরে এই সংবাদ প্রেরণ করিলে তথা হইতে আদেশ আসিল যেন নিত্য মধ্যাহ্নে তারামার অন্নপ্রসাদ ও সায়াহ্নে তারামার আরতির পর প্রসাদ বামকে দেওয়া হয়। তারামা তিনবার অগ্নি-পরীক্ষার পর বামের আজীবন আহারের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি মন্দিরে আসিলে তথায় তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইত; শ্মশানে বা অন্যত্র থাকিলে এক থালা অন্ন প্রসাদ তাঁহার নিকট মধ্যাহ্নে প্রেরিত হইত। রাত্রেও যৎসামান্য দুগ্ধাদি দেওয়া হইত। পরে প্রণামী-স্বরূপ তাঁহার জন্য মাসিক ৪৲ টাকা দিবার বিধান হয়। মাতা জীবমানে তাঁহাকে ঐ বৃত্তি দেওয়া হইত। পরে কনিষ্ঠ সহোদর রামের অর্থাভাব হইলে রাম লইতেন। প্রভুর শেষদশায় ঐ টাকা নাটোরের তহশীলদার তাঁহার নামে খাতায় জমা করিতেন মাত্র; সে টাকা আর দেওয়া হয় নাই।

বৃত্তি বন্ধন

৬। পরিচয়

চপলমিব বিভুং তং ভৎর্সয়ন্ শিষ্যবোধা-
দবিদিতবিভুতত্ত্বঃ শাস্ত্রবিৎ কর্ম্মনিষ্ঠঃ।
উপগুরুরনুভূয় প্রাণরোধং তদানীং
বিভুপরিচয়লেশং চন্দ্রচূড়াদবাপ॥

সেই বিভু বামকে চপলের ন্যায় আচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হওয়ায় সেই বিভুর তত্ত্ব না জানিয়া শাস্ত্র-পাঠী বাহ্যাচারনিষ্ঠ উপগুরু মোক্ষদানন্দ তাঁহাকে শিষ্যবোধে ভৎর্সনা করিলে অনুভব করিলেন যেন স্বীয় শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণ বহির্গত হইতেছে। সেই সময়েই চন্দ্রচূড়ের নিকট বাম যে সাক্ষাৎ শিব তদ্বিষয়ে তিনি কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেন।

তারামার স্বপ্নাদেশে শ্রীবামের মহিমা কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইল। পাণ্ডারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিলেন। মোক্ষদানন্দের অবস্থা অদ্বৈতাচার্য্যের ন্যায় দাঁড়াইয়াছে। যেমন অদ্বৈতাচার্য্য সংসার হরিভক্তিবিহীন দেখিয়া শ্রীহরিকে আনাইব প্রতিজ্ঞা করতঃ কত কাঁদিয়াছিলেন, কত উপবাস করিয়াছিলেন, কত তুলসী দিয়াছিলেন, তদ্রূপ মোক্ষদানন্দও জীবগণকে শক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ ও শক্তিভক্তিবিমুখ দেখিয়া বড়ই বিমনা ছিলেন। বসিষ্ঠের ন্যায় মহাপুরুষ অবতীর্ণ না হইলে শাক্তত্ত্ব মহিমা প্রচার হইবে না তাঁহার ধারণা ছিল। অদ্বৈত নিমাইকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি নিমাইএর জ্যেষ্ঠের সহচর। মোক্ষদানন্দও শ্রীবামের গুরু ব্রজবাসী কৈলাসপতির সহচর। অদ্বৈত যেমন বিশ্বরূপের সহিত গীতা ভাগবতাদি চর্চ্চা করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন, মোক্ষদানন্দও সেইরূপ কৈলাসপতির সহিত তন্ত্রচর্চ্চায় ধন্য হইতেন। বালক নিমাই জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপকে অদ্বৈতের বাটী হইতে ডাকিতে যাইতেন, অদ্বৈত নিমাইএর অনুপম

তুলনা

রূপলাবণ্যে ও সারল্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। মোক্ষদানন্দও সেইরূপ শ্রীবামের ত্যাগভক্তি প্রেমাদি সন্দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। অধিকন্তু শ্রীবামকে তিনি অভিষেকাদি করিয়া উপগুরুস্থানীয়ও হন। যেমন অদ্বৈত শ্রীগৌরের অবতারত্বে সংদিগ্ধ হন, মোক্ষদানন্দও শ্রীবামের অবতারত্ব বুঝেন নাই। গয়া হইতে উদ্বোধনের পর শ্রীগৌর নবদ্বীপে আসিয়া স্বপ্নে অদ্বৈতকে একটু আভাস দেন। দাসঠাকুর প্রাণের ভাষায় ঐ ব্যাপার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

ঠাকুরের প্রেম দেখি সর্ব্বভক্তগণ।
পরম বিস্মিত হৈল সভাকার মন॥
পরম সন্তোষে সভে অদ্বৈতের স্থানে।
সভে কহিলেন যত হৈল দরশনে॥

* * * * * *

শুনিঞা অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা।
পরম আবিষ্ট হই কহিতে লাগিলা।
"মোর আজুকার কথা শুন ভাইসব॥
নিশিতে দেখিনু আজি কিছু অনুভব॥
গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাম দুঃখ ভাবি উপাস করিয়া॥
কথো রাত্রে আমারে বোলয়ে একজন।
উঠহ আচার্য্য ঝাট করহ ভোজন॥

এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে।
উঠিয়া ভোজন কর পূজহ আমারে॥
আর কেন দুঃখ ভাব পাইলে সকল।
আভাস যে লাগি সঙ্কল্প কৈলে সে হৈল সফল॥
যত উপবাস কৈলে যত আরাধন।
যতেক করিলে "কৃষ্ণ" বলিয়া ক্রন্দন॥
যা আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা॥
সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ মূর্ত্তি জগতে যতেক।
তোমার প্রসাদে মাত্র সভে দেখিবেক॥
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিবে অনুভব॥
ভোজন করহ তুমি আমার বিদায়।
আরবার আসিবাঙ ভোজন বেলায়॥
চক্ষু মেলি চাহি দেখি এই বিশ্বম্ভর।
দেখিতে দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর॥
কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোন রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে॥"

চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়-

এইরূপ স্বপ্নদর্শনের পর একদিন গদাধরের সঙ্গে শ্রীগৌর অদ্বৈতের বাটী আসিলেন। অদ্বৈত দুইভুজ আস্ফালন করিয়া হরি হরি বলিতেছিলেন ও প্রেমাবেগে কখন হাসিতে কখন কাঁদিতে ছিলেন। শ্রীগৌর ঐ ভাব দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। অদ্বৈত তখন এই মোর প্রাণনাথ জানিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা ভাবস্থ গৌরচন্দ্রকে বিষ্ণুবোধে পরম ভক্তি-ভরে পূজা করতঃ প্রণাম করিলেন—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

তাঁহার ভাব জানিবার জন্য গদাধর তাহা দেখিয়া জিহ্বা কামড়াইলেন ও হাসিয়া বলিলেন "বালকের প্রতি আপনার ন্যায় প্রবীণের এরূপ আচরণ যুক্তিযুক্ত নয়।" অদ্বৈত উত্তর করিলেন "গদাধর! বালক জানিবা কথোদিনে।" বিশ্বম্ভরের বাহ্যজ্ঞান হইল; তিনি অদ্বৈতের পদধূলি লইলেন ও স্তুতি করিলেন।

সংশয়

অদ্বৈত গৌরকে এইরূপ চিনিয়াও আবার সংশয়ে পড়িলেন, পরীক্ষার ইচ্ছা হইল। তিনি শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন এবং ভাবিলেন যদি গৌর কৃষ্ণের অবতার হন, তাঁহার মনোভাব জানিয়া তাঁহাকে আনিতে পাঠাইবেন। ইহার কিছু পরেই গৌর শ্রীবাসের নিকট প্রকট হইলেন। ভক্ত সঙ্গে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলনও ঘটিল। তিনি অদ্বৈতের মনোভাব

জানিতে পারিয়া রামাঞি পণ্ডিতকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। তখনও অদ্বৈতের ভাবাবেশ ছিল। তখনও যেন পরীক্ষার ভাব আছে।

অদ্বৈত বোলয়ে শুন রামাঞি পণ্ডিত।
মোর প্রভু হেন তবে আমার প্রতীত॥
আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহেরে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি দেয় আমার মাথায়।

চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড ৬ষ্ঠাধ্যায়।

অদ্বৈত সস্ত্রীক নবদ্বীপে আসিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুক্কায়িত রহিলেন; রামাই পণ্ডিতকে বলিলেন তুমি শ্রীগৌরকে বলিও যে অদ্বৈত আসিল না। প্রভু তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি শ্রীবাসের গৃহে ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া কহিলেন—

পরীক্ষা

"নাঢ়া আইসে নাঢ়া আইসে", বলে বার বার।
"নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরান্ দেখিবার॥

* * *

নাহি কহিতেই প্রভু বোলে রামাঞিরে।
মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইলা তোরে॥"
"নাঢ়া আইসে" বলি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
"জানিয়াও নাঢ়া মোরে চালয়ে সদায়॥
এথাই রহিল নন্দনাচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে॥

আন গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে।”

চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

রামাঞি পণ্ডিতের নিকট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া অদ্বৈত মহানন্দে সস্ত্রীক শ্রীবাসের বাটীতে আসিলেন। দূর হইতে তিনি গোরারায়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র তাহাতে অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় শ্রীবৎসকৌস্তুভাদি শোভিত শ্রীমূর্ত্তি দেখিলেন।

জিনিয়া কন্দর্পকোটী লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় বালক সুন্দর কলেবর॥
প্রসন্ন বদন কোটী চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈত্যের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥

শ্রীপ্রকাশ

দুই বাহু কোটী কলসের স্তম্ভ জিনি।
তহিঁ দিয়া অলঙ্কার রত্নের খেঁচনী॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে॥
কোটী মহাসূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত॥
কিবা নখ কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥
কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর॥

চৈতন্য ভাগবত, মধ্য খণ্ড, ৬ অ.

মহাপ্রভুর চারিদিকে কত শত দেবদেবী দিব্যস্তুতি পাঠ করিতেছেন। এই মহাঠাকুরাণ দেখিয়া অদ্বৈত বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু নিজ মুখে প্রকাশ করিলেন :—

"তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥
শুতিয়া আছিনু ক্ষীরসাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে॥
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিকে মোর গণ।
সভার হইল জন্ম তোমার কারণ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হইতে তাহা দেখিবেক সর্ব্বজনে॥

চৈতন্য ভাগবত, মধ্য খণ্ড, ৬ অ.

এই শুনিয়া অদ্বৈত উর্দ্ধবাহু হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—

"আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল কৈলুঁ যত অভিলাষ॥
আজি মোর জন্ম দেহ সফল সকল।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণ যুগল॥
ঘোষে মাত্র চারিবেদ যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেখে॥

মোর কিছু শক্তি নাই তোমার করুণা।
তোমা বই জীব উদ্ধারিবে কোন জনা॥"

বলিতে বলিতে আচার্য্য প্রেমে ভাসিলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে পূজা করিতে আদেশ দিলেন। অদ্বৈত শ্রীচরণ সুবাসিত জলে ধোয়াইয়া গন্ধ পুষ্প তুলসী প্রভৃতি চরণে দিলেন, দীপাদি উপচারে মনের সাধে প্রেম নীরে বুক ভাসাইয়া পূজা, স্তুতি ও প্রণাম করিলেন। চরণ তলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন, অন্তর্য্যামী শ্রীচৈতন্যচন্দ্র অদ্বৈতের মস্তকে চরণ দিলেন।

পূজা

অদ্বৈতের আনন্দ ধরে না। ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে কীর্ত্তন গাহিয়া নৃত্য করিতে বলিলেন। অদ্বৈত আনন্দে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভক্তগণও যোগ দিলেন। নিত্যানন্দে ও অদ্বৈতে প্রেমের কলহ ঘটিল। শ্রীচৈতন্য আপনার গলার মালা অদ্বৈতকে দিয়া 'বর' মাগিতে বলিলেন। অদ্বৈত বলিলেন সাক্ষাতে যখন শ্রীভগবান দেখিলাম তখন আর কি বর চাহিব? প্রভু আবার নিজ অবতারত্ব নিজে জ্ঞাপন করিলেন। অদ্বৈত বর মাগিলেন, 'সকলে যেন চৈতন্য গুণ গাহিয়া প্রেমোন্মত্ত হন।' প্রভু তাহা স্বীকার করিলেন।

দাসঠাকুর ভক্তপ্রধানের নিকট শ্রীগৌরের প্রকাশ এইরূপ বলিয়াছেন। দেখা যাউক শ্রীবাস স্বীয় অদ্বৈতের নিকট কিরূপ প্রকাশ হইলেন। ভারামার স্বপ্নকথা শুনিয়া

মোক্ষদানন্দ ভাবিলেন 'শ্রীবাম কি সাক্ষাৎ শ্রীবাম ?' বামের মোহিনী মায়াতে আবার ভুলিয়া গেলেন। বাম যে তাঁহার শিষ্য স্থানীয়, সে কি বামাবতার হইতে পারে ? এইরূপ ভাব আসিল। তবে সে তারার প্রিয় সন্তান, তাই তারা তার অন্নের জন্য স্বপ্ন দিয়াছেন, এইরূপ মনে করিলেন। আমার প্রভু ধৃতমুগ্ধভাব। তাই মোক্ষদানন্দেরই নিকট গূঢ় প্রকাশের জন্য অদ্ভুত খেলা খেলিলেন। আনুমানিক সন ১২৭৩ সালে একদিন প্রাতে চন্দ্রচূড়ের মন্দিরে মোক্ষদানন্দ পুষ্পাদি দিয়া পূজাকরতঃ ধ্যান করিতেছেন। বাম মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং মৃদুস্বরে কহিলেন "কর্ত্তা বাবা ! একটু গাঁজা দিবেন না ?" মোক্ষদানন্দ উত্তর দিলেন না। দুই তিন বার বাম তাঁহাকে ঐরূপ বলিলেন। মোক্ষদানন্দের বিরক্তি বোধ হইল। তিনি ধ্যান করিতে পারিতেছেন না ; সুতরাং বামকে তিরস্কার করিলেন "মূর্খ ! এই কি গাঁজা চাহিবার সময় ? কেবল গাঁজা ও মদ,—আর কিছু চিন্তা নাই ?' বাম নীরবে মন্দির দ্বার হইতে সরিয়া মন্দিরের অলিন্দে বসিলেন। মোক্ষদানন্দও চক্ষু বুজিয়া ধ্যানের চেষ্টা পাইলেন। ক্ষণেক পরেই তাঁহার বোধ হইল যেন কেহ তাঁহার জিহ্বা ভিতরে টানিতেছেন, যেন তাঁহার শ্বাস রোধ হইতেছে। প্রাণ যায়-যায়। মনে মনে চন্দ্রচূড়কে ডাকিতেছেন 'বাবা ! রক্ষা কর !' তাঁহার মানস নয়নে শিব-লিঙ্গের উপর রজত-গিরিনিভ ত্রিশূলধারী, ফণিভূষণ মূর্ত্তি

আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—'অপরাধ করিয়াছ। তার ফল পাওয়া চাই।' মোক্ষদানন্দ মনে মনে উত্তর দিতেছেন 'কই বাবা! কি অপরাধ করিলাম?' চন্দ্রচূড় প্রত্যুত্তর করিলেন 'এই যে আমাকে ভর্ৎসনা করিলে।' মোক্ষদানন্দ অপরাধ মার্জ্জনার জন্য নীরবে বামকে জানাইলেন। জিহ্বা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া গেল, শ্বাসবোধের অনুভব দূর হইল। তিনি আর ধ্যানে বসিলেন না। আসন হইতে উঠিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। দেখেন বাম বসিয়া আছেন। বামকে বলিলেন—"আয় বাম! গাঁজা দেই।" গাঁজা আনাইয়া নিজে সাজিয়া বামকে খাওয়াইলেন ও বলিলেন "বাম! তোকে এতদিন চিনিতে পারি নাই। সংশয় হইয়াছিল; এখন সংশয় গেল। তুই এ পীঠের ভৈরব।" বাম বিনয় মুগ্ধ। তিনি ও কথায় কোন উত্তব না দিয়া কেবল বলিলেন—"কর্ত্তা বাবা! বড় ভাল লোক, গাঁজা দিলেন। কি দিব্য গাঁজা। কেমন সুন্দর বাবাব ভোগ হইল।' মোক্ষদানন্দ তখন বামের প্রতি ভক্তিভাবে গদগদ। তাঁহার ইচ্ছা বামকে বাহ্যপূজা ও স্তুতি করেন। কিন্তু বামের তাহা অভিপ্রেত নহে। বাম সংসারত্যাগী হইলেও সমাজের মর্য্যাদা রক্ষক। উপগুরুর অর্চ্চনা লইলেন না।

ইঙ্গিত

৭। শাল্মলী দহন

কণ্টকাকীর্ণ সংসারপ্রতীকং শাল্মলীং দহন্।
তন্ত্রোক্তিং পালয়ামাস সিদ্ধোবামঃ কলৌ নরঃ।

কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলী বৃক্ষই কণ্টকাকীর্ণ অর্থাৎ দুঃখময় সংসারের প্রতিবিম্ব। তাহা দগ্ধ করতঃ কলিযুগে নববঙ্গী সিদ্ধ বাম তন্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী পালন করিয়াছিলেন।

তারাপীঠের শ্মশানে একটি প্রকাণ্ড বহু প্রাচীন শাল্মলী বৃক্ষ ছিল। প্রবাদ ঐ তরুমূলে বসিষ্ঠদেব তারাসাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তন্ত্রে ঐ শাল্মলীর উল্লেখ আছে। ঐ বৃক্ষ বসিষ্ঠসম্প্রদায়ের প্রিয়। উহার জন্যই ঐ শ্মশানের সিদ্ধস্থান 'সিমুল তলা' নামে পরিচিত। কালক্রমে ঐ পাদপ শুষ্ক হইয়া যায়। কুমারানন্দ স্বামী উহার শুষ্কতা সম্বন্ধে এই গল্প বলিতেন যে ডাবুকের কৈলাসপতি নিজ শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্রকে লইয়া ঐ শিমুলতলায় জপ আরম্ভ করেন। দুইদিন

শাল্মলীতরু

জপের পর তৃতীয় মহানিশায় একটি শিবা তথায় উপস্থিত হয়। কৈলাসপতি তাহাকে একটু কারণ মন্ত্রপূত করিয়া দেন। কিন্তু শিবাটি তাহা গ্রহণ না করায় কৈলাসপতির জপসিদ্ধি সম্বন্ধে সংশয় হয়। কয়েকদিবস

পরে ধ্যানাবস্থায় অন্ধকারে ঐ স্থানে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ কোন এক জীব লেহন করতঃ পলায়ন করে। তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভয়ানক জ্বর আসে। তিনি তাই অভিশাপ দেন যে সিমুলতলায় যখন তপোবিঘ্নকারী ভূতের উৎপাত হইয়াছে তখন ঐ শিমুলগাছ শুখাইয়া যাইবে। তদবধি তাহাও শুষ্ক হইয়া আসে। আমরা তদন্তে জানিয়াছি যে ঐ সিমুল বিটপী তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে শুষ্ক হইয়াছিল। উহার আয়তন এত বৃহৎ ছিল যে দুইজন লোকও চতুর্হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক উহার মণ্ডল পরিবেষ্টন করিতে পারিত না। উহার কোটরে দুইজন ব্যক্তি লুকায়িত থাকিতে পারিত। উহা শত শত বর্ষ ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান ছিল। তন্ত্রে ঐ তরুর উল্লেখ আছে। তাং সন ১২৭৪ সালে একদিন রাত্রে গঞ্জিকা সেবন করিয়া ঐ বৃক্ষের কোটরে বাম অগ্নি বিসর্জ্জন করেন। তুরিতানন্দরসিকগণ জানেন যে তুরিতানন্দে কত অল্প অগ্নি সংযোগ আবশ্যক এবং তৎসেবনের পর সে অগ্নি একরূপ নির্ব্বাপিত হয়। ইতি পূর্ব্বে কত সাধক ঐ সিমুল তলায় গঞ্জিকা সেবনান্তে উক্ত শাল্মলী কোটরে অগ্নি ঢালিয়াছেন। কোন দিন অগ্নি জ্বলিয়া উঠে নাই। ঐ দিন অগ্নিকাণ্ড ঘটিল। কয়েক ঘণ্টা পরে বৃক্ষের শিরোভাগ হইতে ধূম নির্গত হইতে লাগিল। ঐ দেশে তখন প্যাটের কল হয় নাই। কল থাকিলে দূর হইতে লোক মনে করিত যে পাটকলের উচ্চ চিমনি দিয়া ধূম বাহির হইতেছে। পরদিন

প্রান্তে বহ্নিদেবের লেলিহান জিহ্বা গগনে প্রসারিত হইতেছে। পাণ্ডাদের বসতি সিমুলতলা হইতে অনতিদূরে। মধ্যে জীবৎকুণ্ডও তারার মন্দির বাটী। পাণ্ডা-পল্লীতে ঘরগুলি খড়ে নিৰ্ম্মিত। তাঁহাদের ভয় হইল যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে বায়ু প্রবাহিত হইলে তাঁহাদের গৃহে অগ্নি লাগিবে। তাঁহারা হৈ হৈ করিতে লাগিলেন। অগ্নি নির্ব্বাপিত করা অসম্ভব। অনুসন্ধানে তাঁহারা জানিলেন যে এ ক্ষ্যাপার কাজ। ক্ষ্যাপার উপর তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। এখনও তাঁহারা বামের মহিমা দেখেন নাই। ভগবান ধরা দিলেও অন্ধজীব সহজে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে দুর্য্যোধনের ধারণা হইয়াছিল যে উহা মায়াবীর মায়া। অর্জ্জুন অনুরূপচিত্র দেখিয়া ভক্তিগদগদ।

অগ্নিদাহ

মধ্যে মধ্যে পাণ্ডারা বামের প্রতি অত্যাচার করিতেন। প্রভু করুণাময়, কিছু বলিতেন না। অগ্নিদাহে পাণ্ডারা তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে তিনি ছুটিয়া সরল পুরের মাঠে পলাইলেন। তথায় দাঁড়াইয়া তিনি সিমুল গাছের দিকে চাহিয়া দেখেন যে অগ্নিঝলকের মধ্যে তারামা বিরাজিত।

তারামূর্ত্তি

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্॥

খড়্গকর্ত্রী সমাযুক্ত সব্যেতরভুজদ্বয়াম্।
কপালোৎপলসংযুক্তসব্যপাণিদ্বয়াশ্বিতাম্॥
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্।
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
সাবেশ-স্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্॥

তারামাকে এইরূপে ধ্যান করিবে—তিনি প্রত্যালীঢ়পদা অর্থাৎ তাঁহার বামপদ অগ্রবর্ত্তি ও দক্ষিণপদ পরোবাত্ত। তিনি ঘোরা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, খর্ব্বা ও লম্বোদরী। তাঁহার কটিদেশে ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান; তাঁহার নব যৌবন; তিনি লেলিহানাদি পঞ্চ মুদ্রা সংযুতা; তাঁহার চতুর্ভুজ; জিহ্বা লকলক করিতেছে। তিনি অতিভীষণা হইলেও বরদাত্রী। তাঁহার ঊর্দ্ধ ও অধঃ দক্ষিণ করদ্বয়ে খড়্গ ও কর্ত্তরী এবং ঐরূপ বাম করদ্বয়ে কপাল ও পদ্ম রহিয়াছে। তাঁহার শিরোভাগে সর্পাকারে অক্ষোভ্য ঋষি বিরাজিত এবং একটী পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘ জটা দোদুল্যমান; তাঁহার লোচনত্রয় বাল সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়। তিনি জাজ্বল্যমান চিতার মধ্যে অবস্থিতা। তাঁহার ভীষণ দশন। মুখখানি ভাবাবেশে সহাস্য; স্ত্রীজনোচিত নানালঙ্কারে তিনি ভূষিতা। বামার ঐ ভীমকান্ত রূপ দর্শনে বামের হৃদয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সাগরের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়াছে। চক্ষু দিয়া দর দর ধারা, মুখে গদগদ মা মা রব,—তিনি করতালি দিতেছেন। জীবের মঙ্গলতরে মাকে বলিলেন—"দেখিস মা! যেন কারো ঘরে আগুন লাগাস্‌নি।"

মা কি সে কথা না শুনিয়া থাকিতে পারেন? পরক্ষণেই দক্ষিণদিক হইতে উত্তরদিকে হঠাৎ ঝড়ের এক ঝটকা আসিল এবং সিমুলগাছের জ্বলন্ত উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া সরলপুরের মাঠে ক্ষ্যাপার নিকট পড়িল। অবশিষ্ট অংশ দুই তিন দিন ধরিয়া পুড়িয়াছিল। কাহারো কোন ক্ষতি হয় নাই। ভস্মরাশি সিমূল-মূলে স্তূপাকার হইল মাত্র। এমন কি উহার সন্নিহিত মোক্ষদানন্দেব যোগেন্দ্র ঝোপড়াও পোড়ে নাই।

জীবে দয়া

মোক্ষদানন্দ শাল্মলীদহন তন্ত্রে পডিরাছিলেন যে কলি-কালে বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধ পুরুষ শাল্মলী বৃক্ষ দগ্ধ করিবেন। তিনি পূর্ব্বে চন্দ্রচূড়মন্দিরে বামের বিভূতির আভাস পাইয়া-ছিলেন। শাল্মলী দহনে বুঝিলেন বাম পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিলেন। পরমার্থতঃ বাম আজন্মসিদ্ধ। সংসার শ্ব অর্থাৎ আগামী দিনেও থাকে না। প্রতিপলে পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই অনিত্যতা প্রযুক্ত সংসারকে উপনিষদাদিতে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলা হইয়াছে।

শাল্মলী তত্ত্ব

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখঃ এষোঽশ্বত্থোঽসনাতনঃ।

কঠোপনিষৎ ৬।১

এই অনিত্য অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধদিকে ও শাখা নিম্নমুখে প্রসারিত। সংসার দুঃখ-বহুল। তজ্জন্য শাক্ততন্ত্রমতে কণ্টকা-কীর্ণ শাল্মলী ইহার উপমান। বাম ঐ কণ্টকময় সংসার হইতে মুক্ত। ইহা খ্যাপনের জন্যই তন্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী সপ্রমাণ করিলেন।

৮। মাতৃভক্তি

পিতুরপ্যধিকা মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী।
ইতি রামঃ সহায়োঽভূন্মাতুরন্ত্যেষ্টিকর্ম্মণি ॥

মাতৃদেবী পিতৃদেব অপেক্ষাও অধিকতর মাননীয়া এবং স্বর্গ অপেক্ষাও গৌরবান্বিতা, এই কারণে সন্ন্যাসী হইয়াও রাম মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সহায় হইয়াছিলেন। মাতৃ-হৃদয়ে সন্তান-স্নেহের ন্যায় সন্তান-হৃদয়ে মাতার প্রতি ভক্তি জীবের ধর্ম্ম। কি পশু কি পক্ষী কি কীট কি পতঙ্গ কি মনুষ্য সকলেই অন্ততঃ শৈশবে মাতৃভক্ত। মনুষ্য শ্রেষ্ঠ জীব; তাঁহার বিচার বুদ্ধি অন্য জীবাপেক্ষা অধিক। যখন জ্ঞানের বিকাশে তিনি ভাবেন যে জননী হইতেই জগৎ দেখিয়াছেন, জননীর অকৃত্রিম স্নেহ না পাইলে বাঁচিতে পারিতেন না, তখন তাঁর জননীর প্রতি ভক্তি শৈশবান্তেও লোপ পায় না। তিনি তখন গাহিয়া থাকেনঃ—

পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ পোষণাৎ।
তস্মাদ্ধি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমোগুরুঃ ॥

গর্ভে ধারণ ও লালনপালন হেতু পিতা অপেক্ষা মাতা গরীয়সী। সেই কারণে ত্রিভুবনে মাতৃতুল্য গুরু নাই। জীবনে ও

মরণে মাতার সেবা করিয়া তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন।

মাতৃভক্তি

পাষাণ-দ্রাবণ মাতৃষোড়শীমন্ত্র ঐ ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাস। ঐ ভাব মনুষ্য সমাজের বিশেষত্ব। অসংসারী হইয়াও রাম পরম মাতৃভক্ত; তবে তাঁহার কর্ম্ম ও আমাদের কর্ম্মে প্রভেদ এই যে তিনি কর্ম্মে আসক্ত নন।

সক্তাঃকর্ম্মাণ্যবিদ্বাং যো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ গীতা ৩।২৪

হে ভরতকুলোদ্ভব! অজ্ঞানীরা আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন, জ্ঞানীরা লোকশিক্ষার জন্য অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন।

মাতাকে কাঁদাইয়া রামের সংসার ত্যাগ মাতৃভক্তির পরিপন্থী নহে। আবহমানকাল সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মুক্ত পুরুষগণ ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সংসার ধর্ম্ম অবস্থানুযায়ী। যাহা একসময়ে এক অবস্থায় বিধেয় তাহা অন্য অবস্থায় অন্য সময়ে বিধেয় নহে।

পিতার মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র আনুমানিক অষ্টম বর্ষীয় বালক। ধনীর পুত্র ঐ বয়সে দুগ্ধপোষ্য শিশু। দরিদ্রের পুত্র রাম তৎপূর্ব্বে পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত গান গাহিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। পিতার দেহান্তে মাতুলালয় হইতে ফিরিয়া রাম সংসারের চাষবাস দেখিতে বাধ্য হন, কারণ রাম তদ্বিষয়ে অপটু ছিলেন। মাতা রাজকুমারী অতি কর্ম্মিষ্ঠা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি ধান সিদ্ধ করিতেন, মুড়ি ভাজিতেন, পৈতা তুলিতেন, পাক

করিতেন। কিসে সংসার চলে তদ্বিষয়ে জাগরূক ছিলেন। তাঁহার গৃহস্থালীতে সংসার একরূপ ক্লেশে চলিত। রামকেও ঐ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। তিনি বিদ্যাভ্যাসের সময় পান নাই। রামের গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই রামচন্দ্র কর্ম্মান্বেষণে রামপুরহাটে আসিলেন। রামপুরহাট বর্দ্ধিষ্ণু নগর। এখানে ই. আই. রেলের অনেক কর্ম্মচারী আছে। তখন ঐখানে District Engineer Office এর বড়বাবু দীনবন্ধু। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা না পাইলেও ইংরাজী মন্দ জানিতেন না। তিনি বিদ্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, উন্নতমনা ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের পক্ষে দীনবন্ধু হইলেন। নিজ বাসায় স্থান দিয়া রামকে ইংরাজী শিখান। রামপুরহাটে ব্রজনাথ সাহার সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ব্রজনাথের সাহা কোম্পানি নামক একখানি মনিহারির দোকান থাকে। রেলওয়ের সাহেবরা ঐ দোকানের খরিদদার। সাহেবদের সহিত কথাবার্ত্তা শিখিবার জন্য দীনবাবু রামকে ঐ দোকানে ভর্ত্তি করিয়া দেন। রাম মনোযোগের সহিত কাজ শিখেন। ব্রজবাবু তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন,

সহোদর বৃত্তান্ত

খাইতে দিতেন এবং আং ১২৮৪ সালে তাঁহার ৩৲ টাকা বেতন ধার্য্য করেন। ঐ ৩৲ টাকা রাম মাকেই দিতেন।

রাম নিজগুণে অচিরে ব্রজবাবুর প্রিয়পাত্র হন। শীঘ্রই তিনি দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী হইলেন এবং বেতন-বৃদ্ধি

হইল। ব্রজনাথ রামকে নিজ পুত্রের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ব্রজনাথের পুত্র বটকৃষ্ণ রামকে দাদা বলিতেন। রামও তাঁহাকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় দেখিতেন।

সম্পৎ সম্পদমনুবধ্নাতি।

জলেই জল বাঁধে। রাম ঐই সময় মাতুলেব বিষয় মোকদ্দমা করিয়া উদ্ধার করেন এবং মাতুলানীর সহিত মীমাংসাসূত্রে পান। তাঁহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইল। কয়েক বিঘা জমি খরিদ কবেন, বাটী ঘরও বাড়ান, সংসাবেব অনটনও ঘোচে।

আং ১২৮৭ সালে রাজকুমারীর কঠিন পীড়া হইলে রাম তাঁহাকে রামপুরহাট ব্রজবাবুর বাটীতে আনেন। ব্রজবাবু চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। রাজকুমারীর নিকট বটকৃষ্ণ বামের বাল্যলীলার কাহিনী শুনিতেন। বটকৃষ্ণের মুখে আমরা অনেক সংবাদ পাইয়াছি। রাজকুমারী আবোগ্যলাভ করিয়া স্বগৃহে ফিরেন।

আং ১২৯০ সালে স্বামীগৃহে রাজকুমারীর দেহাবসান হয়। রাম উপস্থিত ছিলেন এবং জননীর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা সাধ্যমত করিয়াছিলেন। ঐ দেশে তারাপীঠের পুণ্য শ্মশানে সকলেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রার্থী। মাতার দেহ ঐ পবিত্র ক্ষেত্রে দাহের জন্য রামচন্দ্র আনিতে ব্যস্ত হইলেন। তখন বর্ষাকাল, বিশেষতঃ ঐদিন বড় ঝড়বৃষ্টি। আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে

মাতৃমৃত্যু

রাম শব লইয়া কবিচন্দ্রপুরে আসিলেন। দ্বারকায় বান পড়িয়াছে। পারের জন্য জোড়া ডোঙ্গা ঘাটে আছে; কিন্তু নাবিক নাই। তাঁহারা নাবিক অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। এদিকে তখন বাম তারামন্দির বাটির বিরামখানায় বসিয়া আছেন। তাহা পথ হইতে একতলা ও শ্মশানতল হইতে দোতলার সমান উচ্চ। তথা হইতে শ্মশান, নদী ও তৎপরপারে কবিচন্দ্রপুর প্রভৃতি বহুদূর দেশ দেখা যায়। স্বগ্রামবাসিদিগকে শবসহ দ্বারকার পশ্চিমপারে দেখিতে পাইয়া বাম ঐ নদীর পূর্ব্বপারে আসিলেন। নদীতে বন্যা, শব লইয়া এপারের আসার সুবিধা নাই। অচিরে সমস্ত ঘটনা বুঝিলেন এবং বালকের ন্যায় "মা মা" রবে কাঁদিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ বলেন বাম সন্তরণে দ্বারকা পার হইয়া মাতার শব পৃষ্ঠে বাঁধিয়া "জয়তারা" ধ্বনিতে নদীর খরস্রোতে পুনরায় ঝাঁপ দিলেন এবং এপারে উঠিলেন। কিন্তু আমরা ঐ শ্মশানকৃত্যের বন্ধুগণের নিকট শুনিয়াছি যে তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পরেই কবিবচন্দ্রপুরের ঘাটে জোড়া ডোঙ্গা পান এবং তাহাতেই শব সহ নদী পার হইয়া তারাপীঠের শ্মশানে উঠেন। বাম চিতার কাষ্ঠাদি সংগ্রহে সহায়তা করেন। চিতা সজ্জিত হইল। রাম বামকে মুখাগ্নি করিতে বলিলে বাম উত্তর দিলেন "ভাই, আমি মার কুপুৎ। কিছুই করিবার অধিকার নাই। তুমি যথার্থ বেটা।" বাম সন্ন্যাসী সুতরাং রামই মুখাগ্নি করিলেন।

বাম অন্ত্যেষ্টিকালে উপস্থিত ছিলেন এবং মাতার কল্যাণে "জয় জয় তারা" শব্দে শ্মশান প্রতিধ্বনিত করতঃ করপুটে উৰ্দ্ধমুখে জগদম্বাকে জানাইলেন, "তারামা! আমার গর্ভধারিণীকে কোল দে।" তাঁহার ভাব দর্শনে বান্ধবগণের হৃদয় গলিয়া গেল এবং বোধ হইল "তারা মা যেন তাঁহার জননীকে ক্রোড় দিলেন।"

৯। পূর্ণ প্রকাশ।

নভো ঘনঘটামসীচ্ছবি বিলোক্য বর্ষোন্মুখং
নিমন্ত্রিত সমাগমাকুলগৃহং চ কৃত্যে গুরোঃ
সহোদরং সমাগতসমার্চ্চনহতাশচিন্তাজড়ং
করোধ কৃপয়াচিরং বিবৃতভূতি বর্ষং বিভুঃ।

গগন ঘন মেঘাচ্ছন্ন মসীবর্ণ ও বর্ষোন্মুখ। নিজগৃহে নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইয়াছে। সমাগতগণের আদরার্চ্চনে সহোদরকে হতাশ ও ব্যাকুল দেখিয়া শক্তিমান্ বাম কৃপাপূর্ব্বক বৃষ্টিপাত বহুক্ষণ বন্ধ করিলেন। তাহাতে তাঁহার বিভূতি প্রকাশ পাইল।

শাস্ত্রের বিধান—

শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥

ব্রাহ্মণের দশদিনে, ক্ষত্রিয়ের বারদিনে, বৈশ্যের পনরদিনে এবং শূদ্রের একমাসে অশৌচ যায়। জাতিভেদে অশৌচ তারতম্যের বিশিষ্ট কারণ আছে। আত্মীয়জননে সুখ এবং আত্মীয় বিয়োগে দুঃখ স্বাভাবিক। ঐরূপ পার্থিব সুখ-দুঃখ উভয়ই পারত্রিক সাধনার বিরোধী। ঐ সুখ দুঃখে মনঃ তদাকারিত হইয়া পারত্রিক চিন্তায় অসমর্থ হয়।

অশৌচ ব্যবস্থা

প্রাজ্ঞ মুনিগণ জানিয়াছিলেন যে সকল বর্ণের চিত্তবল সমান নয়। সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ যতদূর অন্তর্মুখী, রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয় ততদূর নহে এবং ক্ষত্রিয় যতদূর অন্তর্মুখী, রজস্তমোময় বৈশ্য ততদূর নয়; তমঃপ্রধান শূদ্র সর্ব্বাপেক্ষা বহির্মুখীন। সুখ দুঃখ রূপ চিত্তের মল কাটিতে গুণ-তারতম্যানুসারে সময়-তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। তাহা না বুঝিয়া কেহ কেহ ঐরূপ ব্যবস্থা ঋষিদের সবর্ণের প্রতি পক্ষপাত মনে করেন। যদি ঋষিরা স্ববর্ণের প্রতি পক্ষপাতী হইতেন তবে ব্রাহ্মণের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অত কঠোর করিতেন না। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের আশ্রমভেদে কত বিধি-নিষেধ। তাহা প্রতিপালন না করিলে কি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত!

কলির ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপবীতমাত্র চিহ্নধারী ও কেবল ষষ্ঠকর্ম্মে অর্থাৎ দানগ্রহণে লোলুপ। ক্ষত্রিয়গণও নাম মাত্র ক্ষত্রিয়, আর্ত্তের ত্রাণ ও প্রজাপালনাদিতে সমর্থ নহে। বৈশ্যগণ বৌদ্ধের ন্যায় বৈদিক কর্ম্মবিহীন। শূদ্র পতিত ও অভিমানী, আপনাকে জগতের গুরু মনে করিয়া ধর্ম্মোপদেশ-দানে উৎসুক। হায় কলি, চতুর্বর্ণের এরূপ গতি করিয়াছ !

বর্ত্তমানে সর্ব্ববর্ণেরই মুখ্যকর্ম্ম পরসেবা ! কিন্তু এ দোষের জন্য মনু যাজ্ঞবল্ক্য দোষী নন। কালের কুটিল গতি, আমরাই দোষী। যদি তাঁদের উপদেশ মত নিজ নিজ চরিত্র শোধন করি আবার আর্য্যসমাজ জগতে মান্যগণ্য হইতে পারে।

যেই ধর্ম্ম যেই জ্ঞান যেই ত্যাগ যেই প্রাণ
এনেছিল এ ভারতে গৌরবের ভার।
সেই ধর্ম্ম সেই জ্ঞান সেই ত্যাগ সেইপ্রাণ
সাধিলে পাইবে সেই গৌরব আবার॥

এক্ষনে দশাহান্তে শ্রাদ্ধ স্থূলদৃষ্টিতেও সূত্রধারী বিপ্রগণের সুবিধাজনক নহে। শ্রাদ্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তি 'অদনীয়স্য তৎস্থানীয় দ্রব্যস্য প্রেতোদ্দেশেন শ্রদ্ধয়া ত্যাগঃ"। অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের ন্যায় শ্রাদ্ধও এক্ষনে শ্রদ্ধাশূন্য, কেবল আত্মাভিমানে লুচিমণ্ডার আয়োজনে পরিণত।

শ্রাদ্ধ

সে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ নাই। তাই অনুকল্প দর্ভ-ময়ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ! প্রেতের পারলৌকিক কৃত্য হউক না হউক নিমন্ত্রিতগণ উদরপূর্ত্তির জন্য ব্যস্ত। কর্ম-

কর্ত্তা এবং পুরোহিত মহাশয় প্রেতের মাঙ্গলিক কর্ম্ম শীঘ্র সারিতে ব্যাকুল। পুরোহিত মহাশয় তালিকা যত বাড়াইতে চান, কর্ম্মকর্ত্তা উহা ততই কমাইতে প্রয়াসী। লুচিমণ্ডার বাজার বড় গরম। ব্রাহ্মণের পক্ষে দশদিনে সংগ্রহ কঠিন। মনুর নিয়ম ব্রাহ্মণের বর্ত্তমানে ভারভূত। রামচন্দ্রকে সে ভার সহিতে হইল। আবার

গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকোজাতঃ,

গোদের উপর বিষ ফোঁড়া জন্মিল !

রামের পিতৃদেব সর্ব্বানন্দ এক কন্যার দুইবার বিবাহ দেওয়ায় গ্রামে কতক লোক তাঁহাকে একঘরে করিতে চান। দলাদলি বাঁধে। ঐ ঘোঁট রাজকুমারীর শ্রাদ্ধে জাগিয়া উঠিল। একদলের কর্ত্তা দুর্গাদাস সরকার; তিনি রামের পৃষ্ঠপোষক। বিরুদ্ধদলের কর্ত্তা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়। কুলীনের সন্তান, বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত, রামপুরহাটের মোক্তার; তাঁহার নিবাস রামপুরহাটের নিকট বড়শালগ্রাম, তিনি ঐ অঞ্চলের সমাজপতি। তাঁহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি। দীনবন্ধু ও ব্রজনাথের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। রাম তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি রামকে অভয় দিলেন। তাঁহার ও দুর্গাদাসাদির চেষ্টায় দলাদলি মিটিয়া গেল। রামকে স্থানীয় ব্রাহ্মণসমাজকে আহ্বান করিতে হইল। রাম জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও সন্ন্যাসী বলিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন না। কিন্তু সহোদরাদির অনুরোধে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন

দলাদলি মীমাংসা

অপরাহ্নে স্বগ্রামে আসিলেন। সন্ন্যাস লইলেও দ্বাদশ বৎসর পরে জন্মভূমি দর্শন বিধেয়। বাটীতে প্রবেশ করিলেন না।

স্বগৃহে

বাহিরে আসন পাতিলেন। ঐ দিবস প্রাতে উঁহাদের আত্মীয় কাটোয়ার অধীন কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত নারেঙ্গা গ্রাম নিবাসী ব্রহ্মানন্দ আসিয়াছিলেন। বাম তাঁহাকে আদর করিলেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে ৬৫ বৎসর, তিনি উন্নত সাধক। তাঁহার ও অন্যান্য উপস্থিত আত্মীয়গণের মুখে বামের বিভূতিব ব্যাপার যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

গৃহে আসিয়া বামের প্রাচীন স্মৃতি জাগিল। মা মা বলিয়া কাঁদিলেন। দেহাধ্যাস তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইলে আবার গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল জয় তারা ধ্বনি করিতেছেন। মহাপুরুষের লীলা বিচিত্র। তখন বর্ষাকাল, আকাশে ঘনঘটা। শ্রাদ্ধ বাড়ীটী তাদৃশ প্রশস্ত নয়। ভোজের জন্য বাটীর সম্মুখে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার উপর সামিয়ানা টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বৃষ্টি আটক হইবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিপ্রহরে

ঘনঘটা

ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছেন। প্রায় ৫০০ শত ব্রাহ্মণই হইবে। বৃষ্টি পড়ে পড়ে; যদি বেগে বৃষ্টি হয় নিমন্ত্রিতদের জন্য বসিবার স্থান দেওয়া রামের পক্ষে কঠিন। বহুদিনের দলাদলি এই ভোজে মিটিবে! সে ভোজে যদি বাধা পড়ে বিপক্ষেরা টিট্‌কারি দিবে। সকলই

পঙ্গু হয়। মান যায়। রামের হিতৈষিগণ ভাবিয়া আকুল। রামও বড় কাতর।

উপায়ান্তর না পাইয়া রাম ভগবানকে ডাকিতেছেন। কেহ কেহ বলিল "তোমার দাদা এতদিন তারামার সাধনা করিলেন। তাঁহার কি এমন দৈবী শক্তি নাই যে বৃষ্টি বন্ধ করেন?" তাই রাম দাদাকে ধরিলেন—"দাদা! মান যায়, বৃষ্টি বন্ধ কর।" কোন কোন লোক ইহাতে রামকে উপহাসও করিলেন।

বিভূতিতে মন দিলে তাহাতেই মজিয়া থাকিতে হয়, আর উন্নতি হয় না। সেইজন্য যোগশাস্ত্রের বাণী—

তে সমাধেরুপসর্গাঃ ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।

বিভূতি অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি সমাধির বিঘ্নকারক। জাগ্রদবস্থায় তাহারা সিদ্ধি বটে, (পরমার্থতঃ তাহারা সিদ্ধি নহে)। রামের পূর্ণ বিভূতি স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মহাপুরুষেরা আত্মগোপন করিয়া থাকেন; বিভূতি প্রকাশকে তাঁহারা বুজরুকী বলেন। রাম বুজরুকী দেখাইয়া লোককে ভুলাইবার জন্য অবতীর্ণ হন নাই। লুপ্তপ্রায় তারা-বিদ্যা দানে জীবকে উজ্জীবিত করিবার জন্যই আসিয়াছেন। কিন্তু ফুল ফুটিলে যেমন তার সৌরভ ছড়ায়, মৃগমদ জন্মিলে যেমন মৃগের সৌগন্ধ ছুটে, সিদ্ধি আসিলে সেইরূপ মহাপুরুষের বিভূতি কতকটা স্বতঃ প্রকাশ পায়। শ্রীধর স্বামী ভগবানকে অগ্নিস্বরূপ বলিয়াছেন। অগ্নির নিকটবর্ত্তী হইলে

বিভূতি

তাপাদি পাওয়া যায়; সেইরূপ মহাপুরুষের আশ্রয় লইলে তাঁহার প্রভাব জীব অনুভব করে।

রামের কাতরভাবে বামের প্রাণে দয়া উপস্থিত হইল। তিনি মণ্ডলের ঈশানকোণে বসিয়া 'জয়তারা' রবে আকাশের দিকে চাহিলেন। হস্তের ত্রিশূল কর্ম্মস্থলে পুঁতিলেন। তৎক্ষণাৎ ঘুরণি বাতাস উঠিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের স্থানটি মার্জ্জনা করিয়া দিল। অল্প বৃষ্টিও আরম্ভ হইল, কিন্তু মহাপুরুষের ইচ্ছাশক্তির কি মহিমা! রামের বাটীতে ও তৎসন্নিহিত স্থলে বৃষ্টি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল। কেবল ভোজনস্থানে জলসিঞ্চনমাত্র ঘটিল। লোক দেখিয়া অবাক যে অদূরে চতুর্দ্দিকে মুষলধারায় বর্ষণ, গুরুগম্ভীর মেঘগর্জ্জন, ঘন ঘন বিদ্যুদুল্লাস এবং ভীষণ ধ্বনিতে বজ্রপাত হইতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রে একবিন্দু জল নাই। দলে দলে ভোজ সুচারুরূপে হইল। ২।৩ ঘণ্টা পরে কর্ম্মশেষে বাম বলিলেন "ভাই! বরুণদেব আর সময় দিবেন না।" তিনি ত্রিশূল উঠাইলে ঐ স্থানও বৃষ্টিতে ভাসিয়া গেল। উচ্ছিষ্ট পত্রাদি অপসারিত হইল।

বৃষ্টিস্তম্ভন

অবিশ্বাসী জড়বাদী বলিতে পারেন ইহা কাকতালীয় ন্যায়। কিন্তু যাঁহারা মহাপুরুষের শক্তির প্রভাবে পড়িয়াছেন তাঁহারা কতক বুঝিয়াছেন সে শক্তির কি মহিমা। বৃষ্টিস্তম্ভন মহাপুরুষের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। বাম এই লীলা আর একবার চম্পানগরের মহাশয় তারকনাথ ঘোষের ভোজে পরে দেখা-

ইয়াছিলেন। তাঁহার প্রসাদে তাঁহার চরণাশ্রিত কেহ কেহ এ বিভূতি দেখাইতে পারেন।

শ্রাদ্ধের পরই বাম তারাপীঠে চলিয়া আসিলেন। বৃষ্টি-রোধ বার্ত্তা শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই বলিল "বাম সিদ্ধ হইয়াছে!" বাম যে সিদ্ধ সেই সিদ্ধ। জীবত্রাণ জন্যই প্রভু কিঞ্চিৎ প্রকট হইলেন।

১০। প্রেত প্রদর্শন

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পঞ্চদশবর্ষ যুধিষ্ঠিরাদির সেবায় বশী-ভূত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুর প্রাসাদে কালযাপন করেন। মধ্যে মধ্যে ভীমের বাক্যবাণে ও জরাক্রমণে পরিশেষে তাঁহার বৈরাগ্য উদিত হইল। যুধিষ্ঠিরের নিকট বাণপ্রস্থ অবলম্বনের প্রস্তাব করিলেন। জ্যেষ্ঠতাতের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অগত্যা ধর্ম-রাজ সম্মতি দিলেন। প্রজ্ঞাচক্ষুঃ বৃদ্ধরাজা পুত্রা-দির শ্রাদ্ধাদি করতঃ পৌরজানপদগণের নিকট বিদায় লইয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বিদুর ও সঞ্জয় সহ গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিলেন। সতী গান্ধারী পতির অনুগামিনী হইলেন। কুন্তিও পুত্রগণের মায়া

ধৃতরাষ্ট্রাদির বাণপ্রস্থ

কাটাইয়া ভ্রাতৃশ্বশুরের সেবার জন্য গান্ধারীর সঙ্গ লইলেন। তাঁহারা প্রথমে কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাতীরে তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং আরণ্যক দীক্ষা লইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৃন্দ ও কুরুনারীসহ গুরুগণকে শীঘ্রই দেখিতে যান। মাসাবধি কাল আনন্দে কাটিতেছে। হঠাৎ ব্যাসদেব তথায় আসিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বর দিতে প্রস্তুত। মনীষী কুরুরাজ ও গান্ধারী তখনও পুত্রশোকে জর্জর-হৃদয়। পুত্রদর্শনই তাঁহাদের অভীষ্ট। কুন্তীও কর্ণকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ব্যাসদেব সকলকে

ব্যাসদেব

সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন। "অদ্য আমার তপোবল সকলে দেখ। তোমাদিগের সহিত মৃত কুরুবীর-গণের সম্মিলন এই রাত্রেই ঘটাইব।" তাপসমণ্ডলী ও পাণ্ডবাদি সহ রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র সায়াহ্নে গঙ্গাতীরে সন্ধ্যো-পাসনান্তে স্বজন দর্শন প্রতীক্ষায় বসিলেন। মহর্ষিও সায়ং-কৃত্য সারিয়া গঙ্গাজলে অবগাহন করতঃ কুরুক্ষেত্রে পতিত বীরবর্গকে আবাহন করিলেন। জলমধ্যে তুমুল নাদ উত্থিত হইল। ভীষ্মদ্রোণ প্রভৃতি কুরুপাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ যোদ্ধৃ-

মৃতবীরা-বাহন

বেশে দেখা দিলেন। তাঁহাদের গলে দিব্য মাল্য ও কর্ণে ভাস্বর কুণ্ডল। তাঁহাদের পূর্ব্ব বৈর ও মাৎসর্য্যভাব নাই। ব্যাসপ্রভাবে ধৃত-রাষ্ট্রের দিব্য চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত। মৃত পিতামহ, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনকে দেখিতে পাইলেন।

তদদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ সুমহল্লোমহর্ষণম্।
বিস্মিতঃ সজনঃ সর্ব্বোদদর্শানিমিষেক্ষণঃ॥
তদুৎসবমহোদগ্রং হৃষ্টনারীনরাকুল।
আশ্চর্য্যভূতংদদৃশে চিত্রং পটগতং যথা॥

মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্ব্বণি
৩২ অ. ১৯-২০ শ্লোক।

সেই অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় এবং অতীব লোমহর্ষণকর দৃশ্য নির্নিমেষনয়নে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। সেই মহোৎসবে নরনারীগণ হৃষ্ট হইলেন। উহা পটাঙ্কিত আশ্চর্য্য চিত্রের ন্যায় দেখা গেল।

সমস্ত রাত্রি স্বজন সম্মেলনে মহানন্দে অতিবাহিত হইল। নিশান্তে মহর্ষি আগন্তুকগণকে স্ব স্ব লোকে বিসর্জ্জন দিলেন। যে যে নারী পতিসঙ্গ কামনা করিলেন তাঁহারা গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পতি-সহ স্বর্গে মিলিতা হইলেন। বৈশম্পায়নের মুখে জন্মেজয় এই ব্যাপার শুনিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—যে কুরুবীরগণের দেহপাতের পরও কি প্রকারে পূর্ব্বরূপ ধরিয়া তাঁহারা আসিলেন। বৈশম্পায়ন উত্তর দিলেন :—

সম্মেলন

অবিপ্রণাশঃ সর্ব্বেষাং কর্ম্মণামিতি নিশ্চয়ঃ।
কর্ম্মজানি শরীরাণি তথৈবাকৃতয়ো নৃপ॥
মহাভূতানি নিত্যানি ভূতাধিপতি সংশ্রয়াৎ।
তেষাঞ্চ নিত্যসম্বন্ধো ন বিনাশঃ বিযুজ্যতাম্॥

অনায়াসকৃতং কর্ম্ম সত্যশ্রেষ্ঠঃ ফলাগমঃ।
আত্মাচৈভিঃ সমাযুক্তঃ সুখদুঃখমুপাশ্নুতে ॥
অবিনাশ্যস্তথা যুক্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি নিশ্চয়ঃ।
ভূতানামাত্মকো ভাবো যথাসৌ ন বিযুজ্যতে ॥
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম তাবদস্য স্বরূপতা।
ক্ষীণকর্মা নরোলোকে রূপান্যত্বং নিযচ্ছতি ॥
নানাভাবাস্তথৈকত্বং শরীরং প্রাপ্য সংহতাঃ।
ভবন্তি তে তথা নিত্যা পৃথক্‌ভাবং বিজানতাম্ ॥
অশ্বমেধশ্রুতিশ্চেয়মশ্ব সংজ্ঞপনং প্রতি।
লোকান্তরগতা নিত্যং প্রাণা নিত্যং শরীরিণাম্ ॥

মহাভারতে আশ্রমবাসিকে ৩৪।৪।১০

এই শ্লোক সমূহে জন্মমৃত্যু রহস্য উট্টঙ্কিত। সুতরাং ভাষা সরল হইলেও ভাব অতি দূরূহ। কালীসিংহের অনূদিত মহাভারতে অনুবাদ যথা—

বঙ্গানুবাদ

"ভোগ ব্যতীত কখনই কর্মসমুদয়ের বিনাশ হয় না! কর্মপ্রভাবেই লোকের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শরীর যে সমুদয় মহাভূত দ্বারা নির্মিত হয়, তৎসমুদয়ে পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকে বলিয়া দেহ নাশ হইলেও, তাহাদের নাশ হয় না। লোকে পূর্ব্বতন অদৃষ্ট-প্রভাবে কর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে নিশ্চয়ই যথাকালে উহার ফল উৎপন্ন হয়। আত্মা সেই কর্ম ও মহাভূত সমুদয়ে লিপ্ত হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। আত্মার

নাশ নাই এবং উনি মহাভূত সমুদয়কে কখনও পরিত্যাগ করেন না। লোকের যে পর্য্যন্ত কর্মক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে পূর্ব্বতনরূপ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়; কর্মক্ষয় হইলে তাহার রূপের অন্যথা হইয়া থাকে। লোকে পরলোকে আত্মকৃত কর্মের ফল ভোগ করিয়া পুনরায় যখন ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তৎকালে উহার রূপের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু যখন তাহার সেই শরীর পূর্ব্বতম শরীরের মহাভূত সমুদয় দ্বারা নির্মিত হয়, তখন ঐ শরীর যে পূর্ব্বতন শরীর, তাহার আব সন্দেহ নাই। অশ্বমেধযজ্ঞে অশ্বচ্ছেদন সময়ে এই শ্রুত্যনুযায়ী বাক্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, যে জন্তুগণ্ লোকান্তরে গমন করিলেও, উহাদের প্রাণ ও শরীর উহাদিগকে পরিত্যাগ করে না।"

নীলকণ্ঠের টীকা মূল অপেক্ষা জটিল। তিনি জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বাধ্যায়ে এইরূপ দিয়াছেন :—

নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা

ব্রাহ্মলৌকিকাএব সত্যাভীষ্মাদয়োঽনৃতৈর্জন্মাদিভির্ভাববিকারৈরাবির্ভূয় তিরোভূতাঃ সন্তোমহর্ষি-বিদ্যয়া-বির্ভূয় স্ত্র্যাদিভিশ্চ যাথাত্ম্যেন গৃহীতাঃ সন্তস্তাভিঃরেমিবে ইতিযুক্তমুৎপশ্যামঃ।

ব্রহ্মলোকে যে সত্য ভীষ্মাদি আছেন তাঁহারাই অবিদ্যাবশতঃ মিথ্যাজন্মাভিনিবেশযুক্ত হইয়া ইহলোকে আবির্ভূত এবং পরে তিরোভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই মহর্ষির তপোবলে পুনরায় আবির্ভূত হইলেন এবং যথার্থ ভীষ্মাদি-

রূপে স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিগণিত হইয়া সেই নিশি বিহার করিয়াছিলেন।

এই মতে যত জীব যে যে রূপে মর্ত্ত্যধামে আসিতেছে সকলেরই মূল দেহ ব্রহ্মলোকে আছে। ঐরূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র। এই বাদ নীলকণ্ঠ স্বীয় বেদান্ত-কতক নামক গ্রন্থে দেহরধিকরণে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ বাদ সমীচীন বোধ হয় না। কারণ জীব-শরীর চর্মচক্ষু-গোচর বিশিষ্টাকৃতি, তাহা লিঙ্গশরীরের ন্যায় নিরাকার নহে। ঐ বিশিষ্টাকৃতি মোক্ষপর্য্যন্ত থাকিলে জীবাত্মার পক্ষে কর্ম-বশতঃ অন্যবিধ আকার ধারণ সম্ভব নহে অথচ দেহীর দেহের ও আকারের পরিবর্ত্তন পুনঃপুনঃ হয় ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। বৈশম্পায়ণের উক্তি গুরু কৃপায় আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি। ভোগ বিনা কর্মের ক্ষয় নাই। কর্ম কর্মের প্রভব। সুতরাং কর্মের সম্যক বিনাশ সাধারণতঃ নাই। দেহীর দেহ কর্মজ, মহাভুতের সঙ্ঘাতেই দেহ। মহাভূত স্রষ্টার ইচ্ছা-সম্ভুত হইলেও সেই ইচ্ছা কত পূর্ব্বে হইয়াছে জানা না থাকায় তাহা একরূপ অনাদি এবং ঐ মহাভূত মহাপ্রলয়ে নাশপ্রাপ্ত হইলেও সেই মহা-প্রলয় অতি সুদূর বলিয়া মহাভূতগণকে একরূপ নিত্য বলা যাইতে পারে। মহাভূত সকল অনাদিকাল হইতে সম্মিলিত ভাবে আছে। ইহাই তাহাদের নিত্য সম্বন্ধ, যখনই তাহারা বিযুক্ত হয় তাহাদের বিয়োগ মাত্র ঘটে কিন্তু নাশ হয় না।

শ্রীগুরু কৃপায় সমাধান

ঐ মহাভূতাদির সহিত যুক্ত হইয়া আত্মা সুখ দুঃখ অনুভব করেন অর্থাৎ আত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইলেও পরমাত্মা-সৃষ্ট মহাভূতাদির সহিত আত্মীয়তারূপ মিথ্যা-জ্ঞানবশতঃ সুখী· দুঃখী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করেন। উক্তরূপ মহাভূত-সম্বন্ধ আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও আত্মা স্বরূপতঃ অবিনাশী। আত্মার সহিত মহাভূতের সংযোগ অর্থাৎ আত্মভাব প্রকৃতির ধর্ম। কর্ম দ্বিবিধ,—আয়াসকৃত বা সঙ্কল্প-মূলক এবং অনায়াসকৃত বা সহজ। প্রথমোক্ত কর্মই শরীরারম্ভক, আত্মার বন্ধন-স্বরূপ। দ্বিতীয়বিধ কর্ম নিবৃত্তি-মূলক বলিয়া শ্রেষ্ঠ ফলদায়ক অর্থাৎ মোক্ষদ। যে কর্ম-পুঞ্জবশতঃ যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে সেই কর্মপুঞ্জ ক্ষয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই দেহের আকার থাকিবে। অর্থাৎ যে কর্ম-বশতঃ আমি মর্ত্ত্যলোকে যে বিশিষ্ট দেহ লইয়া আসিয়াছি, এই দেহের স্থূল-ভূতসঙ্ঘাত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইলেও ভূতের সূক্ষ্মাংশ বিনষ্ট হয় না, সুতরাং দেহান্তেও জীবের সেই আতিবাহকদেহ থাকে। নরক ভোগ জন্য নারকীয় শরীর ও স্বর্গভোগ জন্য দিব্য দেহ ধারণ করিলেও পূর্ব্ব দেহানুরূপ আকৃতি থাকিয়া যায়। স্বর্গ নরক ভোগাদিতে ভূত-সূক্ষ্মাংশ-ক্ষয়ে আত্মা জনলোকে লিঙ্গ-শরীর মাত্র লইয়া উপস্থিত হন। তাহাই পিতৃ-লোক। লিঙ্গশরীর সাধ্যে পঞ্চতন্মাত্রা দশেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার সমাহার সুতরাং তাহাতে বিশিষ্টা মূর্ত্তি নাই। পিতৃলোক হইতে বাসনানুসারে সংসারে নূতন দেহ ধরিয়া জীব মর্ত্ত্যে আসেন।

তখন পূর্ব্বদেহের সমস্ত ভূতজাত ক্ষয় হওয়ায় পূর্ব্বাকার থাকে না। ভীষ্মাদির স্বর্গবাস কালে ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে তপোবলে আবাহন করেন। তখন তাঁহাদের জ্যোতির্ম্ময় ভীষ্মদেহাকার বর্ত্তমান থাকায় এবং মহর্ষির প্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রাদির দিব্যচক্ষুঃ হওয়ায় ঐ জ্যোতির্ম্ময়াকার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। বামদেবেরও তপোবল ব্যাসদেবের ন্যায় ছিল। শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গদিবসে অপরাহ্ণে বাম পিতৃগৃহ হইতে আসন তুলিলেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে ভালবাসেন। তাঁহার আধার উত্তম। তাঁহার পরলোকাস্তিত্ববুদ্ধি দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বলিলেন, "কর্ত্তামার শ্রাদ্ধ দেখিলে, কর্ত্তামার আকৃতি দেখিবে।" ব্রহ্মানন্দের লোভ উপজিল; তিনি বামের সঙ্গে চলিলেন। সন্ধ্যার পর উভয়ে তারাপীঠের শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। যে ঝিলে রাজকুমারীর শবদাহ হইয়াছিল সেই ঝিলের পার্শ্বে বাম বসিলেন, ব্রহ্মানন্দকেও বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মানন্দ বিস্মিতনয়নে দেখিলেন যেন ঐ ঝিলে চিতা প্রজ্বলিত হইল এবং চিতার মধ্যে রাজকুমারী শয়ানা।

মাতৃমূর্ত্তি প্রদর্শন

কিয়ৎক্ষণ পরে অন্যলোক তথায় আসিলে ঐ দৃশ্য অপসৃত হইল। অবিশ্বাসী জড়বাদী বলিতে পারেন ইহা ইন্দ্রজাল মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ইহাকে সেভাবে লন নাই। রাজকুমারী যে কর্ম্মসূত্রে রাজকুমারী-দেহ ধরিয়াছিলেন এই দেহপাতেও ঐ

কর্মক্ষয় না হওয়ায় ঐ দেহের জ্যোতির্ময়াকার তখনও ছিল। সেই আকার লইয়া তিনি বামের আহ্বানে ঐ চিতামধ্যে উপস্থিত হইলেন। বাম ব্রহ্মানন্দকে ক্ষণিক জ্ঞানচক্ষু দেওয়ায় তিনি ক্ষণিক দেখিলেন।

১৯। ত্যাগাবতার

কৌমারসন্ন্যাসনিরস্তভোগং ঘোরশ্মশানালয়মাশুতোষম্।
ত্যাগাবতারং কুলনাথনাথং বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ॥

যিনি কৌমারেই সন্ন্যাস লইয়া জীবের পক্ষে দুষ্পরিহার্য্য ভোগ অনায়াসে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ভীষণ শ্মশানকে গৃহ করিয়াছেন, যিনি অল্পেই সন্তুষ্ট, যিনি ত্যাগের অবতার, যি'ন কুলনাথগণেরও নাথ সেই বাম নামক পুরুষকে প্রণাম করি। জীব সুখভোগের জন্য লালায়িত। ভোগের জন্যই জীবের জন্মগ্রহণ। ভোগসুখ ক্ষণিক, ভোগ নানা ক্লেশের নিদান, ত্যাগেই শান্তি।

ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ গীতা

মনুজস্স পমত্তচারিণো তন্হা বড্ঢতিমালুবা বিঅ।
সো পলবতী হুরাহুরং ফলমিচ্ছনৃব বনস্মিন্ বানরো॥
ধম্মপদে তন্হাবগ্গে।

প্রমত্ত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরহিত মনুষ্যের তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগ-কামনা মালুবা লতার ন্যায় বর্দ্ধিত হয়। ফলাভিলাষী বানর যেমন বনে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিয়া গতিবিধি করে, অজ্ঞানী মনুষ্যও তেমনি ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করে। ত্যাগের জন্য চিত্ত-সংযম আবশ্যক। কেবল বাহ্যতঃ ত্যাগ ত্যাগই নহে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ সউচ্যতে॥ গীতা ৩।৬

যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়াও ভোগ্য বিষয় সতত স্মরণ করিতে থাকেন তিনি মূঢ় ও কপট। ভোগ শক্তি বিদ্যমান, ভোগ কামনাও প্রবল। কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি ভোগ করিতেছি না। কিন্তু সততই ভোগ্যবস্তু ভাবিতেছি। ইহা যথার্থ ত্যাগ নহে প্রত্যুত মানস ভোগ। বাহিরে লোককে দেখাইতেছি ত্যাগী, সুতরাং ইহা কপটা-চার। তদপেক্ষা বরং চিত্ত হইতে ভোগ বাসনা অপসৃত করিয়া বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ ভাল। কারণ তাহাতে ভোগের মূল ছিন্ন ও শাখাপ্রশাখা শীঘ্রই শুষ্ক হইবে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ গীতা ২।৬৪

যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত এবং বিষয়ে অনুরাগ নাই, তিনি যদি সংস্কারবশতঃ বাহ্যতঃ ভোগ করেন ঐরূপ জিতেন্দ্রিয় পুরুষের বাহ্য ভোগও শীঘ্র বিদূরিত হইয়া শান্তির উদয় হয়।

পূর্ণত্যাগের চিত্র যথা :—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

গীতা ২।৫৪

হে পার্থ! যখন জীব বিষয় ভোগ কামনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতঃ আত্মতুষ্টি লাভ করেন তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। পূর্ণ-ত্যাগের উপায়ও গীতা বলিতেছেন—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ গীতা ২।৫৯

অপটু শরীরের বিষয়ভোগ শক্তির অভাবে অপসৃত হয়। কিন্তু ভোগ-রস বা আসক্তি যায় না। সেই পরম রসের নিদানকে দেখিলে ভোগ-রসও নষ্ট হয়। পুরাণ-মতে দেবগণেরও ভোগরস যায় নাই। কেবল হরি ও হর ভোগ-রসেরও অতীত, শিব যোগীরাট্, ত্যাগের বিগ্রহ। তিনি পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী হইলেও নিষ্কাম অতএব শ্মশান তাঁহার আবাস, চিতাভস্মই অঙ্গরাগ, ভুজঙ্গ ভূষণ এবং বৃদ্ধ বৃষমাত্র তাঁহার বাহন। বাহ্যতঃ তাঁহার আচরণ অমঙ্গলময়, পরমার্থতঃ তাঁহার চরিত্র মঙ্গলময়। কবিবর প্রকাশ করিয়াছেন :—

অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে,
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ॥
বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং
ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ॥
তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে
ধ্রুবং চিতাভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথাহি নৃত্যাভিনয় ক্রিয়াচ্যুতং
বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্॥
অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ
প্রভিন্নদিগ্বারণবাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা
বিনিদ্রমন্দাররজোঽরুণাঙ্গুলী॥
বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং
নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ
কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ॥

কুমারসম্ভবে পঞ্চমসর্গে।

মদনভস্মের পর মহাদেব স্বগণসহ হিমালয় হইতে অন্ত-হিত হইলে তাঁহাকে রূপ দ্বারা বশীভূত করা অসম্ভব বুঝিয়া তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় গৌরী পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া গৌরীশৃঙ্গে তপস্যানিরতা হইলেন। গৌরীর উৎকট তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য জটিল ব্রহ্মচারিবেশে দেখা দিলেন। গৌরীর আতিথ্যে যেন প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি আত্মীয়তা দেখাইয়া তাঁহার তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার সখী-মুখে শঙ্করকে পতিরূপে লাভের বাসনা জানিয়া স্তুতিচ্ছলে হরের নিন্দা করিলেন। গৌরী তদুত্তরে বলিলেন—

অনর্থ নিবারণার্থ কিম্বা মঙ্গললাভহেতু লোক মঙ্গলাচরণ করে, জগতের শরণ্য নিষ্কাম হরের পক্ষে ঐরূপ আশাপ্রণোদিত চিত্তবৃত্তির আবশ্যকতা নাই। তিনি অকিঞ্চন হইলেও সর্ব-সম্পদের আধার; তিনি শ্মশানচারী হইলেও ত্রিলোকের নাথ। তিনি ভীষণ হইলেও শিব বলিয়া কথিত। সেই পিনাকপাণির তত্ত্ব কে জানে! তিনি অলঙ্কারেই ভূষিত হউন, কিম্বা সর্পকে ভূষণ করুন, তিনি গজচর্ম্ম কিম্বা উত্তমবস্ত্র পরিধান করুন; তিনি নরকপাল কিম্বা চন্দ্রকে শিরোমণ্ডন করুন, তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, তাঁহার রূপ কেহ চিনিতে পারে না। চিতা-ভস্ম অমঙ্গল্য হইলেও তাঁহার অঙ্গস্পর্শে মঙ্গলময় হয়, সুতরাং নৃত্যকালে তদঙ্গচ্যুত সেই ভস্ম দেবগণও নিজ নিজ মস্তকে ধরিয়া ধন্য হয়। তিনি দরিদ্র হইলেও যখন বৃষে আরোহণ

করিয়া যান তখন ঐরাবতবাহন ইন্দ্রও তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া সেই শ্রীচরণের অঙ্গুলিসমূহকে প্রস্ফুটিতমন্দারকুসুম-রাগে রঞ্জিত করেন।

কবি শিবপুরাণাদি হইতে উক্ত সম্বাদ লইয়াছেন। পুরাণে প্রচ্ছন্ন হরের প্রশ্নে দেবাদিদেবের শ্মশানচর, চিতাভস্ম-ভুজঙ্গ-ভূষণ দিগম্বর করালী কপালী বাতুল মূর্ত্তির রহস্য তপস্বিনী গৌরীর মুখে উদ্‌ঘাটিত।

আব্রহ্মাস্তম্বপর্য্যন্তং ভস্মীভূতং চরাচরম্।
মহাপ্রলয়কালেচ শ্মশানে চরতে হরঃ॥
অশেষজগতাং শেষঃ শেষোঽহিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
শেষকালেধৃতঃ কট্যাং কালাভরণভূষিতঃ॥

* * * * * *

মহাপ্রলয়সম্ভূতং চিতাভস্মচ দৃশ্যতে।
তৎকথং বরমিচ্ছামি সত্যমুক্তং ন সংশয়ঃ॥
বকারং পীযূষং বিদ্যাৎ অতুলোঽসৌ সনাতনঃ।
তস্মাদসৌ বাতুলস্তু মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
যঃ সর্বপাপসঙ্ঘাতং স্মরণাৎ হরতিপ্রভুঃ।
তং হরং পাপমোক্তারং বরমিচ্ছামি ভোদ্বিজ॥

* * * *

কংস্বর্গং পালিতং যস্মাৎপুরা ত্রিপুরদাহনাৎ।
তস্মাৎ শিবঃ কপালীতি মুনিভিঃ স্তূয়তে সদা॥

করৈরলং ভূষিতশ্চ বিবস্বান্ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অষ্টমূর্ত্তিধরত্বেন করালী পরিকল্প্যতে॥
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি তেষাং বেতালকোগণঃ।
ততোঽসৌ প্রোচ্যতে সদ্ভির্ভূতবেতালসম্বৃতঃ॥
পাদৌ যস্য তু পাতালং কটির্ভূর্দ্যৌ শিরস্তথা।
দিশোবাসাংসি যস্যাসন্ দিগ্বাসাস্তেন সম্মৃতঃ!

শিবপুরাণে—

উক্ত শ্লোকসমূহের আশয় যথা ঃ—

মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ হইতে লতাগুল্মাদি স্থাবরজঙ্গম পদার্থ যেন ভস্মীভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড মহাশ্মশানে পরিণত হয়। মহাপ্রলয়ে কেবল শিব বা শান্তশক্তিচৈতন্য মাত্র থাকেন। ইহা শিবের শ্মশানচারিত্ব। নিখিল কার্য্যকূট যে পরম কারণে লীন হয় সেই কারণই শেষ ; তাহা মহাপ্রকৃতি বা অনন্তশক্তি। সহস্রফণ অনন্তনাগ তাহার রূপকমাত্র। শিব ঐ শেষকে কটিদেশে ধারণ করেন অর্থাৎ সেই অনন্ত শক্তিময়ী প্রকৃতি শিবচৈতন্যে তখন নিহিতা। সুতরাং তিনি নাগভূষণ। প্রলয়ের চিতাভস্মই তাঁহার অঙ্গরাগতুল্য। "ব" শব্দে অমৃত বুঝায়। তিনি অমৃত অর্থাৎ নিত্য এবং অতুল অর্থাৎ নিরতিশয় ; অতএব তিনি বাতুল। বাতুল শব্দের অর্থ উন্মত্ত ধরিলেও তিনি তারা প্রেমে উন্মত্ত অর্থাৎ সদানন্দ। সর্ব্বজীবের পাপরাশি হরণ করেন বলিয়া তিনি হর। ত্রিপুর বা অসুরগণের স্বর্ণরৌপ্যলৌহময়পুরত্রয় সত্ত্বরজস্তমোগুণের

উদ্দামলীলা। "ক" শব্দে প্রতিপাদ্য স্বর্গ বা দেবগণের পুরী, উক্ত গুণত্রয়ের শৃঙ্খলাময়ী লীলা। পরমেশ্বরই সেই উদ্দামভাব সংযত করিয়া বিশ্বে নিয়ম স্থাপন করেন। তজ্জন্য তাঁহার নাম কপালী। কপাল শব্দের সাধারণ অর্থ 'মাথার খুলি'। নরদেহের পরিণাম কপাল শ্মশানে গড়াগড়ি যায়। মহাদেব কপালী অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে অবশিষ্ট কারণের ধারক। ক্ষিত্য-প্তেজোমরুদ্ব্যোম—পঞ্চভূত এবং যজমান অর্থাৎ উপাসক জীব এবং সোম অর্থাৎ ঐশ শান্তভাব এবং সূর্য্য অর্থাৎ ঐশ ভীম-ভাব, সমস্তই তাঁহার মূর্ত্তি। অতএব তিনি অষ্টমূর্ত্তি। তন্মধ্যে সূর্য্য যেমন কিরণমালী তিনি সেইরূপ প্রচণ্ড শক্তির আধার। অতএব তিনি করালী। তাঁহারই চৈতন্যে জগদুদ্ভাসিত এবং তাঁহারই শক্তিতে সকলে শক্তিমৎ। মহা-ভূতগণের সমষ্টি বেতালবৎ নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়। মহা-ভূতই শিবের ভূতবেতাল, তাই তিনি ভূত বেতাল পরিবৃত। পাতাল তাঁহার পদস্থানীয়, পৃথিবী তাঁহার কটি এবং স্বর্গ তাঁহার মস্তক। তিনি দিগ্বসন বা নিরাবরণ। তাঁহাকে আবৃত করে এমন পদার্থ নাই। হরগৌরী লীলা তাঁহার নিষ্কাম ভোগ, সুতরাং তাহাও ত্যাগ।

মায়ামনুজ বামও শ্মশানবাসী, উন্মত্ত, দিগ্বসন, চিতাভস্ম-লেপী ও সর্ব্বত্যাগী। তিনি বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গও করেন নাই। তিনি জিতেন্দ্রিয়, জিতকাম, পূর্ণ ত্যাগের লীলা এই অবতারে দেখাইয়াছেন। তিনি কুলনাথনাথ। ইতঃপূর্ব্বে কৌলের

পরিচয়ে বলা হইয়াছে ক্ষিতি হইতে প্রকৃতি তত্ত্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ চরাচর ও এতৎ-কারণকে যিনি শিবশক্তি হইতে অভিন্ন দেখেন তিনিই কৌল। কৌলগণেরও স্তর আছে। নাথ সম্প্রদায়ই কৌলশিরোমণি। কুলনাথগণই গুরু-পঙ্ক্তি। তন্মধ্যে মানবৌঘ, সিদ্ধৌঘ এবং দিব্যৌঘ নামক শ্রেণীত্রয়। মানবৌঘ অর্থাৎ যে সকল মানব তপোবলে কুলনাথ পদ পান; তাঁহাদের নাম :— সুখানন্দনাথ, পরানন্দ নাথ, পারিজাতানন্দ নাথ, কুলেশ্বরানন্দ নাথ এবং বিরূপাক্ষানন্দ নাথ। শেষোক্ত মহাপুরুষ বঙ্গে সুপরিচিত। সিদ্ধর্ষি কুলনাথগণই সিদ্ধৌঘ। যথা—বসিষ্ঠানন্দ নাথ, কূর্ম্মনাথানন্দনাথ, মীননাথানন্দ নাথ, মহেশ্বরানন্দ নাথ, হরিনাথানন্দ নাথ। যে সব পরম কৌল মহাসিদ্ধি বা শিবত্ব প্রাপ্ত তাঁহারা দিব্যৌঘ; যথা—ব্যোমকেশানন্দ নাথ, নীলকণ্ঠানন্দ নাথ ও বৃষধ্বজানন্দ নাথ। নাথ সম্প্রদায়ের মানবৌঘ শৈবতন্ত্রে মন্ত্রেশ্বর পদবাচ্য। সিদ্ধৌঘ ও দিব্যৌঘ অষ্টবিদ্যেশ্বর। ইহারা শিবভাবাপন্ন কিন্তু শিব নহেন। দেবাদিদেব বামই কেবল কুলনাথনাথ।

প্লাবন তরঙ্গ

১। করুণ দণ্ড

বামং তারানিবিষ্টং শিশুমিব সরলং বঞ্চয়ন্ বিত্তমাদা-
দিত্যাক্ষিপ্তোনগেন্দ্রো বিধৃতনিগড়িতো দণ্ডধারে প্রেষিতঃ।
মুক্তো বামপ্রসাদাজ্জনহিতকরণে সোঽর্পয়ংস্তদ্ধনার্দ্ধং
দুঃস্থঃ শান্তিং চ লেভে করুণমৃদুরহো দেবদেবস্যদণ্ডঃ॥

তারানিবিষ্ট শিশুবৎসরল বামকে প্রবঞ্চনা করিয়া তদীয় ধন গ্রহণ করিয়াছে এই অভিযোগে নগেন্দ্র ধৃত হইয়া দণ্ড-ধারের নিকট প্রেরিত হইলে বামের কৃপায় জনহিতকর কার্য্যে গৃহীত বিত্তের অর্দ্ধমাত্র প্রত্যর্পণ করতঃ মুক্ত হন। পরে দুরবস্থায় পড়িয়া শাস্তি পান। দেবাদিদেবের কি করুণামসৃণ দণ্ডবিধান!

দ্বারবঙ্গের মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তদীয় পত্নীর সহিত কনিষ্ঠ সহোদর রামেশ্বরের বিবাদ ঘটে। রামেশ্বরের অধিকার ইংরাজ সরকার স্বীকার করিলেও তদীয় ভ্রাতৃপত্নী ক্ষান্ত হন নাই। আদালতে স্বত্বসাব্যস্তের

জন্য মোকর্দ্দমা করিতে প্রস্তুত হন। রামেশ্বর তান্ত্রিক সাধনা-সিদ্ধিতে আস্থাবান্। বিপৎ হইতে উদ্ধার জন্য স্বয়ং তারাপীঠে সন ১৩১৩ সালে আসিয়া শ্রীবামের শরণাপন্ন হন এবং বসিষ্ঠাসনে বসিয়া নিজে জপও করেন। তজ্জন্য সিমুলতলা পটমণ্ডপে বেষ্টিত হওয়ায় বামের প্রিয়পুত্র ন্যায়পরায়ণ উগ্রস্বভাব তারা ক্ষ্যাপা তাহাতে প্রতিবাদ করেন। মহারাজা শীঘ্র জপ সমাপন পূর্ব্বক শ্রীবামের সেবায় মাসিক ৪০৲ প্রণামী দিবার অঙ্গীকার করতঃ চলিয়া যান। কিন্তু দুই বৎসর যাবৎ কোন টাকা পাঠান নাই।

দ্বারবঙ্গাধিপতির প্রণামী

বীরভূমের দণ্ডধার (magistrate) রমেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তারাপীঠ প্রদর্শন করিতে যান। তারা মার পথের অবস্থা দেখিয়া তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার জন্য গোপালপুর হইতে চিলে নদী পর্য্যন্ত একটী নূতন সরল পথ নির্ম্মাণে তিনি কৃতসঙ্কল্প হন। তখন জেলা বোর্ডের কর্ত্তা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্। সুতরাং তিনি জেলাবোর্ড হইতে টাকা লইলেন এবং স্থানীয় জমিদার ও ধনী লোকের নিকট চাঁদা তুলেন। তিনি শুনেন যে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার নিকট বামের প্রণামী প্রায় ১০০০৲ টাকা পাওনা হইয়াছে। বাম সন্ন্যাসী। তাঁহার টাকার প্রয়োজন নাই, বিবেচনায় ঐ টাকা তারাপীঠ পথের জন্য লইতে তিনি অভিলাষী হন। এদিকে বামের সেবায় রত নগেন্দ্র

তারাপীঠপথ

পাণ্ডারও লোলুপ দৃষ্টি বামের ঐ প্রাপ্য প্রণামীর উপর পড়িয়াছিল। তিনি দ্বারভাঙ্গায় চলিয়া গিয়া মহারাজের কর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ টাকার তাগাদা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের পত্রও মহারাজার নিকট যায়। মহারাজা উভয় পক্ষকে টাকা না দিয়া বামের নামে তাহা ডাক যোগে পাঠান। বামের জ্ঞাতসারে কিন্তু বিনানুমতিতে নগেন্দ্র বামের নাম স্বাক্ষর করিয়া ঐ টাকা লন ও নিজ ঋণ পরিশোধ করেন। তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ক্রুদ্ধ হইয়া নগেন্দ্রকে বিচারার্থ ধৃত করতঃ বীরভূম নগরে আনাইয়া হাজতে রাখেন।

নগেন্দ্র পাণ্ডা

নগেন্দ্রের আত্মীয়গণ তাঁহার উদ্ধারের জন্য বামকে ধরিলেন। বাম নগেন্দ্রকে ভালবাসিতেন। তিনি বীরভূমে আসিলেন। যদি বীরভূমে কার্য্য সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে বামকে কলিকাতায় আমার বাসায় আনিয়া হাইকোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে দরখাস্তাদি দাখিলের পরামর্শও হইয়াছিল। কিন্তু বাম শিউড়ি সহরে রমেন্দ্র কৃষ্ণ দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেই এই মীমাংসা হয় যে নগেন্দ্র অর্দ্ধেক টাকা লউক ও অর্দ্ধেক জনহিতকর পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানে দিলে মুক্তি পাইবে। নিস্পৃহ বাম নিজ প্রাপ্য ত্যাগ করিলেন। নগেন্দ্র অর্দ্ধেক টাকা প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্ত হইলেন। সেই টাকা তাঁহাকে ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। সেই ঋণের জন্য পরে তিনি দুঃস্থ হন।

তাহাতে তাঁহার অহঙ্কৃতিভাব বিদূরিত হয়। রামের সেবায় ও রামের দেহান্তে পূজাপাঠাদিতেই জীবন অতিবাহিত করেন এবং শান্তিও পান।

নগেন্দ্র রামের ভক্ত। তথাপি তিনি অপরাধ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি দণ্ড দিলেন। কিন্তু এই দণ্ডের মধ্যেও করুণা বিরাজমানা। কবি গাহিয়াছেন :—

(ব্যথা দিবে বলে দিয়েছিলে ব্যথা, প্রিয় ব্যথা দিলে কই?
জানাইলে কত প্রেম ব্যাকুলতা সুখ বই তাহে দুখ কই?
শাসনের তলে ছলছল করে করুণা মাখান আঁখি জল।
সে যে মোর প্রাণে স্বরগের সুধা অবিরল॥
দুঃখ নিয়া তাই করিনু বরণ সুন্দর তব ও দুটী চরণ।
বক্ষের মাঝে করিয়া ধারণ প্রেম আজি হল জয়ী॥)

২। চিত্রেঙ্গিত

বামং নন্দো মুমূর্ষোর্জরঠপিতুরসূন্ যাচিতুং সঙ্গতশ্চ
যুঞ্জন্ দীর্ঘায়ুষা তৎপিতরমপগদং প্রেষয়ৎতঞ্চবামঃ।
পৃষ্টস্বস্তুর্হিতোঽসৌ পিতুরপি বিষয়ং শশ্বদাশ্বাসয়ংস্তং।
পূর্ণে কালে প্রয়াণং পিতুরবদদহো শীর্ষকম্পেন চিত্রে॥

কঠিন রোগে মুমূর্ষু বৃদ্ধ পিতার প্রাণভিক্ষার্থ নন্দ রামের নিকট আসিলেন, রামও তাঁহার পিতাকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ করতঃ তাঁহাকে গৃহে প্রেরণ করিলেন। রাম অন্তর্হিত হইলেও তাঁহাকে নন্দ পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে বার বার আশ্বাস দিতেন এবং পিতার কালপূর্ণ হইলে নিজ চিত্রে শীর্ষকম্পন দ্বারা পিতার দেহান্তের সংবাদ দেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামমহোৎসবোপলক্ষে কলিকাতার বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ে আহূত স্মৃতিসভায় রামের করুণা ও অলৌকিক বিভূতির সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান বলেন। তাঁহার মাতুল শ্বধর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলিতে ওকালতি করিতেন।

আর্ত্ত

আমি তাঁহার সহিত তথায় ওকালতি করিয়াছি। তিনি ধীর, স্থির ও সজ্জন। অর্থোপার্জ্জন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে অবসর লন। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তিনি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে তদীয় পুত্র নন্দগোপাল অত্যন্ত চিন্তিত হন। লৌকিক চিকিৎসায় দুঃসাধ্য ব্যাধি জানিয়া অলৌকিক চিকিৎসার আকাঙ্ক্ষা আসে। তখন তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী Normal School এ শিক্ষকতা করেন। রামের নাম ও গুণ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পিতার প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি ১৩১৭ সালের বৈশাখ মাসে বন্ধু রজনী কান্ত সেনগুপ্তের পরামর্শে তারাপীঠ যাত্রা করিলেন। হৃষীকেশ মজুমদার নামক অন্য বন্ধুও সঙ্গে ছিলেন। পরদিন

প্রাতে ১০টায় তাঁহারা শ্রীপীঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীবামকে প্রাচীন শ্মশানে বসিষ্ঠের সিদ্ধাসনের ভূমিতে শয়ান দেখিলেন। তথায় ভক্ত অবিনাশ রায়, নগেন্দ্র পাণ্ডা ও নগেন্দ্র বাগ্‌চি ছিলেন। যুবক যাত্রীদিগকে পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কেন আসিয়াছেন?" তাঁহারা উত্তর করিলেন "মহাপুরুষ দর্শনে"। "কি আনিয়াছেন?" আগন্তুকগণ যে ।০ আনার মাত্র গঞ্জিকা লইয়া গিয়াছিলেন তাহা বাহির করিলেন। শ্রীবাম তাহা লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত গঞ্জিকা সেবনে যাত্রীরা বিস্মিত! বিশেষ কোন কথা হইল না। তাঁহারা পাণ্ডার বাটীতে গেলেন। স্নানান্তে দেবীদর্শনাদি ঘটিল। মধ্যে মধ্যে বামকে দেখিতে আসিলেন কিন্তু কথোপকথনের কোন সুবিধা পাইলেন না। দুই দিন এইভাবে গত। তৃতীয় দিবস তারা-ক্ষ্যাপা তারাপীঠে আসিলেন। নন্দ পিতাকে সঙ্কটাপন্নাবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছেন। বাটী ফিরিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎকণ্ঠিত। বামের কৃপালাভাশায় আগমন। তাহা না ঘটায় ফিরিতেও পারিতেছেন না। বাম অন্তর্যামী। তাঁহার পিতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পিতার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নন্দ কাতর হইয়া তৃতীয় দিন আশ্রমে যাইলে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি বাসনা? তিন দিন আছেন?" নন্দ ভাবিতেছেন পিতার জীবন থাকিবে কি না। হঠাৎ শ্রীবাম নন্দকে বলিলেন—

দর্শন

ফল

"যা ! তোর বাবা ভাল হয়েছে।" নন্দ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। করুণাময় পুনরায় বলিলেন—"তোর বাপের এখনও পনর বৎসর আয়ু আছে।" যাত্রিগণ চতুর্থ দিবসে ফিরিলেন। বাটীতে আসিয়া নন্দ দেখিলেন যে তাঁহার পিতৃদেব আরোগ্যলাভ করিয়া সদর ঘরে বসিয়া আছেন।

লৌকিকানাংহি সাধূনাং বাগর্থমনুবর্ত্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি ॥

উত্তররামচরিতে ১ম অঙ্কে

লৌকিক সাধুগণ অর্থানুসন্ধান করিয়া তদনুসারে বাক্য প্রয়োগ করেন। কিন্তু আদিভূত ঋষিগণের বাক্যকেই অর্থ অনুগমন করে। সাধারণ সাধুগণ প্রকৃতির বশবর্ত্তী।

বাক্‌সিদ্ধ

তাঁহারা প্রকৃত ঘটনার বিসম্বাদী কোন কথা বলিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু বাক্‌সিদ্ধপুরুষগণের বাক্যানুসারে প্রকৃতি নিয়মিত হয়।

তাহার পর বাম সন ১৩১৮ সালে শ্রাবণ মাসে দেহ রাখিলেন। নন্দলালও হাইকোর্টের উকিল হইলেন। তাঁহার পিতৃস্বস্রেয় মন্মথনাথ তখন হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় থাকে। আমি বামের কথা

বিদেহে অভয়দান

উকিলখানায় বলিতাম। মন্মথনাথ তাহা সাদরে শুনিতেন। তাঁহাকে একখানি বামের চিত্রও দিয়াছিলাম। তাহা তিনি বাঁধাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক কলিকাতার নিজ বাটীতে রাখেন। নন্দ ঐ বাটীতেই থাকেন;

যখনই তাঁহার পিতার পীড়া হয় তখনই তিনি রামকে স্মরণ করেন এবং তাঁহার মানস নয়নে রামও আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অভয় দেন !

এইরূপে চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইল। পঞ্চদশ বর্ষে অধর সাংঘাতিক পীড়ায় হুগলিতে শয্যাশায়ী। নন্দ পিতার শুশ্রূষা করিতেছেন। আর রামও স্বদেহে নাই যে তাঁর কাছে যাইবেন এবং পিতার কালও পূর্ণ বুঝিয়াছেন। হঠাৎ নন্দকে বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিতে হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিবেন সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু কর্ম্ম শেষ হইতে বিলম্ব হইল। হুগলি ফিরিবার রেলগাড়ি নাই। সুতরাং মন্মথবাবুর বাটীতে যৎসামান্য আহার করিয়া রাত্রিযাপন করিতেই হইবে। আহারান্তে মন্মথ বাবুর শয়নগৃহের বহির্দ্দিকে রক্ষিত রামের চিত্রখানিকে প্রণাম করিয়া মনে মনে জানাইতেছেন 'পিতাকে এ যাত্রাও রক্ষা করুন।' বিস্ময়ের কথা !—চিত্র খানি উজ্জ্বল হইল এবং চিত্রের গ্রীবাদেশ কম্পিত হইয়া জানাইল—"না।" নন্দ ভাবিলেন উহা তাঁহার চিত্তভ্রম। দ্বিতীয় বার জানাইলেন। চিত্র-মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। তখন তিনি মন্মথ বাবুকে ডাকিলেন এবং তাঁহাকে এই ব্যাপার বলিলেন।

চিত্রেঙ্গিত

মন্মথ বাবুরও কৌতূহল উদ্দীপিত হওয়ায় তৃতীয়-বার চিত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। তৃতীয়-বারও চিত্র শীর্ষকম্পনে অধরের মৃত্যু ঘোষণা করিলেন। উভয়ে শয়ন করিতে গেলেন। রামের নিকট নন্দ এই শেষ

প্রার্থনা করিলেন যেন পিতার মুখাগ্নি করিবার অবসর পান। চিন্তায় তাঁহার নিদ্রা হইল না। প্রত্যূষেই তিনি হুগলি ফিরিলেন। তাঁহার পিতৃদেব অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শেষ পুত্রকৃত্যের অবসর পাইলেন।

এই অদ্ভুত ঘটনা মন্মথনাথ কবির ভাষায় সমর্থিত করেন।

There are more things in heaven and earth,
Horatio !
Than are dreamt of in your philosophy.
Hamlet I, IV.

নায়ক Hamlet স্বর্গগত পিতার প্রেতাত্মা চর্ম্মচক্ষে দেখিয়া ও তাঁহার বাণী স্বকর্ণে শুনিয়া সেই ব্যাপার বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিলে বন্ধু তাহা বিশ্বাস করিতেছেন না। হ্যামলেট্ তাঁহাকে বলিলেন—

"হোরেশিও ! প্রকৃতির লীলা বিচিত্র,
তাহা মানুষের জ্ঞানগম্য নহে।"

৩। কালীসুত

শ্রীবামো ব্যবহারাজীবতিলকৌ বিপ্রৌ বুধৌ সাধকৌ
সিদ্ধশ্রীগুরুধৌতযৌবনমলৌ স্নেহেন কালীসুতৌ
ইত্যামন্ত্র্য তয়োঃ প্রণতয়োরিষ্টৌ প্রভুঃ সূচয়ন্
পাদস্পর্শনদেবীদর্শনঘনানন্দং সমাস্বাদয়ৎ ॥

যাঁহাদের যৌবন-দোষ সিদ্ধ সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক ধৌত হইয়াছিল, এমন ব্যবহারাজীবগণের ভূষণ বুদ্ধিমান্ সাধক বিপ্রদ্বয়কে শ্রীবাম সস্নেহে কালীসুত বলিয়া সম্বোধন করতঃ তাঁহাদের গুরু ও ইষ্ট দেবতার বিষয় সূচনা করিয়া প্রণত-গণকে শ্রীচরণস্পর্শে অধিকার দিয়া এবং দেবীমূর্ত্তি দেখাইয়া সান্দ্রানন্দের সম্যক্ আস্বাদ দিয়াছিলেন !

কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গে হুগলী জেলায় বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক দুই প্রসিদ্ধ ফৌজদারী উকিল ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ ছিল। যৌবনে অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হন। কালি-দাস গঙ্গোপাধ্যায় নামক জনৈক সিদ্ধ পুরুষের কৃপালাভে উভয়েরই ইষ্টে ও গুরুতে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে।

উকিল

ক্রমশঃ তাঁহারা গৃহী সাধক হন। ওকালতি করিতেন বটে কিন্তু তাহাতে আত্মহারা হন নাই। কালী-

পদই লক্ষ্য ছিল। শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গীত শক্তি ছিল। আদালতেও অবসর পাইলে সৎ কথায় ও ভক্তিসঙ্গীতে কাল যাপন করিতেন। প্রতি রবিবার উভয়ে সপরিবারে

ভক্ত

বৈদ্যবাটীতে গুরুভ্রাতা অক্ষয়কুমারের বাটীতে আসিতেন এবং সাধনানন্দ ভোগ করিতেন। বাম প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রতি তাঁহাদের বিশিষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহাদের প্রৌঢ়াবস্থায় আমি হুগলীতে ওকালতি আরম্ভ করি। আমার পিতৃদেবের বিদ্যাবত্তাদির বিষয় তাঁহারা বিদিত ছিলেন। আমাকে তাঁহারা আদর করিতেন। আমি শ্রীবামের কৃপা পাইলে তাঁহারা আমাকে গুরু ভাই জ্ঞান করিতেন; আমিও শ্রীশকে দাদা বলিতাম এবং তিনি বিষ্ণুকে খুড়া বলিতেন বলিয়া আমিও বিষ্ণুকে খুড়া বলিতাম। শ্রীশ দাদার বাটীতে আমার অবাধগতি ছিল। তথায় আমার গুরু-

ঘনিষ্ঠতা

ভ্রাতা তারাক্ষ্যাপার ও জগৎক্ষ্যাপার সহিত আলাপ হইত। সে ঘটনা অন্যত্র বর্ণিত। শ্রীশদাদার সহিত ইষ্টগোষ্ঠীতে কতদিন মহানন্দে কাটিয়াছে।

যখন তিনি একতারা লইয়া রামপ্রসাদাদির গীত গাহিতেন তখন তথায় অপূর্ব্ব ভক্তিলহরী উঠিত।

শ্রীশ দাদার পত্নীও সাধিকা ছিলেন। শ্রীগুরু সন্নিকর্ষ তিনিও সম্যক্ উপলব্ধি করিতেন। একদা বর্ষাকালে নূতন বাটীতে কূপের নিকট সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকাকালে

বজ্রপাত হইল। কঠোর নাদে কর্ণ বধির ও বিদ্যুৎ প্রভায় চক্ষু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। গুরুভক্তি পরায়ণা সাধিকা দেখিলেন যেন শ্রীগুরু তথায় আবির্ভূত হইয়া বজ্রকে সরাইয়া দিলেন। শ্রীশের একটী মাত্র কন্যা নামে ও কার্য্যে অন্নপূর্ণা। জামাতা শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ও ধীর সুধী। হুগলীতে ওকালতি করেন। শ্রীশ দাদা ও তৎপত্নী গত। বিষ্ণুপদ স্বদেশপ্রাণ ওজস্বী ভক্ত ছিলেন। হুগলী জেলায় কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে প্রধান। তাঁহারও পুত্র নাই। জামাতা উকিল।

পরিবারবর্গ

বিষ্ণুপদ ও শ্রীশচন্দ্র ১৩১৫ সালে শ্রীবামের পদধূলি লইবার জন্য তারাপীঠে যান। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবাম তাঁহাদের বিশুদ্ধভাবে প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি পুত্রস্নেহ প্রদর্শন করতঃ "আমার কালীর ছেলে আসিয়াছে" বলেন। ইহার দ্বারা তাঁহাদের শ্রীগুরু কালিদাসের ও ইষ্টদেবী কালীর বিষয় ইঙ্গিত করেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে স্বেচ্ছায় শ্রীপাদপদ্ম তাঁহাদের মস্তকে অর্পণ করেন। তৎফলে ভক্তদের অভূতপূর্ব্ব সাত্ত্বিকভাবোদয়ে শরীর রোমাঞ্চিত এবং মনঃ আনন্দে বিভোর হয়। পরে উভয়কে শ্রীবসিষ্ঠের সিদ্ধাসনে বসাইয়া ধ্যানে দেবীমূর্ত্তিও দেখাইয়া দেন। তৎপূর্ব্বে বিষ্ণুপদ নীল জ্যোতিঃমাত্র দেখিতেন। নীলজ্যোতিরুদয়ে বিষ্ণু শ্রীগুরুর শুভাগমন বুঝিয়া প্রণাম করিতেন। শ্রীশচন্দ্রের দুঃখ ছিল যে তিনি কিছু দেখিতে

কালীসুত

ইষ্টদর্শন

পান না। করুণাময় উভয়ের দুঃখ দূর করিলেন। তৎপরে প্রতিদিনই।

কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুরা খড়্গমুণ্ডাভিবামা
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুণপকুলশিরোমালিনী দীর্ঘনেত্রা

শ্রীমূর্ত্তি তাঁহাদের মানস নয়নে উজ্জ্বলভাবে আবির্ভূত হইত। তাঁহারা বামকে গুরুবৎ জ্ঞান করিতেন।

৪। নীলকণ্ঠ

পুরা কালকূটাদভূন্নীলকণ্ঠো-
হধুনা বামদেবঃ সশিষ্যোঽপি নিত্যম্।
সুরাসম্বিদাদীন্ গরান্ কুণ্ডলিন্যাং
জুহ্বতীতি ধন্যো মনুষ্যাবতারঃ॥

পূর্ব্বকালে একবার মাত্র কালকূটাস্বাদে বামদেব নীলকণ্ঠতা প্রাপ্ত হন। এক্ষণে শিষ্যমণ্ডলীসহ নিত্য তিনি কুণ্ডলিনীতে নির্ব্বিকারভাবে সুরাসম্বিদা প্রভৃতি নানাবিধ বিষ।আহুতি-স্বরূপ দিয়াছেন। অহো! মনুষ্যাবতারই ধন্য!

নির্মথ্যমানাদুদধেরভূদ্বিষম্
মহোল্বণং হালাহলাহ্বমগ্রতঃ।

সম্ভ্রান্তমীনোন্মকরাহিকচ্ছপাৎ
তিমিদ্বিপিগ্রাহতিমিঙ্গিলাকুলাৎ ॥
তদুগ্রতেজং দিশিদিশ্বাপর্য্যধো
বিসর্পদুৎসর্পদসহ্যমপ্যাতি।
ভীতাঃপ্রজা দুদ্রুবুরঙ্গসেশ্বরাঃ
অরক্ষ্যমাণাঃ শরণং সদাশিবম্ ॥•

*   *   *

ততঃ করতলীকৃত্যব্যাপি হালাহলংবিষম্।
অভক্ষয়মন্মহাদেবঃ কৃপয়া ভূতভাবনঃ ॥
তস্যাপি দর্শয়ামাস স্ববীর্য্যং জলকল্মষঃ।
যচ্চকার গলে নীলং তস্য সাধোর্বিভূষণম্ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ৮।৮।

দৈত্যসংগ্রামে বিধ্বস্ত দেবগণ নারায়ণের উপদেশে দৈত্যগণ-সহ সন্ধিস্থাপন করিলেন। সুরাসুর ক্ষীরোদসমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্দর মন্থনদণ্ড এবং বাসুকি মন্থনরজ্জু হইল। আদিকূর্ম্ম মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন। সেই মন্থনফলে উগ্রবীর্য্য কালকূট বিষ উত্থিত হইল। বিষ-জ্বালায় ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধপ্রায়। সুরাসুরগণ দেবাদিদেবের শরণ লইলেন। পরমকারুণিক বাম সেই গরল পান করতঃ বিশ্ব রক্ষা করিলেন। হলাহলের প্রভাবে তাঁহার কণ্ঠ নীল হইল। অনন্তর নারায়ণ স্বয়ং মন্থন করিলে পারিজাত

সমুদ্রমন্থন তত্ত্ব

তরু, উচ্চৈশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, কৌস্তুভমণি, কমলধারিণী কমলা, চন্দ্র এবং অমৃতভাণ্ডকরধন্বন্তরী উত্থিত হইলেন। ইন্দ্র, পারিজাতাদি এবং নারায়ণ, কৌস্তুভ ও কমলা লইলেন। তদ্দর্শনে অসুরগণ অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করিলেন। নারায়ণ মোহিনী-বেশে অসুরদিগকে রূপে মোহিত করিয়া অমৃতভাণ্ড লইয়া পরিবেশনচ্ছলে দেবগণকেই অমৃত দিলেন, অসুরগণ পাইল না!

সমুদ্র-মন্থন-তত্ত্ব গভীর। দেবাসুরভাবাপন্ন জীবনিচয় অমৃতাশায় নিত্যই সংসাররূপ সমুদ্র মন্থন করিতেছে, কিন্তু অমৃত

তত্ত্ব

বা নিত্যশুদ্ধানন্দ পাইতেছে না। বরঞ্চ দুঃখ-বাহুল্যই তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিতেছে। সেই দুঃখের জ্বালায় তাহারা যখন দেবদেবকে কাতরে ডাকিতেছে, তখন করুণাময় সেই বিষ-জ্বালা শমিত করিয়া জীবের জন্য অমৃত মন্থন করেন; সেই অমৃত দেবভাবাপন্ন জীবেরই প্রাপ্য।

সমদুঃখসুখত্বই অমৃত। তল্লাভের জন্যই সাধনা, পশুবীর-দিব্যভাবে ত্রিবিধ। পশুভাবে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পরিপালনে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানকর্ম্মে সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-রূপ দ্বৈত মুক্তি।

মকার সাধনা

বিকারহেতুবর্ত্তমানে চিত্তের অবিকৃতিই যথার্থ চিত্তসংশুদ্ধি। সুতরাং বীরভাবে বিকারহেতু পঞ্চ'ম'কার সাধনা। তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ চিত্ত সংযমে বীরের ক্রমশঃ সমস্ত দেবময়জ্ঞানই দিব্যভাব। তৎফলে সাযুজ্যাদ্বৈত মুক্তি।

মনুজ বাম সংযতচিত্ত। সমস্তই তারা ব্রহ্মময়ী জ্ঞান তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং তিনি পশুভাবের সাধনা লন নাই। তিনি

দিব্যবীর। দিব্য বীরাচারই লইয়াছিলেন। ভোগের জন্য মদ্যাদি সেবন করিতেন না, কুলকুণ্ডলিনীতে মদ্যাদির 'আহুতি' দিতেন। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।

যথার্থ বীর সাধকের উপর সুরাদির কোন্ প্রভাব দেখা যায় না। রাম কখনও সুরাপানে ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই। একদা জনৈক ভক্ত ২ টীন দেশী মদ তাঁহাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। ভারবাহী টীন দুটী আশ্রমে নামাইয়া মদ ঢালিয়া লইতে বলিল। রামের ঘরে পাত্রের অভাব বিচিত্র নহে। সেবক পাণ্ডা বলিল, টীন রাখিয়া যাও, পরে উহা পাঠান হইবে।' ভৃত্য তাহা করিতে অনিচ্ছুক। রাম সমস্যা সমাধান জন্য বলিলেন "আমার মুখে ঐ টীন ঢালিয়া দে।" রাম মুখ ব্যাদান করিলেন। ভারবাহী পাত্র হইতে মদ্য তাঁহার গলে ঢালিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ২টীন খালি হইল। সকলে অবাক! ক্ষণেক পরে রাম কর্ম্মনাশা নদী প্রবাহিত করিলেন। চতুর্দ্দশীর মেলায় রামের বহু ভক্ত তাঁহার জন্য সুরা-সম্বিদাদি লইয়া যাইতেন; কল্পতরু প্রভু সকলেরই ভক্ত্যুপহার লইতেন, কখনও বিচলিত হন নাই।

———

রাজধানীতে শ্মশানচারী

ভাগীরথীসজ্জিতসিন্ধুপোতাং প্রাসাদমালোপবনাভিরামাম্।
অতৈলপূরপ্রদীপালিরথ্যাং দুর্গাভিগুপ্তাংচ গুল্মাধিকারাম্॥ ১
সৌদামিনীবাহিতদৌত্যভারাং বাষ্পাদিযানাং জলযন্ত্রজালাম্।
অন্তঃপ্রণালীমলহারিযোগাৎ স্বাস্থ্যাদি কৃত্যে গণতন্ত্রপাল্যাম্॥ ২
বাণিজ্যলক্ষ্মীসুষমাবিলোলৈরশেষদেশাম্মিলিতৈর্জনৌঘৈঃ।
বিভিন্নবাগ্বেশচরিত্রধর্ম্মৈঃ স্বল্পাবসারামিবভূতধাত্রীম্॥ ৩
নিত্যোৎসবাং নাট্যপ্রদর্শনীভিঃ বাণীবিলাসাং বুধছাত্রবৃন্দৈঃ।
দীনার্ত্তসেবাসদনৈঃ শরণ্যাং ধর্ম্মস্য পীঠৈরপি পুণ্যগন্ধাম্॥ ৪
শ্বেতাঙ্গসাম্রাজ্যললামভূতাং স্ফীতাতুলাং ভারতরাজধানীম্।
যতীন্দ্রনির্ব্বন্ধভরেন নীতঃ শ্মশানচারী বিচচার বামঃ॥ ৫

যাহার অর্ণবপোতনিচয় ভাগীরথীবক্ষে সুসজ্জিত, যাহা প্রাসাদমালায় ও উপবনে অতি রমণীয়, যাহার পথসকল তৈলবিহীন দীপাবলিতে আলোকিত, যাহা দুর্গদ্বারা সংরক্ষিত এবং গুল্মস্থ প্রহরিগণ দ্বারা অধিকৃত। ১।

যেখানে সৌদামিনী দূতীস্বরূপা হইয়া সংবাদ দেয়, যেখানে বাষ্পাদি চালিত যন্ত্রযান ও অশ্বাদি যানবাহন, যাহা জলধারাযন্ত্রে ব্যাপ্ত, যেখানে মলাদি অন্তঃপ্রণালী দ্বারা অপসারিত হয়, স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে যাহা গণতন্ত্রাধীন। ২।

বাণিজ্যশ্রীর সুষমা দর্শনে চঞ্চল হইয়া অশেষ দেশ হইতে মিলিত বিভিন্নভাষী, বিভিন্নবেশ, বিভিন্নচরিত্র, বিভিন্নধর্ম্মী অসংখ্য জনসমূহে যাহা নিখিল ধরণীর ক্ষুদ্রানুকৃতি স্বরূপ। ৩।

যেখানে নিত্যই নাট্যপ্রদর্শনী প্রভৃতি হেতু উৎসব বর্ত্তমান, যাহা পণ্ডিতছাত্রমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়াদিতে সরস্বতীর বিলাস-ভুমি, যাহা দীন ও আর্ত্তগণের সেবাশ্রমহেতু শরণদায়িনী, যাহা বিভিন্ন ধর্ম্মপীঠদ্বারা পুণ্যগন্ধা। ৪।

সেই শ্বেতাঙ্গগণের সাম্রাজ্যের শিরোমণিরূপা, সমৃদ্ধিশালিনী, অতুলনীয়া ভারতবর্ষের রাজধানীতে যতীন্দ্রঠাকুরের আগ্রহাতিশয়ে আনীত হইয়া শ্মশানচারী বাম বিচরণ করিয়াছিলেন।৫।

কেহ কেহ বলেন, 'সংসারত্যাগী সাধুগণ সংসারের কোন উপকারেই আসেন না। তাঁহারা একরূপ ঘোর স্বার্থপর। কিসে নিজের উন্নতি হইবে তজ্জন্যই ব্যস্ত। নিজে সংসারের জ্বালা হইতে জুড়াইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধি।' ইহা ঘোর ভ্রম। জগতের যাবতীয় মহাপুরুষের লীলাই জগতের উপকারার্থ। যীশুখৃষ্ট জগতের অধিক উপকারী কি মহাপ্রাণ Howard উপকারী, এ প্রশ্ন পাশ্চাত্যপ্রিয়গণ উত্তর করুন। শ্রীচৈতন্যের, নিত্যানন্দের জীবপ্রেম অগাধ, শ্রীবামও তদপেক্ষা ন্যূন নন। তিনি স্বার্থপর জগতে নিঃস্বার্থ ত্যাগের আদর্শ দেখাইতে আসিয়া প্রধানতঃ শ্মশানলীলা অবলম্বন করিয়াছিলেন শ্মশানেও ত্রিতাপতাপিত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়া তাদের হৃদয়ে ভক্তি-শান্তিধারা ঢালিতেন। আবার অভিমানী অক্ষম

সংসারীর গৃহেও মধ্যে মধ্যে যাইয়া সাংসারিক আর্ত্তিনাশের ছলে পারমার্থিক নিধিও দিতেন।

১৩০৫ সালে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে তাঁহার পদধূলিদান কলিকাতার সংসারকীটগণের প্রাণে যথোচিত ভক্তিভাব উদ্রেকেরই জন্য। মহারাজা সুশিক্ষিত, শিষ্টাচারে অদ্বিতীয়। তাঁহার অবারিত দ্বার। কি ইংরাজী, কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা—সাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট অধিকার। দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত ইত্যাদি এমন কোন জ্ঞানের বিভাগ নাই যাহাতে তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় প্রিয়ংবদও বিরল। তাঁহার পৌত্রের বয়স্ককে তিনি "আপনি" ভিন্ন সম্বোধন করিতেন না। তাঁহার নিকট যিনি গিয়াছেন তাঁহার সদালাপে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহারাজা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপাপাত্র। কিন্তু শরীরে অসাধ্য অম্লশূল। পুত্রাভাববশতঃ ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমান মহারাজা প্রদ্যোৎকুমারকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। প্রদ্যোৎকুমারেরও পুত্র না হওয়ায় যতীন্দ্রমোহনের মনে ব্যথা ছিল। সেইজন্যই তিনি ক্ষ্যাপাবাবাকে লইয়া আসেন।

তাঁহার ভাগিনেয় সত্যনিরঞ্জন তারাপীঠে গিয়া বামকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মহারাজা ভাগিনেয়ের মুখে একালে এরূপ ত্যাগের আদর্শ আছে শুনিয়া আকৃষ্ট হন। তবে পদমর্য্যাদার বশে স্বয়ং তারাপীঠে যাইতে অনিচ্ছুক। তাই ভাগিনেয়কে প্রেরণ করেন, যেরূপে হয় ক্ষ্যাপাকে আনা চাই। সত্যনিরঞ্জন দুই একবার বিফল মনোরথে ফিরিয়া আসেন। পরে পাণ্ডাদের

পরামর্শে বাবার কনিষ্ঠ সহোদর রামের সাহায্যে বাবাকে আনিতে পারেন। ফলকথা বাম প্রাণেব ডাক না হইলে আসেন না। যখন যতীন্দ্রমোহনের প্রাণের ডাক পড়িল তিনি আসিতে সম্মত হইলেন। সঙ্গে ৮।১০ জন পাণ্ডা—বিপিন, নবীন প্রভৃতি। রামপুরহাট পর্য্যন্ত পাল্কীতে, তথা হইতে বাষ্পযানে হাওড়া ষ্টেসনে পৌছিলেন। হাওডা হইতে মহারাজার গাড়ীতে প্রাসাদে আনীত বামের জন্য মহারাজার দ্বিতলে বড়বৈটকখানায় আসন হইয়াছে। উহার ভিতর দুইটী বন্দুকধারী সাহেবের মূর্ত্তি খাড়া আছে। বাম বালক, তিনি উহা দেখিয়াই বায়না ধরিলেন "না ভিতরে যাইব না। ঐ সাহেবেরা বন্দুক লইয়া মারিবেন।" মহারাজার লোকেরা বলিলেন 'বাবা উহা মৃন্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি।' বাবা বলেন 'কি জানি বাবা।' তিনি বৈটক দরজার বাহিরে চত্বরে বসিয়াপড়িলেন।

অমৃতস্যেব সন্তৃপ্যেদবমানস্য তত্ত্ববিৎ।
বিষস্যেবোদ্বিজেন্নিত্যং সম্মানস্য বিচক্ষণঃ॥
মহাভারতে শান্তি পর্ব্বণি ১২৯ অধ্যায়

মহামুনি জৈগীষব্য বলিতেছেন যে তত্ত্ববিৎ মানকে বিষবৎ এবং অপমানকে অমৃতবৎ দেখিবেন। বাম তত্ত্ববিৎ তারই পরিচয় দিলেন। মহারাজা তথায় করজোড়ে উপস্থিত। পরিধান কুঁচান দিশি ধূতি, গলায় একখানি টোয়ালে। তিনি বাবার নিরভিমান ভাব দেখিয়া বিস্মিত। বৈটকখানায় যাইতে আগ্রহ দেখাইলেন না। ভিতরের বারাণ্ডায় বাবাকে আনিবার

পাণ্ডাগণকে অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডারা বাবাকে বুঝাইয়া হাত ধরিয়া বারাণ্ডায় লইয়া গেলেন। তথায় বিলাতি গদি-ওয়ালা কেদারা রহিয়াছে। বাম তাহাতেও বসিলেন না। মহারাজা দাঁড়াইয়া আছেন। পাণ্ডারা মহারাজাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বড়ই সম্ভ্রমে পড়িয়াছেন। মহারাজার নিকট তাঁহাদের নানারূপ প্রত্যাশা আছে। বাবা না বসিলে মহারাজা বসিবেন না বুঝিয়া তাঁহারা বাবাকে বারবার বলিতে লাগিলেন "বাবা বসুন বসুন, মহারাজা আপনার জন্য বসিতে পারিতেছেন না।" বামের নিকট সামাজিকতা নাই, তিনি সরলহৃদয়। মহারাজা বলিয়া তাঁহার সম্ভ্রমবোধও নাই। সম্রাট Alexandar কে দণ্ডী ঔদাসীন্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বাম যতীন্দ্রকে সবল-বৎসল-চক্ষে দেখিয়াছেন। বাম তাই বলিলেন "তোমাদের মহারাজা বসুন না কেন, কে তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিতেছে।" বাম বসিতে অনুমতি দিলেন বটে তথাপি বামের এরূপ অনুভাব যে মহারাজা বসিতে পারিলেন না। বাবা ক্ষণেক পরে একখানি আসনে বসিলেন। মহারাজা বসিলেন। পাণ্ডারাও দণ্ডায়মান। মহারাজা তাঁহাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিলে পাণ্ডারা কেহ বসিলেন, কেহ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অতিথিদের জন্য নানারূপ ফল মেওয়া মিষ্টান্ন আনীত হইল। পাণ্ডারা ধর্ম্মনিষ্ঠাপ্রদর্শনজন্য সন্ধ্যাবন্দনা হয় নাই বলিয়া তখন আতিথ্য লইলেন না। বামের দিবারাত্র ধ্যান সন্ধ্যা, সুতরাং তিনি তারামার দ্রব্য তারামাকেই নিবেদন করিলেন এবং

কিঞ্চিৎমাত্র প্রসাদ লইয়া তারামাকেই আহুতি দিলেন। ইহাকেই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন “আহার কর, মনে কর, আহুতি দিই শ্যামামারে।”

মরকত কুঞ্জে

তস্যাঃশাখানগরতিলকে সিতীতি নাম্না শ্রুতে
পৌরেশানাং বিলসিত-পদে ভোগীন্দ্রলীলাবনে।
রম্যে কুঞ্জে মরকতপদাখ্যাতে তমোহারিণীং
দিব্যং পশ্য প্রকৃতিমধুরাঃ যোগীন্দ্রলীলাবলিম্॥

সেই রাজধানীর শাখানগর সমূহের ভূষণস্বরূপ সিঁতিনামক মুখ্যপুরবাসিগণের বিলাসক্ষেত্রে ভোগীশ্রেষ্ঠ যতীন্দ্রের প্রমোদ-উদ্যানে মরকতনাম রমণীয় কুঞ্জে যোগীন্দ্র শ্রীবামের স্বভাবসুন্দর মুগ্ধ শমভাবোদ্দীপিকা লীলা দেখুন।

কলিকাতার উপকণ্ঠে সিঁতিনামক স্থানে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিলাসোদ্যান, নাম Emerald Bower (মরকত কুঞ্জ)। তাঁহার ধনের অভাব নাই, হৃদয়ে কবিত্বও আছে, বাগান-বাটী তার পরিচায়ক, জাঁকজমক নাই অথচ সুন্দর। মহারাজা জানেন যে বাম শ্মশানচারী, কলিকাতার ন্যায় জনসমাকীর্ণ গৃহ

সঙ্কুল মহানগরী তাঁহার ভাল লাগিবে না। সেইজন্য স্বীয় উদ্যানে তিনি বামের বাসা স্থির করিয়াছিলেন। স্বীয় ভদ্রাসনে পদধূলি দিবার কারণ আরও মহারাণী প্রভৃতিও যাহাতে তাঁহার দর্শন পান সেই উদ্দেশ্যেই প্রথমে প্রাসাদে আনয়ন করেন। তাহা পূর্ণ হইলেই বাগান বাটীতে তাঁহাকে পরিচারকবর্গ সহ পাঠাইলেন। তথায় আতিথ্যের আয়োজন রাজোচিত। নানাবিধ ফল, নানাবিধ মিষ্টান্ন ও অন্নব্যঞ্জনাদির যথেষ্ট পারিপাট্য। কালীঘাট হইতে মহাপ্রসাদ আসিয়াছে। কারণ ও শুদ্ধির সুব্যবস্থা হইয়াছে। পরিচর্য্যার জন্য বহু ভৃত্য। মহারাজের প্রিয় দৌহিত্র জলধি আতিথ্যের ভার পাইয়াছেন। পাণ্ডামহাশয়েরা শীঘ্র শীঘ্র স্নানাদি সারিয়া সন্ধ্যাবন্দনা করতঃ সুরসাল ফলে ও মনোরম মিষ্টান্নে রসনা পরিতৃপ্ত করিলেন, পরে দেবভোগ্য অন্নব্যঞ্জনে উদরপূর্ত্তি হইল। বামও কুলকুণ্ডলিনীতে কারণ ও শুদ্ধি আহুতি দিয়া আপন আনন্দে আপনি মত্ত আছেন। হরিতানন্দ প্রভৃতি চলিতেছে। অপরাহ্নে মহারাজা সপুত্র আসিলেন। তাঁহার উপবন বামের আগমনে তপোবন হইয়াছে। তিনি বিবেচক সংস্কৃতজ্ঞ; কালিদাসের দুষ্মন্তের ন্যায় মহাপুরুষ দর্শনে বিনীত ভাবেই ছিলেন। রাজোচিত কোন আভরণ নাই, সঙ্গে প্রধান কর্ম্মচারী আছেন। প্রণামাদির পর মহারাজার ইঙ্গিতে রায়বাহাদুর রামবাবুকে বলিলেন 'মহারাজা বাবার সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে চান।' পাণ্ডারা সভ্য, ধনিগণের মন যোগাইতে পটু। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সকলেই উঠিলেন।

বাবা সরলবালক। তিনি ডাকিতেছেন 'নগেনকাকা, নগেন-কাকা'। নগেন্দ্র বলিল 'বাবা ! মহারাজা আপনার সহিত গোপনে আলাপ করিতে চান। তাই আমরা যাইতেছি।' বাবার বাহির ও ভিতর একরূপ। তাঁহার কোন সঙ্কোচ নাই। বৈদিক ঋষি চাহিয়াছেন, 'ভগবন্ ! আমাকে এই বর দাও যেন কাহারও নিকট হৃদয় গোপন করিতে না হয়।' বামই সেই বরদাতা; সেই বরভোক্তাও বটেন। সেই বরের ফল তাঁহার মানসে ফলিত। মহারাজা কিছু সম্ভ্রমান্বিত হইলেন। তিনি বামের আচরণে শিক্ষা পাইলেন। নীরবে আছেন। বাম দেখিলেন মহারাজা বুঝিয়াও লজ্জাবরণ ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তখন সহোদর প্রভৃতিকে বলিলেন 'তবে যাও।' তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

মহারাজা বাবাকে ঐহিক কল্যাণের জন্য আনিয়াছেন। আরোগ্য ও বংশরক্ষা এই দুই তাঁর অভীষ্ট। তিনি গম্ভীর-প্রকৃতি, কাহাকেও উহা প্রকাশ করেন নাই। অন্তর্য্যামি বামের উহা অবিদিত নাই। বামকে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় হউক আর সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের নিকট ঐহিক বাসনার কথা বলিতে লজ্জাবশতঃ হউক, তিনি হৃদয় গোপন করিয়া বামকে প্রথম প্রশ্ন করিলেন 'বাবা মোক্ষ কিরূপে পাওয়া যায় ?' বাবা বুঝিলেন মহারাজা সংসারী, প্রবৃত্তিপন্থী ; নিবৃত্তিপন্থী নহেন। মোক্ষের অধিকারী নন। অধিকারীভেদেই শাস্ত্রে সাধনাদির ব্যবস্থা। সুতরাং উঁহাকে উত্তর দিলেন, 'তারামার কৃপায়';

সদুত্তর বটে! মুক্তিদাত্রীর কৃপা ব্যতীত কিরূপে মুক্তি আসে? দাসের মুক্তি প্রভুর ইচ্ছাধীন। কিন্তু এ উত্তরে সাধনপথ নির্দ্দিষ্ট নাই। মহারাজা অনেক পড়িয়াছেন। তাঁহার তর্কের ইচ্ছা আসিল—বলিলেন 'সে কৃপা কিরূপে আসে?' তারাময় বাম বলিলেন 'তারামার চরণে মন প্রাণ ঢাল'। মহারাজা তাতেও জিজ্ঞাসা করিলেন 'সে যে কঠিন কথা। কিরূপে তা ঘটে?' তখন বাম তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজাইবার জন্য বলিলেন 'বাবা! মা তোমাকে গঙ্গাবাঁধা টাকা দিয়াছেন। তুমি মাকে কি দিয়াছ? তাঁর জীবের প্রতি কি প্রেম দেখাইতেছ? তাদের দুঃখে কতদূর দুঃখী হইতেছ? এইগুলা অভ্যাস কর। মোক্ষ অনেক দূরের কথা!' মহারাজা এখন নিরস্ত। করুণা, মুদিতা, মৈত্রী প্রভৃতি অগ্রে সাধন চাই। তাতেই হৃদয়ের বিস্তার। সর্ব্বজীবই মার সন্তান—এই জ্ঞান হইলে মার প্রতি ভক্তি আপনিই উদিত হইবে। ক্রমশঃ তারাময় জগৎ জ্ঞানোদয়ে মুক্তি ঘটে।

মহারাজা বলিলেন 'বাবা! আমরা মোক্ষের চিন্তাও করিনা, মোক্ষ আমাদের দূর বটে। তবে যাহাতে ভক্তি হয়—আশীর্ব্বাদ করুন।' ইহাও মহারাজার হৃদয়ের কথা নহে। বাম বলিলেন 'ভক্তি বড় দুর্লভ। সংসারের কামনা হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে তাহা আসেনা। তোমার প্রাণ সতত যেভাবে ভোগ চাহিতেছে, শরীরের সুস্থতা ও বংশরক্ষা চাহিতেছে, ভক্তি কি সেভাবে চাহিতেছে?' মহারাজা দেখিলেন বাম তাঁহার হৃদয় জানিয়াছেন। তখন তিনি নীরব। বাম বংশরক্ষা সম্বন্ধে কি বাধা তাহা

বলিয়া দিলেন। তথাপি আশীর্ব্বাদ করিলেন বংশরক্ষা হইবে। মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া প্রণাম-পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। বামের কৃপায় বংশরক্ষা হইয়াছে।

— ——

শৌচ

কক্ষং তত্র মনোরমং সুমুকুরং যন্ত্রাম্বুনা ঝঙ্কৃতং
বাষ্পালোকবিভাসিতং বনচরঃ শৌচায় নীতোঽবদৎ।
"নৈদৃক্ হা শয়নায় কোটিশতশো স্থানং লভন্তে নরাঃ!"
যতশ্চোপবনং বহিঃ স বিদধে শৌচং সলীলং যতী॥

সেই মরকত কুঞ্জে শৌচের নিমিত্ত মনোরম দর্পণাদিসজ্জিত যন্ত্রমুখনির্গত জলের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, বাষ্পপ্রদীপালোকে উদ্ভাসিত, কক্ষে নীত হইলেই ধনিগণের বিলাসিতার নিন্দা করিয়াই বলিলেন 'হায়! শতকোটী লোক এরূপ স্থান শয়নের জন্য পায় না!' পরে উপবনে গিয়া লীলাসহকারে শৌচ করিলেন।

বাম শ্মশানচারী; প্রাসাদে বা বিলাসোদ্যানে অভ্যস্ত নন। তিনি মহাপ্রকৃতির ক্রোড়ে ক্রীড়া করেন। বিলাসিতার ধার ধারেন না। বিলাসিতা ভালও বাসেন না। প্রথমদিনই তার

পরিচয় দিলেন। অপরাহ্ণে তাঁহার কোষ্ঠপরিষ্কারের বেগ লাগিয়াছে। পাণ্ডাদের নিকট সেকথা শুনিয়া রাজভৃত্যগণ ছুটীয়া আসিয়া তাঁহাকে মর্ম্মরখচিত আলোকমালারঞ্জিত এক ঘরে লইয়া গেল। প্রভু ঘর দেখিযাই দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভৃত্যরাও দাঁড়াইয়া আছে। বাবা রামভাইকে ডাকিতেছেন। রাম আসিল। রাম সংসারী ধনিঘেঁসা, তিনি বুঝিয়াছেন বাবের গোল বাধিয়াছে কিরূপে ঘরে মলত্যাগ করি। তিনি বাবকে শিখাইবার জন্য বলিলেন 'রাজারাজাড়ার এইরূপ বন্দোবস্ত।' প্রভুর হৃদয়ে অন্য ভাব। তিনি বলিলেন 'এমন ঘরে যে লাখ লাখ লোক শুতে পায় না।' প্রভুর কোমল প্রাণে লাগিয়াছে। পৃথিবীর একদিকে এত নির্ধনতা যে লক্ষ লক্ষলোকে ·র্ষার অবিরল ধারা হইতে নিজ মস্তক বাঁচাইতে পর্ণশালাও পায় না। অন্যদিকে ধনিগণের এমন বিলাসিতা যে কোষ্ঠপরিষ্কারের জন্য মর্ম্মরখচিত দীপোদ্ভাসিত চিত্রিত গৃহ। চিকাগোর ধর্ম্ম-মণ্ডলীতে শ্রীগুরুর কৃপায় প্রতিষ্ঠালাভের পর যখন বিবেকানন্দ আমেরিকার একজন ধনকুবেরের অতিথি হন তখন তিনি রাত্রে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ঘুমাইতে পারেন নাই। মাদুরে ঢাকা মেজের উপর পড়িয়া তিনি নীরবে সমস্ত রাত্রি এই বলিয়া কাঁদিয়া-ছিলেন 'হায় মা! তুই এদেশের লোককে এত ধন দিয়াছিস আর আমার ভারতকে এত নির্ধন করিয়াছিস।' বাবের বসুধৈব কুটুম্বকম্। সুতরাং এদেশ ওদেশ তাঁহার মনে আসিলনা। তিনি কেবল বিলাসিতাই দুষনীয় মনে করিলেন। তাই তিনি

যতীন্দ্রমোহনকে বলিয়াছিলেন 'মা তোমায় গঙ্গাবাঁধা টাকা দিয়াছেন, তুমি মাকে কি দিয়াছ ?'

প্রভু গৃহে মলত্যাগ করিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে সম্মুখের বাগানে আনা হইল। গোলাপ ঝাড়ের মধ্যে বসিলেন, আবার উঠিলেন। আবার উঁকিঝুঁকি মারিতেছেন। পাণ্ডারা বলিতেছেন 'বাবা ওকি হচ্ছে ?' প্রভু বালকবৎ খেলা করিতে করিতে বহির্দেশের কার্য্য করিলেন। নগ্ন—লজ্জা নাই।

৭। অন্নৃতি

সিদ্ধংক্ষিপ্তং শ্মশানালয়মপি পুরায়াতমাকর্ণ বামং
কুঞ্জেতত্রোদয়াস্তং প্রচলতি কুতুকাৎ পৌরবৃন্দোঽবিরামম্।
নিঃসঙ্গ সোঽবধূতঃ পরিজনসহিতঃ স্তোকমুদ্বেজিতোঽভূৎ
তঞ্চাবাধং জনৌঘং গৃহপতিঅবরুধৎ পত্রিকাসেতুবন্ধৈঃ ॥

শ্মশানবাসী সিদ্ধ বামাক্ষ্যাপা পুরীতে আসিয়াছেন শুনিয়া মরকতকুঞ্জে উদয়াস্ত অবিরাম পুরবাসিগণ কৌতুকবশতঃ যাইতে লাগিলেন। তাহাতে সেই বীতসঙ্গ অবধূত ও পরিজনবর্গ ঈষৎ উদ্বেজিত হইলেন এবং গৃহপতিও 'পত্রিকা-বিনা প্রবেশ হইবেনা —এইরূপ সেতু বা মর্য্যাদাদ্বারা ঐ অবাধ জনস্রোত বন্ধ করিলেন।

রাম সর্ব্বত্যাগী। কেবল যতীন্দ্রের কাতরাহ্বানে স্বীয় আসন ছাড়িয়া আসিয়াছেন। ভক্তের কার্য্যশেষ হইয়াছে। আর তিনি জনাকীর্ণ মহানগরীতে ধনিগৃহে থাকিতে চান না। বনবাসী মুনিগণের চক্ষে প্রাসাদ এবং গৃহিসঙ্গ কিরূপ তাহা কালিদাস কণ্বশিষ্যগণের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। রাজ-প্রাসাদ দর্শনে শার্ঙ্গরব বলিলেন,

শারদ্বত!

মহাভাগ! নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ
ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে
তথাপীদং শশ্বৎ পরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব॥

সত্যবটে এই মহাভাগ রাজা দুষ্মন্ত ধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। ইঁহার সুশাসন ফলে চতুর্বর্ণ প্রজার মধ্যে নীচও অপথে যায় নাই। তথাপি বিজনতা আমাদের চিরপরিচিত বলিয়া জনাকীর্ণ রাজগৃহে যেন অগ্নি লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

শারদ্বতও তদুত্তরে বলিলেন

জানে ভবান্ পুরপ্রবেশাত্তবেদৃশঃ! সংবেগঃ অহমপি
অভ্যক্তমিবস্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধইব সুপ্তম্
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জ্জনমিহ সুখ সঙ্গিনমবৈমি॥

জানি যে আপনি পুরপ্রবেশ করিয়াই এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছেন। স্নাত যেমন তৈলাক্তকে, শুচি যেমন অশুচিকে,

জাগ্রৎ যেমন নিদ্রিতকে, মুক্ত যেমন বদ্ধকে, সেইরূপ আমিও অত্রস্থ ভোগাসক্তজনকে দেখিতেছি।

বাম পরদিনই আব্দার লইয়াছেন যে তারাপীঠে চলুন। মহারাজা বামকে ছাড়িতে চান না। রামকে ও পাণ্ডাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন যে অন্ততঃ ৩।৪ দিন ক্ষ্যাপাকে এখানে রাখা চাই। বামের ফিরিয়া যাইবার আর এক কারণ হইয়াছে। হুতুম পেঁচা ঠিক বলিয়াছে "কি মজার আজব সহর কলকাতা।" এখানে হুজুক লাগিয়াই আছে। লোকে হুজুকে মাতিয়া আছে। পথে চলিতে চলিতে যদি একজন বসিযা পড়ে অমনি শত শত লোক জমিয়া যায়। যদি পথের ধারে ভাল্লুক নাচায়, সহস্র সহস্র লোক জুটে। নাচ তামাসার তো কথাই নাই। তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা আসিয়াছে রব উঠিয়াছে। সে নাকি কুকুর নিয়া মড়ার মাংসও খায়, শ্মশানে থাকে, ইত্যাদি কিম্বদন্তী সহস্রমুখে সহস্রধারায় প্রবাহিত।

সিঁতির বাগানে কলিকাতার লোক যেন রথযাত্রাদর্শনে যাইতেছে। ধনী, নির্ধন, বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী অনবরত ন্যাংটা ক্ষ্যাপাকে দেখিতে চলিয়াছে। ক্ষ্যাপা আত্ম-প্রসারের জন্য এখানে আসেন নাই, যে ধনীদিগকে আদর-অভ্যর্থনা করিবেন। তিনি সামাজিকতা জানেন না। তাঁহার দয়া অসীম বটে, কিন্তু পরমোপকারী, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের প্রাণস্বরূপ সূর্য্যের ন্যায় তিনি নীরবেই দয়াধারা ঢালিয়া

দিতেছেন। তাঁহার নিকট মৌখিক আবেদন নিবেদনের প্রয়োজন নাই। প্রাণের ক্রন্দনই যথেষ্ট। সুতরাং তিনি তামাসা দর্শনে সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপই করিতেছেন না। পাণ্ডারাও লোককে বাবার পক্ষে উত্তর দিতে বিরক্ত হইয়াছেন। মহারাজার কর্ণে এই কথা গেল। তিনি তৃতীয় দিবসে আদেশ দিলেন যে তাঁহার বা জলধি বাবুর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কাহারও বাগানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। লোকের সমাগম কমিল।

৮। কালীঘাটে

কালীঘট্টে বিকটিতবদনে বিশ্বমাতুঃ প্রতীকে
ছায়াং পশ্যন্ শশধরজয়িনো বক্ত্রবিম্বস্য রামঃ
ভাবাবেশাদনিমিষনয়নপ্রোচ্ছলৎ প্রেমধারো
হ্যব্যগ্রোমা শিশুরিবজননীং বর্ষীয়ানভ্যধাবৎ ॥
মা মা দেবীং স্পৃশ ইতি চকিতৈঃ পূজকৈর্বার্য্যমাণো
ভক্ত প্রাহোৎকট বিপুলমূর্ত্তীং কঃ স্পৃশেন্মাতরং তে।
নেয়ং মাতা শিশুশশীবদনা তারিণী মে মনোজ্ঞা
তাং মূর্ত্তিং নাস্পৃশদপি নিতরাং সেবকৈর্যাচ্যমানঃ ॥

কালীঘাটে বিশ্বমাতার বিকটবদন মূর্ত্তিতে তাঁহার চন্দ্রাতিশায়িনী বদনচ্ছায়া দর্শনে বামের ভাবাবেশ বশতঃ নির্নিমেষ নয়ন হইতে প্রেমধারা উচ্ছলিত হইল এবং তিনি বয়োবৃদ্ধ হইলেও শিশুর ন্যায় জননীর দিকে রোমাঞ্চিত কলেবরে ধাবিত হইলেন। "না না দেবীকে স্পর্শ করিও না" বলিয়া চকিত পূজকগণ তাঁহাকে নিবারণ করিলে, ভক্ত কহিলেন, "কে তোমাদের এই বিকট বিস্ফারিতমুখী মাকে স্পর্শ করিবে! ইনি আমার সেই বালচন্দ্রমুখী মনোহারিণী তারা মা নন।" পরে সেবকগণ "স্পর্শ করুন" বলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেও তিনি মূর্ত্তি স্পর্শ করিলেন না।

বাম মুক্ত বিহঙ্গম। তিনি কলিকাতায় যেন পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছেন। মহারাজের সেবা শুশ্রূষার ত্রুটী নাই। কিন্তু তিনি মানুষের আদর যত্ন চান না। তারামার সমাদরই তাঁহার প্রার্থনীয়। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তারামার ক্রোড় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কর্ম্মবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাব। কলিকাতার বিলাসিতা ও ধর্ম্মহীন ভাব শ্রীবামের ভাল লাগিতেছে না। একথা তিনি এই অধম সন্তানকে পরে ১৩১১ সালে তাঁহার বিচিত্র ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন:—

কালীঘাট যাত্রা

"বাবা! তোমাদের কলকত্তা সাহেব বাবাদের বুজরুকী; আগুণে জাহাজ, আগুণে গাড়ী, কত লোক, কত টাকা, কত বাড়ী কিন্তু তারা-মা তথায় নাই।" তারাপীঠের শ্মশানে যাইতে তিনি ব্যস্ত।

মহারাজার অনুরোধে পাণ্ডারা কালীঘাট যাইবার প্রস্তাব করিয়া বামকে চতুর্থদিন ধরিয়া রাখিলেন। কালীমা তাঁহার চক্ষে বড় মা, তারা মা ছোট মা। বালকের ন্যায় বাম যেন বড় মা দর্শনের লোভেই ভুলিলেন। মহারাজা পূর্ব্ব হইতে কালীঘাট দর্শনের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। সেবক হালদার মহাশয়-দিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপাকে কালী দর্শনে আনিতেছেন। একঘণ্টা মন্দিরে অন্য যাত্রী প্রবেশ না পায় তজ্জন্য পালাদারকে অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

বামকে কালীঘাটে গাড়ি করিয়া প্রাতে আনা হইল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য হালদার মহাশয়রা সপরিবারে উপস্থিত। সকলে প্রণামাদি করিলেন। উপস্থিত যাত্রীগণও বামের দর্শন জন্য উদগ্রীব। মন্দিরে অন্য লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সুতরাং তথায় জনতা নাই। তীর্থে সকলের সমান অধিকার আছে ইহা বুঝাইবার জন্য বাম বলিলেন যে সকল ছেলের সঙ্গে তিনি মার দর্শন করিবেন। সুতরাং সকলেরই অবারিত দ্বার হইল। বামকে মার সম্মুখে দাঁড় করান হইল। বড়মাকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে বাম আত্মহারা হইলেন। হৃদয়-সমুদ্রে ভক্তি-লহরী উঠিয়াছে। তাহা উচ্ছলিয়া দুনয়ন দিয়া দর দর ধারে পড়িতেছে। ভাবগাম্ভীর্য্যে রসনায় প্রিয় 'জয়তারা' রবও নাই। ভক্ত যাত্রিরা মাকে ছাড়িয়া মার প্রিয় সন্তানকে অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন ও প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে প্রভুর ভাবতরঙ্গ উত্তাল

হইল। "মা মা" বলিয়া তিনি পাষাণ-ময়ী মূর্ত্তিকে ধরিতে গেলেন। পুরোহিতেরা হাঁ হাঁ করিয়া বাধা দিলেন। তাঁহারা রামের ভাব বুঝেন নাই। সেবায়েৎ ভিন্ন কাহাকেও মূর্ত্তি স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না, এই নিয়ম। নিয়ম রক্ষার জন্য তাঁহারা নিষেধ করিলেন।

ভাবতরঙ্গ

এইরূপ ব্যাপার গৌরাঙ্গাবতারেও ঘটিয়াছিল। নীলাচল প্রবেশপথে প্রাণের আবেগে সঙ্গিগণকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রভু শ্রীমন্দিরে আসিয়া গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া পুরুষোত্তম দেখিতে দেখিতে নিষ্পন্দ নির্ব্বাক! পরে প্রেমোল্লাসে নিজ প্রাণধনকে ধরিতে যান। প্রহরিরা বাধা দিলে নিঃসজ্ঞ হইয়া মন্দির-দ্বারে পতিত হন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেই অবস্থায় তাঁহাকে প্রহরি-দ্বারা উঠাইয়া লইয়া যান। নিত্যানন্দও শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে প্রেমে অধীর হইয়া তদভিমুখে ছুটেন। প্রহরিরা তাঁহাকে বাধা দিলে তিনি সবলে তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া বেদির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলরামের গলে লম্বিত মালা কাড়িয়া লন। দাস ঠাকুরের ঐ দৃশ্য বর্ণনা কি হৃদয়গ্রাহী!—

মত্ত সিংহ গতি যিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর॥
প্রবেশ হইল গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুণয়ে সে ভাসয়ে প্রেমজলে॥

পুরুষোত্তমে মহাপ্রভু

ঈশ্বর ইচ্ছায় সার্বভৌম সেই কালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে ॥
হেন কালে গৌরচন্দ্র জগৎ-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ-সুভদ্রা-সঙ্কর্ষণ ॥
দেখিমাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হইল জগন্নাথ কোলে করিবার ॥
লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল ॥
ক্ষণেক পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কি বুঝিবে ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥
অজ্ঞ পড়িহারী সব উঠিল মারিতে।
দৈব চক্রে সার্ব্বভৌম পড়িলা দৃষ্টিতে ॥
হৃদয়ে চিন্তিলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
এই শক্তি মনুষ্যের কোন কালে নয় ॥
এ হুঙ্কার এ গর্জ্জন এ প্রেমের ধার।
যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার ॥
এই জন হেন বুঝি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এই মত চিন্তে সার্ব্বভৌম মহাধন্য ॥
সার্ব্বভৌম নিবারণে যত পড়িহারী।
রহিলেন দূরে সবে মহাভয় করি ॥
প্রভু সে হইয়াছেন অচেতন প্রায়।
দেখি মাত্র জগন্নাথ নিজপ্রিয় কায় ॥

শ্রীচৈতন্য ধীরললিত ও নিত্যানন্দ ধীরোদ্ধত নায়ক। তাই উভয়ের আচরণ-ভেদ। রাম অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রেমাভিমান লীলা দেখাইলেন। মান কেবল কান্তভাবের নিজস্ব নহে। বাৎসল্যে ও মাতৃভাবে মান আছে, বর্ত্তমান মহাপ্রভু তাই মানভরে বলিলেন—"না তোদের মাকে ছুঁবনা। তোদের মার একপেঁছে মুখ, আমার তারামা'র মুখখানি টুনকুচির মত।" কালীঘাটে মার পাষাণময়ী মূর্ত্তি তন্ত্রোক্ত কালী-মূর্ত্তির অনুরূপ নহে। পুরুষোত্তমের মূর্ত্তির ন্যায় এ মূর্ত্তি গঠনে বিশ্বকর্ম্মার শিল্প-নৈপুণ্য বিশেষ ব্যক্ত। এই মূর্ত্তির মুখমণ্ডল একপেঁচে অর্থাৎ একঝুড়িই বটে। শ্রীচৈতন্য যেমন শ্রীজগন্নাথের তাদৃশ বিকট প্রতিমূর্ত্তিতে মদনমোহন বংশীধারীরূপ দেখিয়াছিলেন, রাম সেইরূপ ভাবভরে কালীঘাটের বিকট পাষাণময় মুখমণ্ডলে তারামার দিব্য শ্রীবদন দেখিতেছিলেন। সে শ্রীবদনের শোভা মার্কণ্ডেয় মুনি দেবগণের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন,—

রামের মান

> ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণ চন্দ্র-
> বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।
> অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
> বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥
>
> শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।১২

তোমার সেই মৃদু-মৃদু হাসিভরা নির্ম্মল পূর্ণচাঁদপারা ঢল ঢল কাঁচা সোণার মত মধুর মুখখানি দেখিয়াও ক্রোধান্ধ মহিষাসুর

যে তোমাকে অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিল, ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার বটে।

ভাব ভঙ্গে শ্রীবামের বহির্নয়নে তারামার সেই ইন্দুবদন সরিয়া গিয়া পাষাণ ময় বিকট মুখ ভাসিল। তিনি তাহাই নিজ ভাষায় প্রকাশ করিলেন।

হাল্‌দার মহাশয়রা তথায় উপস্থিত। তাঁহারা পুরোহিত-দিগকে ভৎর্সনা করিলেন এবং অপরাধ ক্ষালনের জন্য বলিলেন "না বাবা, আপনি স্পর্শ করিতে পারেন", এবং স্পর্শের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। বাবা পুরোহিতের উপর ক্রোধ করেন নাই। পুরোহিত দ্বারা মা-ই বাধা দিয়াছেন। তাঁহার চক্ষে সকলই মার খেলা। সুতরাং মারই উপর অভিমান হইল। আর তিনি মার পাষাণ-মূর্ত্তি স্পর্শ করিলেন না।

অভিমানে ভক্ত কবি গাহিয়াছেন :—

মা আমায় আর, আদর ক'রো না,
ক'রোনা নিওনা নিওনা কোলে।
ব্যথা পেওনা ফেলনা অশ্রু
ব'য়ে যাওয়া ছেলে ম'লে॥
আগুনে পুড়িয়া হ'য়ে গেছি ছাই
ধূলা ছাড়া আর কোথা আছে ঠাঁই,
একেবারে গেছে শুকাইয়া প্রাণ
দুঃখে পাপে তাপে জ্বলে॥

কত যে সয়েছ কত যে মেরেছ
কত যে কহেছ কত যে বকেছ
যত কেশে ধরে টেনেছ উপরে
তত যে ডুবেছি অতল জলে ॥
ফেলে যাও আর ক'রনা যতন,
ফিরাও বদন সরাও চরণ
ছাড় মোর আশা মোছ ভাল বাসা
বুকে লাথি মেরে যাও চলে ॥

প্রভুর হৃদয়ের ভাব আমরা কি জানিব। তবে তিনি মার ব'য়ে যাওয়া ছেলে নহেন। তিনি মার আচলের ছেলে; মা ভিন্ন জানেন না। মাকে দেখিয়া মার কোলে উঠিতে গেলেন। তাহাতে মা বাধা দেওয়ায় বোধ হয় শিশুর ন্যায় অভিমানভরেই তিনি মার কোলে আর গেলেন না।

৯। মূলাজোড়ে

মূলোজোড়গ্রামে সুরসরিদমলে কালীকাধাম পুণ্যং
চতুষ্পাঠীশোভাচ্ছুরিতমিবযশঃ খুল্লতাতস্য মূর্ত্তম্।
যতীন্দ্রঃ সানন্দং পরিজনসহিতো বাষ্পপোতেন নিত্যে
পশ্যা গাঙ্গেয়াম্ভঃকণ-মৃদুমরুতাসেবিতং বামদেবম্ ॥

পুরো দেব্যাস্তস্মিন্ পুলকিতনো নির্নিমেষাক্ষিধারে
মুদা মাতর্মাতধ্বনিমুখরিত প্রাঙ্গণে ভক্তবীরে।
জনাঃ প্রেম্না হৃষ্টা বিগলিতমদাচার্যবর্য্যৈঃ সবাষ্প-
স্বরো মাতর্মাতধ্বনিমুচ্চরন্ মেঘবিস্ফুর্জ্জিতাভম্॥

গঙ্গাতটস্থ মুলোজোড় গ্রামে নিজ খুল্লতাত প্রসন্ন কুমারের মূর্ত্ত যশঃস্বরূপ চতুষ্পাঠী শোভিত পবিত্র কালী বাড়ীতে গঙ্গাম্বুশীকরশীতল ও মৃদুল মরুতে বীজ্যমান বামদেবকে গঙ্গার বক্ষ দিয়া বাষ্প পোতে সানন্দে সপরিবার যতীন্দ্র মোহন লইয়া গেলেন। তথায় দেবীর সম্মুখে সেই ভক্তবীর রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন। তাঁহার নির্নিমেষ নয়ন হইতে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। আনন্দে তিনি মা মা রবে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত করিলে তত্রস্থিত দর্শকবৃন্দ তাঁহার প্রেমে যেন আবিষ্ট হইয়া সাশ্রুনয়নে আপনা আপনি মেঘগম্ভীর স্বরে মা মা রব করিয়া উঠিল। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণও বিদ্যা-গর্ব্ব ত্যাগকরতঃ "মা মা" বলিলেন।

কলিকাতা হইতে কিয়দ্ দূরে উত্তরদিকে শ্যামনগরের নিকট মূলাজোড নামক গ্রাম। এখানে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের কীর্ত্তি দেদীপ্যমান। তিনি স্বনাম-ধন্য পুরুষ। ধনী জ্ঞাতির দেওয়ানি ছাড়িয়া প্রৌঢ়াবস্থায় ইংরাজী ও ফার্সি শিখিয়া সদর দেওয়ানি আদালতে উকিল হন। ঐ ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজা মহারাজা উপাধি না পাইলেও তিনি কলিকাতায় একজন

প্রসন্ন কুমার

বিশিষ্ট গণ্য মান্য ব্যক্তি ছিলেন। শাসনকর্ত্তার ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য পদ পান। তাঁহারই সম্পত্তি পাইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্র মোহন মহারাজা হইতে পারেন। প্রসন্ন কুমার বিদ্যোৎসাহী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন চর্চার জন্য তিন লক্ষ মুদ্রা দিয়াছেন। তাহার ব্যাজ হইতে বৎসর বৎসর একজন অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হইয়া স্মৃতিশাস্ত্রের ও মহম্মদি সরা প্রভৃতির বর্ত্তমান কালোপযোগী ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যান গ্রন্থাকারে পরিণত হয়। এই নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এখন নানা কথা শুনা যায় বটে কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা তাহার জন্য দায়ী নহেন।

মুলাজোড়ে কীর্ত্তি

প্রসন্ন কুমার সংস্কৃত শিক্ষার জন্য মূলাজোড় চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তৎসঙ্গে কালীমাতার মূর্ত্তিও স্থাপিতা। মন্দির ও চতুষ্পাঠী দর্শনীয়। বঙ্গের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ তথায় কাব্য, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি অধ্যাপনা করেন। দেবীসেবারও সুব্যবস্থা আছে। একাধারে বিদ্যা ও ধর্ম্ম চর্চ্চার কারণ প্রসন্ন কুমার যথেষ্ট সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন।

যতীন্দ্র মোহন মুলাজোড়ের কালী দর্শনোপলক্ষে বামকে আর দুই এক দিন ধরিয়া রাখিতে প্রয়াসী। কলিকাতা হইতে মুলাজোড় পর্য্যন্ত গঙ্গাবক্ষে যাতায়াত মনোরম। তজ্জন্য একখানি ছোট জাহাজ ভাড়া হইল। পথে জলযোগের ও

মুলাজোড়ে প্রসাদের বিশিষ্ট আয়োজন হইয়াছে। বামের জন্য কারণ ও সম্বিদাদির অভাব নাই।

জলপথে যাত্রা

সপরিবার যতীন্দ্র মোহন সানুচর বামকে লইয়া ভাগীরথী বক্ষে বাষ্পপোতে মরালের ন্যায় চলিয়াছেন। দুইপার্শ্বে নগরে ও উপনগরে কতশত হর্ম্ম্য ও দেবায়তন শোভা পাইতেছে। পাণ্ডারা বড়ই হৃষ্ট। এরূপ সুযোগ কখনও তাঁহাদের অনেকের অদৃষ্টে ঘটে নাই। মহারাজও বামকে পাইয়া আনন্দিত। বাম সদানন্দ। কারণানন্দও করিতেছেন। ক্রমে সকলে মুলাজোড়ে পৌঁছিলেন।

কালা বাটীতেও ধূমধাম। আজ দেবীর রাজভোগ। চতুষ্পাঠীতেও আনন্দ। ছাত্রগণের অনধ্যায়। অধ্যাপকগণেরও বামদর্শন কৌতূহল। তাঁহারা শুনিয়াছেন যে বামাক্ষ্যাপা একপ্রকার নিরক্ষর, কিন্তু সিদ্ধপুরুষ।

কালাবাটী

শ্রীচৈতন্যকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রথম যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বামকে সেই চক্ষেই দেখিতেছেন। কেহ কেহ বা শ্রদ্ধান্বিত।

বামের অপেক্ষায় পূজা হয় নাই। মন্দিরে আসন, পুষ্প, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপাদি ষোড়শোপচার আছে। বাম মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বারে বসিয়া পড়িলেন। পুরোহিত ঠাকুর জানাইলেন যে তাঁহার জন্যই এই পূজার আয়োজন। সম্মুখে বৃহৎ কোশা,

গঙ্গাজলে ভরা। বাম তাহা দুই হাতে উঠাইয়া গঙ্গাজল প্রায় শেষ করিলেন। কোন কোন অধ্যাপক এই নূতন আচমনে হাসিতেছেন। মনে করিতেছেন বাম তন্ত্রানভিজ্ঞ। আচমনাদির বিধি বিদিত নহেন। জল পান করিয়াই বাম নির্নিমেষ নয়নে প্রতিমার দিকে চাহিলেন। চক্ষু স্বভাবতঃ প্রেমরাগে রঞ্জিত। তার উপর কারণ করিয়াছেন। পাষাণ প্রতিমা তাঁহার নয়নে সজীব জননী।

মার মূর্ত্তি-দর্শনে প্রভুর ভক্তিগঙ্গা উদ্বেলিত। নয়ন ধারায় তাহা বক্ষ ভাসাইয়া বহিতেছে। ক্ষণেক পরে শ্রীমুখ হইতে "মা" "মা" নাদ বহির্গত হইল।

প্রতিমা দর্শনে সমস্ত মন্দির কাঁপিয়া গেল। "মা" "মা" রবের গভীর প্রতিধ্বনি উঠিল। নাদসিদ্ধের হৃদয়ের নাদে সমবেত জনমণ্ডলীর হৃদয়তন্ত্রী বাজিল। স্বতঃ সমস্বরে সকলেই 'মা' 'মা' বলিয়া উঠিলেন। সমস্ত মন্দির-বাটী মুখরিত। দর্শক বৃন্দ ভক্তিরসে আপ্লুত। তাঁহাদের শরীর পুলকে পূরিত। অধ্যাপকগণের

মা মা রব

পাণ্ডিত্যাভিমান তিরোহিত। বামের বাহ্য পূজা নাই। সুতরাং নৈবিদ্যাদি কোন বহিরুপচার লাগিল না।

তাঁহার পূজা তান্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে :—

হৃৎপদ্মমাসনং দত্তাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনশ্চার্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ ॥

তেনোদকেনাচমনং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্।
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রংস্যাৎগন্ধতত্ত্বেন গন্ধকম্ ॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপংপ্রাণং প্রকল্পয়েৎ।
দীপার্থং তৈজসং তত্ত্বং নৈবেদ্যার্থং সুধাম্বুধিম্ ॥
অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা শব্দতত্ত্বেন গীতকম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি কামাদিং বলিমাহরেৎ ॥
এবং যোগময়ী পূজা বায়ুতত্ত্বেন চামরম্ ॥

যোগময়ী পূজা

সাধক স্বীয় হৃৎপদ্মকেই ইষ্টদেবতার আসনরূপে এবং সহস্রার হইতে চ্যুত অমৃতধারাই শ্রীচরণ যুগলে পাদ্যরূপে অর্পণ করিবেন। তিনি মনস্তত্ত্বকে অর্ঘ্যরূপে কল্পনা করিবেন। সহস্রারামৃতোদক দ্বারা আচমনীয় ও স্নানীয় দিবেন। আকাশ-তত্ত্বই বস্ত্ররূপে, গন্ধতত্ত্ব গন্ধদ্রব্যরূপে, চিত্তই পুষ্পরূপে, প্রাণ ধূপরূপে কল্পনীয়। তেজস্তত্ত্বই দীপ, সুধাম্বুধিই নৈবেদ্য, অনাহত ধ্বনিই ঘণ্টা, শব্দতত্ত্বই গীত, ইন্দ্রিয়চেষ্টাই নৃত্য, কামাদিই বলিরূপে আহরণীয়। ইহাই যোগময়ী পূজা। ইহাতে বায়ুতত্ত্বই চামর। ঐরূপ পূজা সমাপনান্তে শ্রীরাম মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহার চতুঃপার্শ্বে জনতা। কত লোক পদধূলি লইবার প্রয়াসী। কিন্তু পাণ্ডারা রামের পদস্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছেন, সকলে প্রণাম করিলেন। প্রভু কিছু বলিতেছেন না। হরিতানন্দাদি চলিতেছে। কথোপ-কথন না করিলেও রাম সকলের হৃদয়ে স্বীয় আনন্দভাব আধার-

আনন্দময়

ভেদে অল্পবিস্তর মাত্রায় দিয়াছেন। সকলেই বিশুদ্ধানন্দ ভোগ করিতেছেন। পুরোহিত মহাশয় বাহ্য পূজা সারিলেন। নিত্যই তিনি মাকে ষোড়শোপচারে পূজা করেন। কিন্তু সে পূজায় তাঁহাব প্রাণ-মনঃ পড়ে না। আজ বাম কি গুণ করিয়াছেন। পুরোহিতের হৃদয় ভক্তি গদগদ। প্রাণের আবেগে তিনি পূজা করিলেন। পূজা যে প্রাণহীন ব্যাপার নহে বুঝিলেন। ভোগ সরিল।

বাহ্যপূজা

প্রসাদ প্রার্থী বহু। সকলের পাতা হইল। বামকে পৃথক্ স্থানে বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাম তাহা বুঝিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে সকলের সঙ্গেই বসিলেন। রাজভোগ বামের সম্মুখে উপস্থাপিত হইল। তারাপীঠে তারামার ভোগ নহে। বাম দেখিয়া বলিলেন "মহারাজার মা বড় মা, বড় লোক।" পাণ্ডারা বলিলেন "হাঁ বাবা"। বাম আপামর সাধাবণের সহিত প্রসাদ পাইলেন। পাণ্ডারা তাঁহার জন্য তথায় বসিতে বাধ্য হইলেন। অধ্যাপকগণ শাস্ত্রেই পড়িয়াছিলেন নির্ব্বিকার পুরুষ, এক্ষণে স্বচক্ষে দেখিলেন নির্ব্বিকার মহাপুরুষ কিরূপ। নিখিল সমবেত জনতাই তাঁহার ক্ষণিক সঙ্গে ভক্তি-মাধুর্য্য অনুভব করিল। মুলাজোড় হইতে অপরাহ্নে বামকে লইয়া কলিকাতার দল ফিরিল। মহারাজার ইচ্ছা বামকে আরও দুই একদিন রাখেন। কিন্তু বামকে রাখিবার আর উপায় নাই। তাঁহাকে Zoo-garden ও museum দেখাইব বলা চলে না। বামও

আর থাকিতে চান না। তাঁহার কলিকাতার লীলা শে হইয়াছে। সুতরাং তৎপরদিনই রামের প্রস্থান ঘটিল মহারাজা পাণ্ডাদের বিদায় করিলেন। রামকেও সম্মা দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আশা বড়। তাঁহারা সন্তুষ্ট হন নাই রামের কোন আশা নাই। তিনি মহানন্দে নিজাধিকারে ফিরিলেন।

১০। ভক্তজীবন।

ক্ষণমপি সেবিতো বিভুরদাৎ কুলস্থিতৌ নন্দনম্।
তমমরনাথ নামামিষতোঽমরশ্রিয়া রঞ্জয়ন্ ॥
অভয়পদাশ্রয়েণ চ শিশুং তত্তার মারীভয়াৎ।
ত্রিজগতি ভক্তজীবনধনো নকোঽপি রামং বিনা ॥

ক্ষণমাত্র সেবিত হইয়াও সেই বিভু ভক্তের বংশরক্ষা কারণ আনন্দবর্দ্ধক পুত্র দিয়া সেই শিশুর অমর নাথ নাম রাখিয়া অমরগণের ঐশ্বর্য্যে ভুষিত করত: অভয়পদাশ্রয়দানে তাঁহাকে মহামারী ভয় হইতেও উদ্ধার করেন। ত্রিজগতে রাম ব্যতীত আর কে ভক্ত-জীবন-ধন আছে?

শ্রীবামের দয়া অপার। সংসারীর জন্য কত ক্লেশই স্বীকার করিতেন। তাহাদের প্রারব্ধ কর্ম্মস্রোতঃ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেন। সেইরূপ বরের ফলে চম্পা নগরের তারক নাথ মহাশয়ের বংশধর পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রের কল্যাণ কামনায় বাম একরূপ জাগরূক ছিলেন। তিনি তাহার নাম রাখেন অমর নাথ। তারাপীঠ-বাসিনী ক্ষীরোদা দেবী দ্বারা বলিয়া পাঠান যেন পুত্রের কল্যাণে নিত্য তারা মাকে মানৎ দেওয়া হয়। তদবধি তারক নিত্য মানৎ দিবার জন্য স্বীয় পাণ্ডা নবীনকে বার্ষিক বৃত্তি পাঠাইতেন। ক্ষীরোদা দেবী আরও বামের আদেশ বলিয়া আসেন, যেন পুত্রটীকে পঞ্চম বর্ষ হইলে তারা-পীঠে আনা হয়।

বামের কৃপা

তারক সুখী ধনি-সন্তান। তারা-পীঠে তিনি আসিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এই জন্যই বোধ হয় ১৩০৮ সালে ভাগলপুরে প্লেগের ভয় দিয়া সপুত্র তারককে তথা হইতে সিউড়িতে লইয়া আসেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ভক্তি-পরায়ণা। তিনি চম্পা নগর হইতে বরাবর তারাপীঠে আসিয়া বামের চরণ দর্শন করতঃ সিউড়িতে ফিরিলেন। তারকনাথ মাকে ও পুত্রকে লইয়া তারাপীঠে আষাঢ় মাসের প্রারম্ভেই আসিলেন।

তারাপীঠে তারক

তারাপীঠের ইতিহাস বহুদিন হইতে শুনিয়াছিলেন। কল্পনা-নেত্রে তারাপীঠের একটা ছবি দেখিতেন। অদ্য চর্ম্মচক্ষে তারা মার মন্দির, ভীষণ শ্মশান এবং শ্মশানেশ্বর শ্রীবামকে স্বীয় রাজ্যে দেখিয়া তাঁহার

অভূতপূর্ব্ব ভাব আসিল। শ্রীবামের চরণে পিতা, পুত্র ও পিতামহী ভক্তিভরে লুটাইয়া আনন্দ পাইলেন। ক্ষীরোদা দেবীর যাত্রী বলিয়া নবীন তাঁহার পাণ্ডা হইলেন। তারামার পূজা প্রভৃতি ঘটার সহিতই হইল। পাণ্ডা ঠাকুরের প্রণামী মন্দ হইল না। ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হইল।

অপরাহ্নে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ বসিয়াছেন। পাকা ভোজ, লুচি তরকারি মিষ্টান্নাদি। অভিমান বশতঃ ব্রাহ্মণগণ তারা মার আঙ্গিনায় ভোজনে বসেন না। মন্দিরের পাঁড়ি প্রভৃতি উচ্চ স্থানে বসিয়াছেন। বামকে আশ্রম হইতে আনিবার জন্য বারবার লোক যাইতেছে। বাম পাঁচ ছয়টী কুক্কুর সঙ্গে শেষে মন্দির বাটীতে আসিলেন। রাজ পথ হইতে বার পাইটী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া মন্দির বাটির দ্বার পার হইয়াই দক্ষিণ ধারে আঙ্গিনায় বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার জন্য উচ্চস্থানে বরাসন হইয়াছে। যেখানে ইতর জাতি আছে, বাম সেইখানে বসিলেন।

ভোজ

তিনিই তো শঙ্করাচার্য্যকে জ্ঞান দিবার জন্য কাশীতে চণ্ডাল রূপে দেখা দেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণ-বর্গের জ্ঞানোদয় হইল না। তারক নাথ বামের ভাবে বিমুগ্ধ। শিষ্টাচার দেখাইয়া তাঁহাকে বরাসনে অনিবার বাণী সরিল না। বামকে সেইখানেই পাতা করিয়া আহার দেওয়া হইল। দুষ্টা শ্বেত ফুল, কালু বাবু প্রভৃতি কুক্কুর সহ বাম আনন্দে ক্রীড়া করিতে করিতে আপন মনে ভোজন করিতে লাগিলেন। তারক নাথ পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

অৰ্দ্ধ ভোজন হইতে না হইতে আকাশে ঘনমসী ছড়াইয়া-ছিল। মেঘে সূর্য্যদেব আবৃত। বৃষ্টি পড়ে পড়ে। 'ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে হৈ চৈ উঠিল—"শীঘ্র আন শীঘ্র আন।" ঝড় উঠিল। পরিবেশকগণ ত্বরান্বিত হইলেন। বামের ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি তাঁহার সাথীদের লইয়া কতই খেলা ক'রিতেছেন। ইহার মুখে লুচির টুকরা, উহার মুখে মাংস' ইত্যাদি প্রসাদ দিতেছেন ও তাহাদের প্রসাদ পাইতেছেন; তারক নাথের প্রাণ ব্যাকুল হইযাছে। বৃষ্টির জন্য ব্রাহ্মণ ভোজন পণ্ড না হয়।

বৃষ্টি গুম্ভন

তিনি ক তরে বামকে মনে মনে জানাইলেন,—"লজ্জা নিবারণ! নিজ মাতৃশ্রাদ্ধে যেমন সহোদরের লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে আমারও সেইরূপ লজ্জা নিবারণ কর।" তারক বামের মাথার উপর ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইলেন। বাবা তঁ'হার প্রার্থনা শুনি'লন। বৃষ্টি থামিয়া গেল। এক ঘ টার উপ' আক'শ ভ্রুকূটী মাত্র করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির ভোজন হইলে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তারক নাথ ক্ষীরোদার মুখে বা'ম' মাতৃশ্রাদ্ধের উপা-খ্যান শুনিয়াছিলেন. আজ 'ক্ষে তা'হ দেখিলেন।

পরদিন মহাশয়জীর মাতাঠাকুরাণী বামকে পারমার্থিক কথা জিজ্ঞাসা করেন। বা'দেব তাঁহাকে সাধ্য ও সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তারকের মাতা কাশী-মৃত্যু বর চান। বাম তাহাই দিলেন। ভক্তিমতী বৃদ্ধা কয়েক বৎসর পরে কাশীতে উত্তরায়ণে দেহ রক্ষা করেন।

১১। আশুতোষ

ব্যাধেরসাধ্যাদপি মৃত্যুবক্ত্রাৎ ত্রাতা শরণ্যশ্চ সুখপ্রসাদ্যঃ।
মনুষ্যভাবেঽপি জহৌনবাম-স্তামাশুতোষত্বঃ প্রকৃতিং স্বকীয়াম্॥

অসাধ্য ব্যাধি হইতে এমন কি মৃত্যুর করাল কবল হইতে ত্রাণকারী শরণাগতবৎসল সুখে প্রসাদনীয় বাম মনুষ্যজন্মেও স্বীয় আশুতোষ স্বভাব ত্যাগ করেন নাই।

দেবগণের মধ্যে শ্রীবাম জীব কল্যাণে সতত জাগরূক। সমুদ্রমন্থনে ঘোর হলাহল বিষ জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে তিনি সেই কালকূটও জগতের হিতার্থ পান করেন। তিনি মহা কারুণিক ও আশুতোষ। তিনি সকলের শরণ্য, তাঁহার শরণ্য কেহ নাই। উৎকট তপস্যা ও প্রগাঢ় ভক্তি প্রভৃতি পাইলে তবে প্রসন্ন হইবেন, এরূপ নহে। এক বিল্বদলেই

আশুতোষ

'বরং বৃণু' বলেন। শ্রীমদ্ভাগবদাদি পুরাণে বর্ণিত যে বকাসুরকে বর দিয়া তিনি স্বয়ং বিপন্ন হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আশুতোষ স্বভাব যায় নাই। শাস্ত্রের এই আদর্শ ছবি নররূপী বামেও ছিল। তিনি স্বয়ং 'যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্ট' শ্মশান বাসী। জীবগণের মঙ্গলই তাঁহার অনুধ্যেয়। তাহাদের ইহামুত্র কল্যাণ বিধান করিতে তাহাদের নিকট কিছুই চাহিতেন না। অনেক সময় অযাচিত ভাবেও কৃপা করিতেন। তিনি

আশুতোষ কিনা একটী কাহিনী হইতে প্রকাশ পাইবে। সন ১৩৩৮ সালে আষাঢ় মাসে বামের তিরোভাব মহোৎসবে আমরা কলিকাতা হইতে তারাপীঠে যাইতেছি। তদুপলক্ষে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য রামপুরহাট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া দ্বারকা নদী পার হইয়াছি। দ্বারকার পূর্ব্বতীরে সরলপুর গ্রামের পাড়া। সেখানে কয়েক ঘর লেট প্রভৃতি জাতীয় লোকগণের বাস। মোট বহিবার জন্য তাহাদের আবাহন হইয়াছে। ১০।১২ জনের মাথায় মোট দিয়া আমরা কয়েকজন চলিতেছি আমার সঙ্গে একটী পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক মোট লইয়া যাইতেছে। পুরুষকে কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম "ওরে বাবা। জানিস কেন তারাপীঠে এ সব মোট যাচ্ছে?" সে বলিল "হাঁ গো, বামের মোচ্ছব।" "বামের মোচ্ছব কেন?" জিজ্ঞাসায় বলিল "বামের কাছে অনেক লোক আসতো; তাঁহার মরবার পর তারা মোচ্ছব করে।" "বামের কাছে কেন অনেক লোক আসতো রে?" প্রশ্নে উত্তর পাইলাম, "সে যে সাধু ছিল বাবু"। কথোপকথন জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঐ স্ত্রীলোক কে?" সে বলিল "আমার স্ত্রী।" আমার চক্ষে উভয়ের বয়সের পার্থক্য বেশী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম "ও কি তোর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী?" সে বলিল, "না গো, আমার বয়সও কম, রোগে রোগে আমি বুড়িয়ে গেছি। আমার মহা-ব্যাধি হয়েছিল।" তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কিসে গেল?" সে কহিল "খ্যাপার দয়ায়।" কি ব্যাপার খুলিয়া বলিতে

বলায় শুনিলাম ঐ ব্যক্তির মহাব্যাধি অর্থাৎ গলিত কুষ্ঠ হয় অবস্থানুসারে চিকিৎসা করিয়া যখন অসাধ্য ব্যাধি গল ন তখন জীবনে হতাশ হইয়া "বলং বলং দৈববলং" ভাবিয়া রোগী বামের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল। বাম বুঝিতে পারিলেন। একদিন সে যখ, বাটী ফিরিয়া আসিতেছে বাম তাহাকে বলেন, "ওবে। পথের ধারে শ্মশানে একখানা হাড় আছে, তাহা সরিযে দিয়ে যাস।" ভক্তিভরে আর্ত্ত তাই করিতে গিয়া কাঁচা হাড়ের ভয়ানক দুর্গন্ধ পায়। অন্নপ্রাশনের অন্নও সে গন্ধে উঠিয়া আসিবার উদ্যোগ করে। তথাপি প্রাণের দায়ে সে নাকে কাপড় দিয়া সে হাড়খানি সবাইয়া দিল। সেই দিন হইতেই ব্যাধি কমিতে আরম্ভ হইল। মাস খানেকের মধ্যে সে নির্ব্ব্যাধি হইল। প্রাণ পাইল।

উপহাসচ্ছলে তাহাকে বলিলাম "তুই বাবা। বামের কৃপায় প্রাণ পেয়েছিস, তবে এ বামের মোচ্ছবের মোট বহিতে তুই কিছু নিবি না তো?" সে সরল প্রকৃতি, তাহার মনে হইল বোধ হয় বাবুরা দাম দেবে না। ভয়ে ভয়ে বলিল—"বাবু! তা কি হয়, আমি যে বামকে খুসি করেছি।" "কি করে কল্লে?" বলায় সে উত্তর দিল "কেন এক পয়সার গাঁজা একদিন দিয়েছি। তিনি খুব আহ্লাদ করে তা নিয়েছেন।" তখন ভাবিলাম "বাম! তুমি যথার্থই আশুতোষ।" চক্ষু দিয়া জল পড়িল।

১২। কর্ণধার

যস্যাঙ্ঘ্রিপোতেন ভবাম্বুধিং তরন্
শ্রেয়ো মুমুক্ষুস্তু বিপত্তরঙ্গিণম্।
তীর্ণোমহেন্দ্রঃ শ্রিয়মাপ্নুতে শুভাং
তং কর্ণধারং নরবামমাশ্রয়ে॥

যাঁহার শ্রীচরণতবী সংযোগে মুমুক্ষু জীব ভবসাগর পার হইয়া শ্রেয়ঃ বা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হন, পক্ষান্তরে মহেন্দ্র বিপদ্রূপ নদীমাত্র উত্তীর্ণ হইয়া শুভা শ্রী প্রাপ্ত হন, সেই নৃমূর্ত্তি শিব কর্ণধারকে শরণ লইতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের প্রিয় মেধাবী শিষ্য। গুরু তাঁহাকে যজুর্ব্বেদ অধ্যাপনা করান। যাজ্ঞবল্ক্য বিদ্যাভিমানে অহঙ্কৃত হইয়া সতীর্থগণকে অবহেলা করিলে গুরু তাঁহাকে কঠোরদণ্ডে দণ্ডিত করেন। গুরুশাপে শিষ্য গুরুদত্ত বিদ্যা হইতে বঞ্চিত হইয়া বিদ্বন্মণ্ডলীতে লাঞ্ছিত হন।

যাজ্ঞবল্ক্য

'সূর্য্যদেব ত্রয়ীময়' বোধে তিনি তখন সূর্য্যের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বাত্মা জ্যোতির্ম্ময় দেব তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া নূতন যজুর্মন্ত্র প্রদানে যাজ্ঞবল্ক্যকে কৃতার্থ করেন। সেই মন্ত্ররাশি শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী নামে প্রচারিত হইল। তাহার শেষাংশ ঈশোপনিষৎ। তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ।

এ যুগেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। প্রায় পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্বে বঙ্গদেশে নেহালচাঁদ বৈরাগী নামক জনৈক সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার যশঃ-সৌরভে নানা ভক্ত ও শিষ্য জুটে। তন্মধ্যে রাইমোহন বৈরাগী মোক্ষপথের পথিক। সাধনপথ অতি সঙ্কট ও কণ্টকাকীর্ণ। গুরুভক্ত হইলেও গুরু তাঁহাকে কঠিন পরীক্ষা করেন। সামান্য অপরাধে তাঁহার সাধনপথে কণ্টক দিয়া গুরু দেহরক্ষা করিলেন। শ্রীগুরুর অন্তর্ধানে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার উপায় রহিল না। তখন রাইমোহন উন্মত্তবৎ নানাস্থানে মহাপুরুষ অনুসন্ধানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। শেষে তারাপীঠে শ্রীবামের শরণাপন্ন হন। আশুতোষ বাম তাঁহাকে সহজে কৃপা করিলেন। কিছুদিন সঙ্গে রাখিয়া তাঁহাকে গুরুশাপ হইতে মুক্ত করতঃ সাধনের উচ্চস্তরে লইয়া যান। রাইমোহনের প্রাণে শান্তি আসে। তাঁহার চক্ষুরুন্মীলিত হইলে তাঁহার ত্রিকালদর্শিতাদি বিভূতি বিকশিত হয়। ক্রমে তিনি শ্রীবামের চরণতরী ধরিয়া ভবসাগরোত্তরণের অধিকারী হইলেন।

রাইমোহন

শ্রীবামের কৃপালাভের পর রাইমোহন কেঁদুলিতে দিন কতক থাকেন। শিউড়ির মহেন্দ্র নারায়ণ রুজ নামক মোদক তাঁহার দর্শন পাইয়া আকৃষ্ট হন। মহেন্দ্রের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া রাইমোহন মহেন্দ্রের বাটীতে আসেন ও কিছুকাল অবস্থিতি করেন। মহেন্দ্র সামান্য বাংলা জানিতেন ও শিউড়িতে জাতিব্যবসা করিতেন। তাহাতে উন্নতিলাভ করিয়া তিনি বিষয়-সম্পত্তি

অর্জ্জন করেন। অর্থ অনর্থের মূল। কুলোকের চক্রান্তে মহেন্দ্র দলিলজালকরণ অভিযোগে দায়রা সোপরদ্দ হইলেন।

মহেন্দ্র বিপন্ন

রাইমোহন বাবাজী তাঁহাকে তারাপীঠ-ভৈরবের শরণ লইতে উপদেশ দেন। কাতরপ্রাণে মহেন্দ্র বামের শরণ লইলেন। অন্তর্য্যামী তাঁহাকে নিরপরাধ জানিয়া অভয় দিলেন। মহেন্দ্র ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। রাইমোহন অন্যত্র চলিয়া গেলেন। এখন বাম মহেন্দ্রের একমাত্র আশ্রয় হইলেন। শত্রুভয়ে মহেন্দ্র সিউড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র বসবাসের অভিলাষী হন। বামই তাঁহার সহায় সম্বল জানিয়া তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তকে সামীপ্যাধিকার দিবার জন্য বলিলেন।—"রামপুর-হাটে 'জয়তারা' নামে দোকান খুল।" মহেন্দ্র সত্বর দেওয়ানি কাছারির সম্মুখে ময়রার দোকান খুলিলেন। দিন দিন ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে লাগিল। অচিরে মহেন্দ্র ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিলেন। মহেন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নহেন। তাঁহার ধারণা বামের কৃপায় তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি। সুতরাং শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শ্রীবামের প্রতি ভক্তিভাবও বর্দ্ধিত হয়। তিনি বামকে প্রথম প্রথম 'প্রভু' বলিয়া ডাকিতেন। পরে ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে তাঁহাকে 'বাবা' বলিতেন। বীতরাগী বামও তাঁহাকে পুত্রবৎ দেখিতেন। ক্বচিৎ রামপুরহাটে শ্রীবামের শুভাগমন হইলে তিনি মহেন্দ্রের বাসায় স্বতঃই আসিতেন। মহেন্দ্র নিজ বাটিতেও শ্রীবামকে সেবা করিয়াছেন। এবং

তিনবার তিনি তাঁহার তিনখানি ফটো তুলিয়া লন। বামের ভক্তরাও মহেন্দ্রের কাছে সুপরিচিত ও আদরের পাত্র। এমন কি বামের কুকুর নিত্যসঙ্গী কালু ভুলু প্রভৃতিও মহেন্দ্রের বাটী চিনিত এবং মধ্যে মধ্যে মহেন্দ্রের আদর পাইবার জন্য রামপুর-হাটে ছুটিয়া আসিত। যতদিন শ্রীবাম স্থূলদেহে ছিলেন মহেন্দ্রের পুত্রপরিবার ও শ্রী অক্ষুন্ন ছিল। শ্রীবামের দেহরক্ষার পর মহেন্দ্রের একমাত্র পুত্র চলিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রের ধারণা শত্রুপক্ষ তাহাকে বাণ মারিয়া নষ্ট করিয়াছে। তাঁহার দৌহিত্রাদি বর্ত্তমান। তিনি দীর্ঘজীবী। ঐহিক স্বার্থের জন্য তিনি বামকে ভজনা করেন। কল্পতরু বাম তাঁহার ঐ বাসনা পূর্ণ করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মহেন্দ্রের প্রাণে ভক্তিভাবও জাগ্রত করেন। শ্রীবামের দেহ রক্ষার পর তাঁহার সারমেয় ছলছল নেত্রে আসিয়া রামপুরহাটে মহেন্দ্রের নিকট থামে। তাহাতে মহেন্দ্র উদ্বিগ্ন হন। অচিরে তিনি দুঃসংবাদ শুনিয়া তারাপীঠে ছুটিলেন। পিতার বিরহে পুত্রের ন্যায় তিনি কাঁদিয়া আকুল হন। বামের সমাধিমন্দির নির্ম্মাণে তিনি কায়িক পরিশ্রম করেন। শ্রীবামের বার্ষিক মহোৎসবে তিনি যথাসাধ্য মিষ্টান্নাদি দিয়া সাহায্য করিতেন। শ্রীবামের চিত্র বাটীতে স্থাপনা করিয়া নিজ প্রভুর পূজায় তিনি শ্রদ্ধাভক্তির আস্বাদন লন। তৎফলে পুত্রশোকাদিতে তিনি কাতর হন নাই বা পুত্রপৌত্রাদিতে তাদৃশ আসক্ত হন নাই।

১৩। কল্পবৃক্ষ

আর্ত্তাণামশ্রুধারাং সদয়াপমৃজন্নর্থিনামর্থদাতা।
ভাবার্দ্রেজ্ঞানবীজং ক্বচিদপি বিকিরন্ বর্দ্ধয়ন্ তত্ত্বভাসাং॥
জিজ্ঞাসূনাং তদন্তস্তদমৃতফলমাস্বাদয়ন্ জ্ঞানিনশ্চ।
শ্রীবামো ভূক্তিমুক্তিপ্রসবনিরুপমো জঙ্গমঃ কল্পবৃক্ষঃ॥

আর্ত্তগণের অশ্রুধারা সদয় ভাবে মুছাইয়া, অর্থিগণের সদর্থ পূর্ণ করিয়া, তন্মধ্যে কোন ভক্তিভাবসিক্ত হৃদয়ে জ্ঞানবীজ বপন করতঃ, জিজ্ঞাসুগণের হৃদয়ে সেই বীজ বর্দ্ধিত করিয়া এবং জ্ঞানিগণকে সেই বীজের অমৃতময় ফল আস্বাদন করাইয়া ভোগমোক্ষরূপ ফলদাতা অতুলনীয় বাম সচল কল্পবৃক্ষ।

গীতামতে ভক্ত চতুর্বিধ,—(১) আর্ত্ত অর্থাৎ রোগ-শোকাদি পীড়িত, (২) অর্থী অর্থাৎ বিশিষ্টপ্রয়োজনাপেক্ষী, (৩) জিজ্ঞাসু অর্থাৎ জ্ঞানপিপাসু এবং (৪) যোগী। তাঁহারা সকলেই ভগবানের অনুগৃহীত। ভগবন্মূর্ত্তি শ্রীবামও আর্ত্তের আর্ত্তিহর, অর্থীর অর্থদাতা, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানবিকাশক ও জ্ঞানীর মোক্ষদাতা। ভাবুক, আর্ত্ত ও অর্থীর হৃদয়েও তিনি জ্ঞানবীজ বপন করেন। কল্পশ্রুত কল্পবৃক্ষ কেবল ভোগই দেয়। বামরূপ কল্পবৃক্ষ, ভোগ ও মোক্ষ উভয়বিধ ফল দিয়া থাকেন।

বামের নিকট সহস্র সহস্র ব্যক্তি সহস্র সহস্র বাসনা লইয়া গিয়াছেন। অধিকাংশই আর্ত্ত ও অর্থার্থী। সকলেই অল্প বিস্তর সফলকাম হইয়াছেন। নিরভিমান নরদেব নিজে তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন—একথা বলিতেন না। "সিমুলতলার মাটী লইয়া যাও", "তারামাকে জানাও" ইত্যাদি বলিতেন। তারামার কৃপায় বা ক্ষেত্র-গুণে ভাবসিদ্ধি, আর্ত্তের আর্ত্তি-হরণ ও অর্থার্থীর অর্থ ঘটিল, ইহা জানাইতেন। তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের প্রাণে ভক্তি-ভাবও জাগাইয়া পরম কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিতেন। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু তাঁহার আদরের পাত্র ছিল। জ্ঞানী ছিল তাঁহার প্রিয়তম। মধ্য ও অন্ত্য লহরীর সমস্ত উপাখ্যানই এ বিষয়ে প্রমাণ। তদতিরিক্ত আরও কয়েকটী উদাহরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে।

হাওড়া ব্যাঁটরায় শ্রীপ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাওড়ায় Burn Coর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। বৃদ্ধ বয়সে তিনি হিসাব নিকাশের তছ্রূপের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া বিপন্ন হন। হাওড়া আদালতে কলিকাতা হইতে বড় Counsel লইয়া যান। দৈবশক্তি আশ্রয় জন্যও স্বীয়পুত্র মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়কে বামের কৃপা প্রার্থনায় পাঠান। মন্মথ নাথ তারা-পীঠে ছুটিলেন। প্রসন্নের প্রতি বাম প্রসন্ন ভাব দেখাইলেন। মোকদ্দমা মিটিয়া গেল। প্রসন্নের সম্মান রক্ষা হইল। মন্মথ বামের ভাব দর্শনে মুগ্ধ

হইলেন। তাঁহার ভক্তি ভাবের উদ্রেক হইল। শ্রীবামকে হৃদয়াসনে বসাইয়া আজীবন ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন।

কলিকাতা বি. কে. পাল এভিনিউ নিবাসী প্রভাত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মোকর্দ্দমার বিপাকে পড়িয়া বৃষ্টি বর্ষা উপেক্ষা করিয়া ৺তারাপীঠ গিয়া শ্রীবামের শরণাপন্ন হন। প্রথম দু' এক দিন বাম তাঁহার প্রতি উদাসীন ভাব দেখান। - তিনি মনে মনে প্রভুকে কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তৃতীয় দিনে বর্ষা কাটিলে আকাশ পরিষ্কার হইল। শ্রীবাম তাঁহাকে বলিলেন "এখন কি দেখিতেছ? যাও, মেঘ কাটিয়াছে।" তিনি ফিরিয়া আসিলেন। অল্প দিনেই বহুদিনের জটিল মোকর্দ্দমায় তাঁহার জয়লাভ হইল। তদবধি তিনি দেবতাজ্ঞানে অনন্যমনে শ্রীবামকে পূজা করেন। এই ঘটনাটী তিনি কলিকাতায় শ্রীবামের এক জন্মোৎসবে বর্ণনা করিলেন।

রামপুরহাটের প্রধান উকিল শ্রীঅনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সজ্জন ও সত্যপরায়ণ ব্যক্তি। মোকর্দ্দমায় তিনি কখনও অন্যায় পক্ষ সমর্থন করিতেন না। অনন্ত বাবু রামপুরহাটে হিন্দুদিগের মধ্যে সততাদি গুণের কথঞ্চিৎ অভাব বোধে স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের সহিত মিশিতেন। তাহাতে তাঁহার স্বধর্ম্মিগণ তাঁহাকে গুপ্ত ব্রাহ্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার কন্যার বিবাহ কালে ঐ ব্যাপার লইয়া একটা গণ্ডগোল হইবার উপক্রম হয়। স্থানীয় শ্রীশ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় সহযোগে ভ্রম-সংশোধন ঘটাইলে সহজেই সে গোল মিটিয়া যায়। শেষ

বয়সে সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিবার ঔৎসুক্য অনন্ত বাবুর আসে। বামকে তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। তিনি যশঃ ও অর্থ সাধনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া বামকে আনিতে তাঁহার মুহুরী শ্রীশশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারাপীঠে পাঠাইলেন। অনন্তের জ্ঞান-পিপাসা যথার্থ জানিয়া বাম অনন্ত বাবুর বাটিতে আসেন এবং একদিন অহোরাত্র তাঁহার সেবা লন। অনন্ত বাবুর অবস্থা ভালই, তাঁহার বসত বাটির অন্দর মহল পাকা দ্বিতল ও সদর মহল কতক কাঁচা, কতক পাকা; সদরে একটি সুন্দর কূপ আছে। বাম ঐ কূপের নাম 'চন্দ্র কৃষ্ণ' দেন। সনাতন ধর্ম্মের রহস্য অতি সরল কথায় তাঁহাকে গোপনে বুঝাইয়া দেন এবং নিজ প্রিয় শিষ্য রসিকচন্দ্রকে প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহার বাটিতে রাখিয়া দেন। অনন্ত বাবু ও তৎপত্নী বামের কৃপাভাজন হন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পরও তৎপত্নী এবং পুত্রগণ রসিক দাদাকে সাদরে তাঁহাদের গৃহে রাখেন। স্বনামধন্য বাগ্মী ও স্বদেশহিতৈষী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্ত বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি "তারা খ্যাপার" প্রিয়ভক্ত। তাঁহাদের বাটিতে পরে তারা দাদার অবাধ গতায়াত হয়।

শীতল চন্দ্র নামক জনৈক দারোগার সহসা নির্ব্বেদ উদয় হয়। তিনি বামের নিকট দীক্ষার জন্য ছুটিয়া আসেন। বাম তাঁহাকে দীক্ষা দিতে নারাজ। তিনিও বামের শ্রীপদ ছাড়িবেন না। বাম তাঁহার কঠোর পরীক্ষা করিলেন। যে কারণ-যন্ত্র তিনি বামকে উপহার দিয়াছেন, বাম সবলে উহাদ্বারা তাঁহার

মস্তকে আঘাত করিলেন। ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। শীতল সহাস্য মুখে বলিতেছেন—"এ চরণ আমি ছাড়িব না।" সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। শেষে বাম তাঁহাকে দীক্ষা দেন।

মল্লার পুরের সারদা শুঁড়ি মধ্যে মধ্যে বামের নিকট যান। তাঁহার বৈরাগ্য উদিত। বাম তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। শুঁড়ি সারদাকে বাম কেন এত আদর করেন এই প্রশ্ন ব্রাহ্মণ ভক্ত সুবোধের মনে উঠিলে বাম শিক্ষা দিবার ছলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সকলকে—"বাবা! শুঁড়ি দেখবে?" বলিয়া সুবোধকে ও "বাবা! ব্রাহ্মণ দেখবে?" বলিয়া সারদা শুঁড়িকে দেখান। সারদা দাদাতে আমরা ব্রাহ্মণোচিত ভাব দেখিয়াছি। সারদাকে বাম কারণ প্রসাদ দিয়াছেন, সারদা তাহা লইয়াছে,—এই দৃশ্যে তারা খ্যাপা উগ্র হইয়া "তুই বেটা শুঁড়ি পাত্র ধরিতে জান না, বামের সহিত চক্রে বসিবার সাধ!" এই বলিয়া ছুরি খুলিয়া সারদার ডান হাতে সবলে আঘাত করিলেন। রক্ত পড়িতে লাগিল। সারদা কোন প্রতিবাদ করিলেন না। তারা খ্যাপার প্রতি বিরূপ জনৈক পাণ্ডা রামপুরহাটে সদরে এই রক্তপাতের কথা অতিরঞ্জিত করিয়া জনাইলে দারগা তদন্তে আসেন। সারদা এজেহারে তারা দাদার কোন দোষ দিলেন না। সারদা বামের কৃপায় মৌনাবলম্বন পাইয়াছিলেন।

নন্দ পাটনি গঙ্গাপুত্র—জাতিতে চণ্ডাল। তাহার গলিত কুষ্ঠ হয়। দুই হাতের ও পায়ের কতক কতক অঙ্গুলীর অগ্রভাগ

খসিয়া পড়ে। আর্ত্তিতে বামের শরণাপন্ন হয়। বাম তাহার গলিত কুষ্ঠ নিরাকরণ করিলেন ও 'দেবদুর্লভ চরণ' দিলেন। তারা খ্যাপা বলেন নন্দকে বাম স্বীয় উত্তর-সাধকতার উচ্চ অধিকারও দেন।

হালিসহরের অতুল চন্দ্র—শিব ভক্ত। তিনি সদ্-গুরু-লাভের জন্য কাতর হইলে দেবাদিদেব স্বপ্নে তাঁহাকে তারাপীঠে বামের নিকট যাইবার আদেশ দেন; অতুল দাদা ছুটিলেন। বাম সবই জানিয়াছেন। তিনি সহজেই অতুল দাদাকে কোল দিলেন। তিনি দীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এ জীবনে তিনি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সালিখা নিবাসী শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র হালদার, কপিল চন্দ্র গাঙ্গুলী, ননীলাল ঘোষ, ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিনকড়ি ঢোল একবার গুড ফ্রাইডের ছুটিতে শ্রীবামের নিকট যান। তাঁহার শ্রীমুখে ভাবপ্রাণ ও সুর-তাল-লয়-যুক্ত অপার্থিব গান শুনিয়া এবং তাঁহার ভাব দেখিয়া বিমোহিত হন। তাঁহার গানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাশ্রু দর দর ধারে বহিয়া পরিধেয় আলখেল্লা ভিজাইয়া প্রেম যমুনা বহাইয়া দিল। কি অপার আনন্দ তাঁহারা এই মহাপুরুষ সংস্পর্শে লাভ করিলেন তাহার বর্ণনা ভাষায় কুলায় না। যখন তাঁহারা বসিষ্ঠাসন সিমূলতলায় বসিয়া বাবার শ্রীমুখের গান শুনিয়া বিহ্বল হইয়া আছেন এমন সময় কোথা হইতে এক বিকট দুর্গন্ধ আসিয়া দম বন্ধ করিবার উপক্রম করিল। "আর এখানে

তিষ্টিতে পারিতেছি না" এই কথা বাবাকে বলামাত্র সহসা তথায় এক স্বর্গীয় সৌরভ আসিয়া তাঁদের মনপ্রাণ বিমোহিত করিল। অতি উৎকৃষ্ট আতর এসেন্স প্রভৃতি সেই গন্ধের কাছে তুচ্ছ।

বারান্তরে দেখা গেল রামপুর হাট হইতে একজন ধনী ময়রা আসিয়াছে স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া। তিনি মায়ের নিকট বলিদান দেন। অবিনাশও দেন। অবিনাশের ইচ্ছা ছিল ঐ বলিদানের প্রসাদ বাবার ভোগ দিয়া সকলের মধ্যে বণ্টন হইবে। বাবাকে বলায় বাবারও ইচ্ছা তাই দেখা গেল। ময়রা তাতে রাজী নয়। রসুই হইল। পরে দেখা গেল ময়রার সমস্ত খাদ্য কোথায় উধাও। অবিনাশের খাদ্যাদিতে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হইল। বাবা কিছু বলিলেন না, একটু হাসিলেন।

সিমূল তলায় বাবার পূজা অদ্ভুত ব্যাপার। একদিন অবিনাশ বাবাকে ধরিয়া সিমুল তলায় লইয়া গেলেন। "বাবা পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে।" বাবা উত্তরে বলিলেন "আমি কি পূজা জানি রে।" অনেক করিয়া বলায়, বাবা "তারামার শিলা পাদপদ্মের সম্মুখে বসিলেন। হাতে ফুল চক্ষু আরক্তিম দর দর ধারায় বক্ষ প্লাবিত মন্ত্র "ওঁং তারা ওঁং তারা ওঁ তারায়ৈ বৌষট স্বাহা।" অপার্থিব ভাবের বন্যা ছুটিল। "জয় তারা রবে" মনে প্রাণে ভক্তির উৎস ছুটাইয়া দর্শক সকলে কাঁদিয়া আকুল হইল।

অবিনাশ বলিল "বাবা নাস্তি বিনাশ, রক্ষ অবিনাশ বাবা সে ভাব বুঝিলেন। তাঁকে পারের কড়ি দিলেন।

সন্তান তরঙ্গ

১। যোগেশ্বর

যোগেশ্বরং ভিন্নত্রিসপ্তচক্রং কূটস্থিতং তন্ময়মিদ্ধবোধম্।
ছায়াবপুর্ব্যাপ্ত ত্রিসপ্তলোকং বামাভিধানং পুরুষং নমামি॥

যিনি যোগেশ্বর এবং স্থূলসূক্ষ্মপরভেদে ত্রিবিধ শরীরে ত্রিসপ্তগ্রন্থিভেদ করিয়াছেন যাঁহার পরিণামাদি ভাবান্তর নাই, যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মময়, যাঁহার চৈতন্যদেদীপ্যমান যিনি নিজ প্রতিবিম্বে ত্রিসপ্তভুবন ব্যাপিয়া আছেন, সেই বাম নামক পুরুষকে প্রণাম করি।

সন্তানগণের সহিত লীলায় শ্রীবামের যোগৈশ্বর্য্য প্রকট। যোগ দ্বিবিধ—হটযোগ ও রাজযোগ। হটযোগই রাজযোগের সোপান স্বরূপ। হটযোগের উদ্দেশ্য শরীর সুস্থতা ও চিত্তস্থৈর্য্য। চতুরশীতি প্রকার আসন বন্ধ ও নেতিধৌতি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শরীরকে নীরোগ, লঘু, দৃঢ় বাতাতপ ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বন্দ্ব-সহ করিয়া প্রাণায়ামে বায়ুস্তম্ভনে চিত্তচাঞ্চল্যপহরণ পূর্ব্বক মহামুদ্রাদি সাধনে কুণ্ডলীশক্তি জাগরণ হটযোগের ফল। কুণ্ডলীশক্তি জাগ্রত

হটযোগ

হইলে অনিমাদি বিভূতি আসে। কিন্তু মুক্তি রাজযোগ সাধ্য। তাহার নামান্তর সমাধি, উন্মনীলয়, নিরালম্ব, নিরঞ্জন, সহজা তুর্য্যা জীবন্মুক্তি।

সলিলে সৈন্ধবং যদ্বৎ সাম্যং ভজতি যোগতঃ।
তথাত্মমনসো চৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে॥
যদা সংক্ষীয়তে প্রাণো মানসং চ প্রলীয়তে।
তদা সমরসত্বং চ সমাধিরভি-ধীয়তে॥
তৎ সমং চ দ্বয়োরৈক্য জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
প্রণষ্টসর্ব্বসঙ্কল্পঃ সমাধিঃ সোঽঅভিধীয়তে॥
বিবিধৈরাসনৈঃ কুম্ভৈঃ বিচিত্রৈঃ করণৈঃ পরং।
প্রবুদ্ধায়াং মহাশক্তৌ প্রাণঃ শূন্যে প্রলীয়তে॥
উৎপন্নশক্তিবোধস্য ত্যক্তনিঃশেষকর্ম্মণঃ।
যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে॥
সুষুম্নাবাহিনি প্রাণে শূন্যে বিশতি মানসে।
তদা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নির্মূলয়তি যোগবিৎ॥

জলে সৈন্ধব লবণ মিলিত হইলে যেমন উভয়ে সমতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মন ও আত্মা মিলিত হইলে উভয়ের যে একরূপতা ঘটে তাহাকে সমাধি বলে। যখন প্রাণবায়ু ক্ষীণ এবং মনের লয় হয় তখন তাহাদের যে আত্মার সহিত সমরসত্ব অর্থাৎ এক-রূপতা হয় তাহাই সমাধি নামে অভিহিত। সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভাব ও সমাধিপদব্যাচ্য। তখন সমস্ত সঙ্কল্প সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হয়।

স্বস্তিকাদি নানা আসনবন্ধ, নানাবিধ কুম্ভক ও মহামুদ্রাদি বিচিত্র হঠসিদ্ধি করণ দ্বারা কুণ্ডলীশক্তি প্রবুদ্ধা হইলে শূন্যে প্রাণের লয় হয়। যে যোগীর কুণ্ডলীশক্তি জাগিয়াছে, যিনি সমস্ত কর্ম্ম পরিহার করিতে পারিয়াছেন তাঁহারই সহজাবস্থা জন্মে। যখন প্রাণবায়ু কেবল সুষুম্না নাড়ীতে বহিতে থাকে এবং মন শূন্যে লীন হয় তখন যোগী সমস্ত কর্ম্ম নির্ম্মূল করিতে পারেন। যে পর্য্যন্ত প্রাণ সর্ব্বনাড়ীতে সঞ্চারিত এবং যে পর্য্যন্ত মনের লয় না ঘটে, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নহে। যে মনুষ্য প্রাণ ও মনঃ উভয়কে লয় করিতে পারেন তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। মোক্ষের অন্য উপায় নাই।

রাজযোগ

পাতঞ্জলদর্শনে রাজযোগের ব্যবস্থা—পাতঞ্জলী মতে চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ। চিত্তের বৃত্তি সমূহ সম্পূর্ণরূপে লয় হইলে জীবাত্মাতে স্বরূপ প্রকাশ পায়। মনের পঞ্চভূমি, বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র ও যোগ। ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্তভূমিতে চিত্তচাঞ্চল্য; মূঢ়ভূমিতে চিত্তের তমোভাব। একাগ্রভূমিতে চিত্তের একবিষয়ে প্রণিধান বশতঃ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। নিরোধভূমিতে চিত্তের লয়ে আরও চৈতন্য জাগরণ। দৃঢ় অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত নিরোধ হয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধে বিশিষ্ট প্রযত্নের নাম অভ্যাস। ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য। প্রকৃতিপুরুষান্যথাখ্যাতি অর্থাৎ চৈতন্যময় পুরুষ প্রিয়োপলীলা প্রকৃতি হইতে পৃথক এই জ্ঞান

সমাধি

জন্মিলে চরম বৈরাগ্য। সবিতর্ক সবিচার সানন্দ ও সস্মিতভেদে একাগ্রসমাধি চতুর্ব্বিধা। তাহাতে ব্যুত্থান আছে। নিরোধ সমাধি অর্থাৎ সর্ব্ববিধ যে সমাধিতে বৃত্তি জ্ঞানের লয় হয় সেই সমাধিই যথার্থ সমাধি। এইরূপ সমাধি দ্বারা বাসনাবীজ ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া কৈবল্যলাভে পুরুষ মুক্ত হন। বাম রাজযোগীশ্বর। হঠযোগ সাধন করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। কিন্তু তিনি হঠযোগেও সিদ্ধ। হঠযোগাভ্যাসী তারাক্ষ্যাপা বামের হঠযোগ সিদ্ধিদর্শনে বিস্মিত। প্রভু কখনও বিনা মুদ্রায় থাকিতেন না। শ্রীবামলীলার আদিলহরীতে যে প্রতিকৃতি আছে সেই তাঁর শেষ চিত্র। এই চিত্রে শ্রীতারার লেলিহানাদি মুদ্রা বর্ত্তমান। অন্য চিত্রে শীতলী প্রভৃতি মহা মুদ্রা দেখা যায়। ষঠচক্রভেদই হঠযোগের সীমা। কুণ্ডলীশক্তিকে সুষুম্নায় ষঠচক্রভেদ করতঃ সহস্রারে স্থাপনই হঠযোগের পরাকাষ্ঠা। আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে ব্রহ্মদ্বারে সোমচক্র গুপ্ত। সহস্রারে মুলাধারাদির অনুরূপ সূক্ষ্মচক্রসপ্ত গুহ্যাতিগুহ্য। স্থুল শরীরে এই চতুর্দ্দশ চক্র। সূক্ষ্ম শরীরেও তদনুরূপ সূক্ষ্ম সপ্তচক্র। বাম উক্ত ত্রিসপ্তচক্রই ভেদ করেন। এই অবস্থায় যোগী ইচ্ছানুরূপ শরীর ধারণ করিতে পারেন। যোগশাস্ত্রে নির্ম্মাণকায়ার

ত্রিসপ্তচক্রভেদ

কৌশলের যে ইঙ্গিত আছে বামে পূর্ণমাত্রায় ছিল দেখা যায়। সন্তান তারণ পদ্ধতি তার দিকদর্শন স্বরূপ।

মহাপুরুষগণ সংসারে নির্লিপ্ত থাকিলেও জীব কল্যাণে সতত

জাগরুক। কল্যাণ দ্বিবিধ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ। অবিদ্যাত্মক অনিত্য ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসুখই প্রেয়ঃ। মূঢ় জীব প্রেয়ঃ প্রার্থী। বিজ্ঞজীব শ্রেয়স্কামী। উভয়ের প্রভেদ শ্রুতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন।

শ্রেয়ঃ

অন্যৎ প্রেয়োঽন্যদুতৈব শ্রেয়
তে উভে নানার্থে পুরুষং বিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধু
র্ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।

কঠোপনিষদি।

নচিকেতা পিতৃবচনে যমালয়ে গমন করিয়া তিন দিন অপেক্ষা করিলে প্রোষিত যমরাজ আসিয়া ব্রহ্মবর্চ্চস অতিথিকে বরত্রয় দিতে চাহিলেন। জ্ঞান পিপাসু নচিকেতা প্রথমে অগ্নিবিদ্যা চাহিলেন। গুরু শিষ্যকে নানা ঐহিক পারত্রিক ভোগ সুখ-কর, বরদানের প্রলোভন দেখাইলেও যখন শিষ্য ভুলিলেন না তখন যম বলিতেছেন—প্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ঃ বিভিন্ন। তাহাদের প্রয়োজনও ভিন্ন। উভয়ই পুরুষকে বদ্ধ করে। তদুভয়ের মধ্যে যিনি শ্রেয়ঃ চান তিনি সাধু আর যিনি প্রেয়ঃ চান তিনি পরম পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হন।

ভগবান কল্পতরু। জীব যাহা চায় তিনি তাহার কর্ম্মা-নুসারে তাহাই দেন। শ্রেয়স্কামী ও প্রেয়স্কামী উভয়েই তাঁহার ভক্ত প্রথমটী অন্তরঙ্গ দ্বিতীয়টী বহিরঙ্গ।

অন্তরঙ্গ

শ্রীরামের বহিরঙ্গ ভক্তগণের সহিত লীলা বর্নিত

হইয়াছে। অধুনা অন্তরঙ্গগণের সহিত গুরু গম্ভীর লীলা বর্ণনীয়া।

মধ্যলহরী, সংস্থান তরঙ্গ

২। নন্দ

শ্রীমদ্বিপ্রং সগোত্রং সুরসিকং ভিষজং প্রাপ্তমাসন্নবাসং।
জীবন্মুক্তং চ কৌলং নিজকুলশিরসি স্থাপয়ন্ নন্দিকল্পং
শ্রীবামো দিব্যলীলাং ভুবি নবমধুরামাততানান্তরঙ্গৈঃ॥

ধনসম্পদশালী সগোত্র সুরসিক চিকিৎসক রসিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক ব্রাহ্মণ আত্মবিস্মৃত হইয়া তারাপীঠের সন্নিহিত স্থানে বাস করিতেছিলেন। বামের শ্রীতারানাদ শ্রবণে অধীরা তিনি যেন জাগ্রত হইয়া মোহপারাবারে শ্রীবামতরণি ধরিলেন। প্রভু তাঁহাকে ঐ পারাবার হইতে ত্রাণ করিয়া জীবন্মুক্তিকর কৌলত্বদানে নিজগণের নায়ক নন্দিকেশের পদে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীবামঅন্তরঙ্গের সহিত মর্ত্তধামে নিত্য নূতন মধুর দিব্যলীলার অবতারণা করিলেন।

বৈষ্ণবগণ বলেন ভগবান অবতীর্ণ হইলে তাঁহার মধুর অন্তরঙ্গগণও লীলার্থ অবতীর্ণ হন। শ্রীবাম অবতীর্ণ হইলে তাঁর পার্ষদগণও অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে প্রভুর নন্দিকেশের সহিত লীলাই অগ্রে বর্ণনীয়া।

তারাপীঠের সন্নিকট খরুণগ্রাম। তথাকার চট্টোপাধ্যায় বংশ বর্দ্ধিষ্ণ গৃহস্থ। তাঁহাদের অন্যতম রসিকচন্দ্র ১২৬০ সালে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি বাঙ্গলা ও সামান্য ইংরাজী শিখিয়া ডাক্তারী ব্যবসা পান। পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার না হইলেও শীঘ্রই খ্যাতযশঃ লাভ করেন, ক্রমে প্রসার বাড়ে। যৌবনেই ঘোড়া ও পাল্কী রাখিবার সঙ্গতি আসে। বিবাহ ঘটে, সন্তানও হয়।

গৃহী

শ্রীবামের নাম শুনিয়া, রূপও দেখিয়া আকৃষ্ট হন। পরে শারদজ্যোৎস্নাধৌত নিশীথে বামের "জয়তারা" নাদ অর্দ্ধক্রোশ-দূরস্থিত নিজ বাটীতে শুনিয়া তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি ঘন ঘন বামের নিকট আসিতে থাকেন। সংসার চিন্তা ত্যাগ করিয়া বামের নিকট বসিয়া থাকেন। তাঁর হাবভাব দেখেন কথা শুনেন, তাঁর সেবাও করেন। যিশু বলিয়াছেন —অর্থের সেবা ও ভগবানের সেবা সমকালে অসম্ভব।" রসিকের ব্যবসা প্রতি শৈথিল্য আসিল। রোগীরা তাঁকে বাটীতে পায় না। সুতরাং প্রসার কমিল। আর্থিক অসচ্ছলতা ঘটীল। গৃহে রসিকের উপর অনুরোধ উপরোধ অনুযোগ অভিযোগ হইতে লাগিল। "তিনি যেন বামের নিকট এরূপ ঘন ঘন যাইয়া আখের নষ্ট না করেন"। কিন্তু কিছুতেই রসিকের চৈতন্য হইল না। তিনি অর্থ-সেবা ছাড়িয়া বামের সেবাই একান্ত মনে লইলেন। বামও তাঁকে

আশ্রয়লাভ

কোল দিলেন। অচিরে করুণাময় গুরু তারাপীঠ মহাশ্মশানে শ্মশান বাসিনীর বীর সাধন পদ্ধতি দিয়া তাঁর নাম রাখিলেন "বীরপুত্র"। পরে বাম তাঁকে পূর্ণাভিষিক্ত করেন।

বাতাতপ হইতে বামের শরীর রক্ষার জন্য রসিকেরই আগ্রহ হয়। তিনি বাবাকে বলেন—বাবা, একটু আশ্রয় না হইলে কি করিয়া চলে? আপনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, আমরা ত ঝড়বৃষ্টি সহিতে পারি না। বাবা ভক্তের ইচ্ছায় বিঘাত দিলেন না। রসিকের চেষ্টায় জ্যোৎকুণ্ডের পশ্চিমে শ্মশানের পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান স্থানে সন ১৩০০ সালে একখানি চালাঘর উঠে। রসিক মজুরদের সহিত দেওয়াল দিয়াছিলেন। বাবাও তাঁর দেখাদেখি ঐ ঘরে যোগাড় দিয়াছেন। ঘরখানি পূর্ব্বমুখী। তার উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পার্শ্বে বেষ্টিত দাওয়া ছিল। দক্ষিণ দাওয়ায় ভক্তগণ চুল্লী করিত। উত্তরদিকের খোপে বাবার কুকুর থাকিত। রসিক দাদা প্রায়ই আশ্রমে থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে বাটীতে যাইতেন। ধান জমি যা কিছু ছিল তার আয়ে সংসার কায়ক্লেশে চলিত।

গুরুসঙ্গ

যখন তিনি উপার্জ্জনক্ষমছিলেন তখন তাঁর স্বজন এক'ন্ন ছিলেন। তিনি উপার্জ্জন ছাড়িলে আত্মীয়েরা পৃথগন্ন হন। রসিকের তাতে দৃক্‌পাত ছিল না। তিনি বামকে লইয়া উন্মত্ত। বামের অন্য কোন সন্তান পিতার সঙ্গ তাঁর মত পান নাই। তিনি ধন্য। রসিক শ্রীগুরুর

জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি বীরভাবাপন্ন, বীরাচারী আনন্দময় জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। কখনও রামপুর হাটের উকিল অনন্তলাল বন্দো-পাধ্যায়ের বাটীতে যাইতেন। অনন্তবাবুর ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে প্রবণতা ছিল। রসিকদাদার প্রভাবে তিনি সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন।

বীরাচারী

রসিকদাদার কথাতেই বাম অনন্তবাবুর বাটীতে আসেন। এঁর চেষ্টায় রামপুরহাটে আরও অনেক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হয়।

বাবা রসিককে নিজ স্বর্গারোহিনী বিদ্যার পরিচয় ভঙ্গিতে দেন। রসিকদাদা বামের স্থূলশরীরে কখন বামরূপ কখনও ত্রিশূলধারী রুদ্ররূপ প্রভৃতি নানারূপ দর্শন করিয়াছেন। তিনি বামের সহিত বহুবার চক্রানুষ্ঠানে বসিয়াছেন। "তারা মাই বাবার 'আশ্চর্য্য' "ভৈরবী" রসিকদাদা জানিয়াছিলেন। বামই যে সদাশিব তাহা তাঁর স্থির ধারণা আসিয়াছিল। তিনি বামের সহিত কত গান গাহিয়াছেন। বামের প্রিয় সঙ্গীত তাঁহার অনেক জানা ছিল। তন্মধ্যে একখানি—

মনপবনের নৌকা বটে বেয়েছে মন কালী ব'লে।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার সে সুবাতাসেতে বাদান তুলে।
কালীনামে কর হাল কুণ্ডলিনী কর পাল।
সুজন কুজন আছে যারা তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে।
কমলাকান্তের নেয়ে নোঙ্গর তোল মন দুর্গা ক'য়ে।

পড়িবে তুফানে যবে নাম গাহিবে সবাই মিলে ॥

তিনি নিজে বামের জীবনী লিখিবেন ইচ্ছা করেন। কিন্তু ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয় নাই। বামের সমাধিও তিনি দেন।

বাম স্বদেহে যখন ছিলেন তখন আমার সহিত রসিক-দাদার সাক্ষাৎ হয় নাই। উভযে উভয়ের নামমাত্র শুনিয়াছিলাম। বামের দেহরক্ষার পরে রামপুরহাটে অনন্তবাবুর বাটীতে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ পাই। তখন তিনি প্রৌঢ়। তাঁর উন্নত নাতিস্থূল নাতিকৃশ দেহ দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুসমন্বিত; সৌম্য বীরভাবব্যঞ্জক বদনমণ্ডল. রুদ্রাক্ষভূষিত দীর্ঘবক্ষ গৈরিকঅধোবাস শোভিত নিম্নাঙ্গ দেখিয়া আমার শ্রদ্ধাভক্তি আসে। তিনি কতই প্রেমের সহিত আমাকে কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া আদর করেন। তখন অনন্তবাবু গত হইয়াছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কলিকাতায়। মধ্যমপুত্র ভূপেন্দ্রের উপর সংসারের ভার। স্বদেশ হিতৈষী জিতেন্দ্র তখন বিখ্যাত হ'ন নাই। রসিকদাদার সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত আমার ঘনিষ্টতা জন্মে। অনন্তবাবুর পত্নী ও পুত্রগণ অত্যন্ত আতিথেয়, বহুবার তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি।

রসিকদাদা বামের স্মৃতিসংরক্ষিণী সমিতিতে যোগ দিয়াছিলেন। সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণে তিনি যথাসাধ্য পরিদর্শনাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীগুরুর দেহরক্ষা তিথি মহোৎসবে তিনি যোগদান করেন। শেষ বয়সে রামপুরহাটের বিশ্রুত উকিল

দেহরক্ষা

শ্যামানন্দ মুখোপাধ্যায় এঁর বাটীতেই বেশীর ভাগ থাকিতেন ও তাঁর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। বাবার দেহরক্ষার অল্প কয়েক বৎসর পরেই রসিকদাদা নিজ জন্মভূমিতে দেহরক্ষা করেন। তারাপীঠে শ্রীগুরুর সমাধির নিকট তাঁর দেহের সমাধি হইয়াছে।

নন্দী শিবের নিত্যানুচর। কূর্ম্মপুরাণ মতে শিলাদমুণি যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিলে তিনি উত্থিত হন। পুরাণান্তরে তিনি শালঙ্কায়ন মুনির পুত্ররূপে বর্ণিত। কল্পভেদে মতদ্বৈধের সমাধান কর্ত্তব্য। তাঁর জন্ম যে শিবাংশে তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই।

মায়াযোগবলোপেতস্ত্র্যক্ষো বৈ শূলপাণিধৃক্।
রূপবান্ গুণবাংশ্চৈব বপুষাদিত্য-সন্নিভঃ॥

নন্দীকল্প

তিনি যোগবলে বলীয়ান, মায়াশক্তিসম্পন্ন, ত্রিলোচন, শূলধর, রূপবান, গুণবান এবং সূর্য্যতুল্য তেজস্বী। তাঁহার নামান্তর নন্দীকেশ, নন্দিষেণ, শিলাদি ইত্যাদি। রসিকচন্দ্র নররূপী বামদেবের নন্দিকেশ। তিনি দীর্ঘকায় তেজস্বী রূপবান, গুণবান, বামের নিত্যানুচর।

৩। নববীরভদ্র।

বৃদ্ধাং মাতরমাকুলাং চ তরুণীংজায়াংত্যজন্ যৌবনে
শ্রীবামং প্রভুমাসসাদ কুলদানন্দঃ শ্মশানে দ্বিজঃ।
তং বামো নববীরভদ্রমনুগং কর্ম্মিষ্ঠমাসাদয়ৎ।
শ্রী—কৈলাসপতিং স্বরাজসতনুং শান্তো বিভুঃ কর্ম্মণে।

বৃদ্ধমাতা ও তরুণী ভার্য্যাকে শোকে ভাসাইয়া যৌবনে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলদানন্দ নামক দ্বিজ শ্মশানে পূর্ব্বপ্রভু বামকে পাইলেন। তিনি বীরভদ্রের অবতার। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য বীরভদ্রের সৃষ্টি। বীরভদ্রউর্জ্জিতরজোগুণ ও কর্ম্মনিষ্ঠ। তাঁহার সেই রজোভাব যায় নাই। কিন্তু স্রষ্টার রুদ্রভাব এ শ্মশানলীলায় নাই। এ অবতারে তিনি শান্ত শিব সুন্দর। কর্ম্মাতীত বাম প্রাচীন সংস্কারবশে ভক্তের তান্ত্রিকানুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হইলেন। শ্রীকৈলাশপতিরজোভাবাপন্ন, ডাবুকের অনাদিলিঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা এবং তান্ত্রিকানুষ্ঠানে তৎপর। তিনি শ্রীবামের রজোমূর্ত্তি। অতএব তাঁহারই নিকট প্রভু বাম কুলদানন্দকে পাঠালেন।

১২৯৫ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর থানার অন্তর্গত চাঁদাইপুরের কুলদানন্দ নামক জনৈক গৃহস্থ যুবাকে বাম আকর্ষণ করেন। কুলদানন্দের জন্ম সন ১২৬২ সালে ২২শে আষাঢ়। বাল্যকালে তিনি বাংলা ইংরাজী ও সংস্কৃত কিছু

শিক্ষা করেন। পিতৃবিয়োগে যৌবনেই সংসারের ভার পড়িলে বহরমপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলা শিক্ষকতা করেন। তাঁহার সুপারিশে শেষ বর্ম্মাযুদ্ধে অস্থায়ী চাকুরী পান। যুদ্ধাবসানে বাটী ফিরেন। পৈতৃক জমি হইতে মোটা ভাতের সংস্থান ছিল। বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই

সংসার ত্যাগ

বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মভাব প্রবল। আর শ্বশুরবাড়ীতে গেলেন না। বৃদ্ধা মাতা ও তরুণী পত্নীর বন্ধন কাটাইয়া ১২৯৪ সালে গৃহ ছাড়িলেন। বৎসরখানেক এদিক ওদিক ঘুরিলেন।

কুলদানন্দ বামের নাম পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়াছিলেন। তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। ১২৯৫ সালে শারদীয়া পূজার পর চতুর্দ্দশী মেলায় তারাপীঠে আসিলেন। বামের ভাব দর্শনে বামকে জীবন্ত ভৈরবজ্ঞান করিলেন। পাঁচছয়দিন বামের পাছু পাছু ফিরিলেন। অবসর পাইলেই বামের পা চাপিয়া ধরিতেন। বাম বলিতেন—"ছাড় ছাড়্ আমায় কি কুঠে করিবি"? ভক্তকে পরীক্ষাও করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বলিতেন—"ব্রাহ্মণকুমার, বৃদ্ধা মাকে ও নববধূকে কাঁদাইয়া আসিয়াছ, ঘরে ফিরিয়া যাও, ভালছেলে হও"। ভক্ত প্রথমে মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। পরে তিনি কাতরে জানাইলেন "বাবা আমি আপনার ছেলে হব, আপনার সেবা করিব।" সন্তানের নির্বন্ধাতিশয়ে শেষে বাম বলিলেন—তবে থাকেন বাবা তারা মার ভালছেলে হন"।

তখন বামের আশ্রম হয় নাই। শ্মশানে বা শিমূলতলায় বা জ্যোৎকুণ্ডের ঘাটে থাকিতেন। রাত্রে তারামন্দিরের বিরাম-খানায় বা অলিন্দে শয়ন করিতেন। ঐ মন্দিরের উত্তরভিতে বাহির দিকে পূর্ব্বাংশে সীতাহরণাদি লীলা ও পশ্চিমাংশে কৃষ্ণলীলা অঙ্কিত ছিল। বাম পূর্ব্বাংশে শুইতেন। ভক্তকে বলিলেন—"বাবা, আমি রাবণরাজার পদতলে থাকি, আর আপনি কৃষ্ণঠাকুরের পদতলে থাকুন।"

কুলদানন্দ ৭ মাস বামের সেবা অবসর পান। উভয়ে মন্দিরের দরদালানে শুইতেন। তখন জন-মানব মন্দির বাটীতে থাকিত না। সম্মুখে শ্মশানে শৃগাল কুক্কুরের উৎসব কোলাহল। শ্মশানের বড় বড় মশা। তার উপর শয্যা নাই বামের ভূমিই খট্টা ভূমিই শয্যা। ক্বচিৎ কোন কোন পাণ্ডা শীতকালে দুই এক পাঁটি খড় ছড়াইয়া দিত। রাতে কম্বল জুটিত না। মশারীর ত কথাই নাই। বড় মশা লাগিত। বাম কখনও বলিতেন—"তারাবেটী কুবিদে। দিনে কুচে বড়ি খাওয়াবে। রেতে মশা দিয়ে রক্তটুকু খাবে"। কোন কোন রাতে কুলদাকে লইয়া জ্যোৎকুণ্ডুর ঘাটে বা শ্মশানে কাটাইতেন। শেষরাত্তে মন্দিরে শুইতে আসিতেন। কুলদা ঘুমাইয়া পড়িতেন। বাবা জিতেন্দ্রিয়। অতি প্রত্যুষেই কুলদাকে ডাকিতেন। কুলদার ভোরে উঠা অভ্যাস হইল। তিনি উঠিয়া বামকে তামাক সাজিয়া দিতেন। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া পূজার ফুল তুলিতেন।

কোন কোন দিন বাম কুলদার সঙ্গে ফুল তুলিতে যাইতেন। খেয়াল চাপিলে কোন কোন দিন কতক ফুল মার মন্দিরদ্বারে কতক মন্দির প্রাঙ্গনে শুষ্ক হরীতকীতলায় "জয়তারা' নামে ছড়াইয়া দিতেন। কোন কোন দিন বা জ্যোৎকুণ্ডুর ঘাটে কোন দিন বা শিমূলতল্লায় বেদীর উপর তারামার পাদপদ্মে ভক্তিভরে অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়া ফুল রাখিতেন।

একদিন বাম কুলদার সহিত কবিচন্দ্রপুরে মাঠের পুষ্করিণীতে ফুল তুলিতে যান। পুকুরটী পাঁকে ও দামে ভরা। কিন্তু অনেক পদ্ম ফুটিয়াছে। বাম পদ্মের শোভায় জগজ্জননীর অতুলনীয় শোভাদর্শনে বিহ্বল হইয়া মধ্যস্থানের একটী বড় পদ্ম তুলিতে গেলেন। ফলে দামে জড়াইয়া বাম ডুবিয়া যাইতে-ছিলেন। কুলদ নন্দ ডুব গালিয়া দাম ছিঁড়িয়া দেন। বাবা বলিতেন—বাবা আপনি ছিলেন তাই বাঁচিলাম। নইলেত কুবিদে বেটী মেরেছিল।" কি সরলতা কি কৃতজ্ঞতা কুলদার ভক্তি পরীক্ষার জন্যই কি এই খেলা খেলিলেন।

বাবার চক্ষে ভালমন্দ সবই তারার কার্য্য। তারা কেবল ভাল আর মন্দ অন্যজন, ইহা নহে। একই তারাব দুই দিক। তিনি ভালকে সুতারা মন্দকে কু-তারা বলিতেন। সবই একমহা - প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। একেই সব প্রতিষ্ঠিত। একেই সব লয় হয়। ইহাই সত্যদর্শন। আভেস্তার অনুকরণে ইহুদীতন্ত্রে ঈশ্বর ভালর কর্ত্তা, সয়তান মন্দর কর্ত্তা। সয়তান ঈশ্বর বিরোধী, ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহাতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের হানি হয়। যদি

বলা যায় 'মন্দর' প্রভব ঈশ্বরকে বলিলে ঈশ্বরে দোষারোপ হয় তার উত্তর—বিবাদিমতেও সয়তান ঈশ্বরের ললাটসম্ভূত। তার মনও ঈশ্বরের নির্ম্মাণ। সেই মনঃ-প্রবৃত্তি ভাল বা মন্দর দিকে পরিচালন কার শক্তিতে? ঈশ্বরের নিকট ধার করা শক্তি সয়তানের শক্তিতে নয় কি? ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, সমস্তই তাঁর লীলা। অথচ তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। যেমন পদ্মপত্রে জল।

কুলদানন্দের বাহ্যসেবায় মন উঠিতেছেনা। তিনি বাবার নিকট দীক্ষা চাহিলেন। বাবার অনুষ্ঠান কি ৭ মাস যাবৎ ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়াও ধরিতে পারিলেন না। বাম তাঁকে ধরা দিয়াও ধরা দেন নাই। বাম জানিতেন কুলদানন্দের ভাবী গুরু ডাবুকের কৈলাসপতি। তথাপি কুলদানন্দকে কৃপার উদ্দেশ্যে তার চিত্তশুদ্ধির জন্য দেবদুর্লভ সঙ্গসুখ দিয়াছেন। তার মনকে তারামার দিকে ছুটাইয়াছেন। কুলদা মন্ত্রের জন্য আগ্রহ দেখাইলে বাম তাকে 'তারা' নাম দিলেন। তিনি বলিলেন "বাবা এই তারা নামই মন্ত্র। আর মন্ত্র তন্ত্র কি জানি। তারা তারা জপ করবেন।" সত্যই নামই মহামন্ত্র। বীজ কেবল নামের সঙ্ক্ষিপ্ত সঙ্কেত। কুলদার ইহাতে মন উঠিল না। তিনি অনুষ্ঠানাদির জন্য বামকে ধরিলেন। বাম সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞভাব দেখাইতেন, তাহা কাপট্যপ্রণোদিত নহে বরঞ্চ বিনয়সম্ভূত। তিনি বলিলেন—"আমি কি অনুষ্ঠান জানি বাবা। কৈলাসপতি গোঁসাই রাজা গোঁসাই। মদন-

দাদার গুরু। তিনি সব জানেন। তাঁর কাছে যাও"। কুলদা প্রতিবাদ করিলেন—"বাবা আপনিই আমার গুরু, কেন অন্যের নিকট পাঠান?" বাবা শুনিলেন না। কুলদা শেষে বাবার কথায় কৈলাসপতির নিকট গেলেন ও দীক্ষিত হইলেন। কৈলাসপতিই তাঁর কুলদানন্দ নাম দেন। তিনি উন্নত সাধক। গুরুর মঠের ভার তাঁর উপর।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ঋষি দেখাইয়াছেন—পিতামাতার পুত্র-স্নেহও অহেতুক নয়।

মানুষাঃ মনুজাব্যাঘ্রঃ সাভিলাষাঃ সুতান্‌প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কি ন পশ্যসি॥

মেধস মুনি বলিতেছেন, হে নরপুঙ্গব সুরথ, তুমি কি দেখিতেছ না। মনুষ্যগণ পুত্রকে স্নেহ করে তাহাও প্রত্যুপকার-প্রাপ্তির লোভ বশতঃ। বামের জীবপ্রতি স্নেহে স্বার্থগান্ধছিল না। বাম শুশ্রূষাদি কোন প্রত্যুপকারের আশায় জীবকে কৃপা করেন নাই। কুমারানন্দ পরের সেবক হইবে জানিয়াও তিনি অহেতুক কৃপা বশতঃ তাঁর ক্ষেত্রপ্রস্তুতিতে সাহায্য করিলেন। কি উদারতা কি অহেতুক প্রেম।

৩। গোপাল।

স্বস্ত্রীকোঽধিগতোঽচিরান্নবগুরোঃ কৌলাবধূতং পদং
প্রেয্যঃ স্বংপিতরং যযৌ সুত ইব শ্রীবামমানন্দম্।
সিদ্ধাম্বামিব ভৈরবীমবিতথাং তস্যাভ্যনন্দন্মুদা
গোপালস্তব মাতরস্মি মধুরান্ দেহীতি বাচা বিভুঃ॥

সস্ত্রীক সেই রুদ্রপরিচারক অচিরে নূতন গুরু কৈলাসপতির কৃপায় কৌলাবধূত সংস্কার পাইয়া পিতার নিকট পুত্রের ন্যায় মনোমোহন শ্রীবামের নিকট গিয়াছিলেন। প্রভু তাঁর ভৈরবীকে সত্যই স্নেহময়ী জননীতুল্য দেখিয়া "মা আমি তোর গোপাল যে সব ক্ষীরাদি মধুর দ্রব্য আমার জন্য আনিয়াছ, মাগো, আমায় দাও" বলিয়া সানন্দে অভিনন্দন করিলেন।

শাস্ত্রমতে পতিপত্নী কামজ নহে। পত্নী পতির কাম-চরিতার্থতার ক্রীড়াপুত্তলিকা নহে। পতিও পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদন-ভূষণাদির ঐহিক সুখ সম্পত্তির হেতু নহে। উভয়ে উভয়ের জীবনমরণের সঙ্গী, ঐহিক ও পারত্রিক সাধনায় পরস্পর উত্তর সাধক। মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবিষয়ে বিশদভাবে বলিয়াছেন—

ভর্ত্তব্যা রক্ষিতব্যা চ ভার্য্যা হি পতিনা সদা।
ধর্ম্মার্থকামসংসিদ্ধ্যৈ ভার্য্যা ভর্তৃসহায়িনী॥
যদা ভার্য্যা চ ভর্ত্তা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গতম্॥ ইত্যাদি

কুবলাশ্বের সহিত মদালসার পরিণয়ে কুণ্ডলা দাম্পত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন—ভর্ত্তা সর্ব্বদা ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ সাধন বিষয়ে ভার্য্যা ভর্ত্তার সহায় হইয়া থাকেন। ভর্ত্তা ও ভার্য্যার পরস্পর মিল থাকিলে তদুভয়ের ধর্ম্ম অর্থ ও কামের মিলন ঘটে। ভার্য্যা ব্যতীত পুরুষ কিরূপে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সাধন করিবে? তাঁহার ত্রিবর্গ ভার্য্যাতে প্রতিষ্ঠিত। তদ্রূপ ভর্ত্তৃ বিনা ভার্য্যাও ধর্ম্মাদি সাধনে অসামর্থা। উক্ত ত্রিবর্গ পতিপত্নী উভয়কেই আশ্রয় করিয়া আছে। স্ত্রী ব্যতিরেকে পুরুষ দেবগণ, পিতৃগণ, ভৃত্যগণ ও অতিথিগণের সেবা করিতে পারেন না। মনুষ্যগণ ধনোপার্জ্জন করিয়া তাহা গৃহে আনিলেও যদি ভার্য্যা না থাকেন বা কুভার্য্যা হন তাহা হইলে সেই ধন অচিরেই বিনষ্ট হয়। স্ত্রী বিনা যে পুরুষের কাম চরিতার্থ হয় না তা প্রত্যক্ষ। পতিপত্নী সাহচর্য্যেই বৈদিক ধর্ম্মপালন সম্ভব। ভর্ত্তৃ বিনা স্ত্রীর ধর্ম্ম অর্থ ও সন্ততি হইতে পারে না। সেইজন্য ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গ দাম্পত্যধর্ম্মসাপেক্ষ।

এই সমস্তকারণেই প্রাজ্ঞ ঋষিগণ বিবাহমর্য্যাদা সমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়া পৈশাচ প্রভৃতি কামজ মিলন নিন্দনীয়, ফলতঃ তৎপ্রচলন সমাজ হইতে বিদূরিত করেন—"সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং" একত্রে তোমরা ধর্ম্মাচরণ কর—এই মন্ত্র দম্পতীর হৃদয়ে অনুপ্রাণিত করিয়া প্রাজাপত্যরূপ পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। [illegible] অনসূয়া সীতা সাবিত্রী

প্রভৃতি আদর্শ পত্নী ও বশিষ্ঠ অগস্ত্য রাম সত্যবান প্রভৃতি আদর্শ পতি পাপময় ধরাকে স্বর্গাপেক্ষাও পুণ্যময় স্থানে পরিণত করিয়াছেন। তারই ফলে ভারত-রমণী আদর্শ সতী।

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত কুমারানন্দের পত্নী ত্রিপুরানন্দময়ী পতির সন্ধান পাইলেই সংসার ছাড়িয়া পতিপদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তখন কুমার দাদা ডাবুকের কৈলাসপতিবাবার নিকট দীক্ষিত হইয়া তারাপীঠের নিকট দক্ষিণগ্রামে শ্রীগুরুর চরণ সেবায় নিরত। ত্রিপুরা মা দক্ষিণগ্রামে আসিয়া পতির ধর্ম্মপথের সঙ্গিনী হইলেন। কৈলাসপতি তাঁহাকেও দীক্ষা দিলেন। অতঃপর তিনি আজীবন স্বামীর উত্তরসাধিকা ছিলেন। এই দম্পতিই যথার্থ ভৈরবভৈরবী।

সন ১২৯৯ সালে কুমারানন্দ স্বীয় ভৈরবীসহ তারাপীঠে শ্রীবামকে দেখিতে আসেন। তারামন্দিরের সোপানে বামকে দেখিতে পাইলেন—স্নান হইয়াছে, তিনি উলঙ্গ, বিকার নাই। যদিও প্রকাশ্যে বাম কুমারদাদার গুরু নন তথাপি তিনিই হৃদয়াধিকারী। কুমারদাদার ভক্তি উচ্ছলিত হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে বামকে প্রণাম করিলেন। বামেরও স্নেহ উথলিয়া উঠিল। ত্রিপুরা মা বামের কথা শুনিয়াছিলেন। সাক্ষাতে বুঝিলেন বাম বামই বটে। বামও তাঁহাতে ভৈরবী-শক্তি দেখিতে পাইলেন, তথাপি পরীক্ষার জন্য কুমারদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাধুবাবা! আশ্চর্য্য বুজরুকি করিয়াছেন! ভৈরবী মা আসিয়াছেন দেখছি। তা ঘরের মা না

পরের মা ?" কুমার উত্তর করিলেন, "আপনি তো সব জানেন, তা দেখুন, ঘরের না পরের।" বাম তখন সস্নেহদৃষ্টিতে মার পানে চাহিয়া বলিলেন, "না ঘরের মা বটে, তা মা বটে, তারা মা বটে।" বামের চক্ষে—স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। সব শক্তিই তারা মা। বামের দৃষ্টিতে কি বাৎসল্য। ভৈরবী মা গলিয়া গেলেন। বামের 'মা' রবে তাঁর যশোদাভাব জাগিল। তিনি বামের জন্য ক্ষীরের নাড়ু প্রভৃতি আনিয়াছিলেন স্নেহভরে বামের করে নাড়ু দিলেন। বাম সেই স্নেহের উপহার সাদরে লইলেন। ত্রিপুরামার পুত্র সন্তানাদি হয় নাই। তাঁর মা হওয়ার সাধ মিঠাইবার জন্যই কি প্রভু তাঁহাতে যশোমতীর ভাব দিয়াছেন। উলঙ্গ বাম নাড়ু খাইতেছেন। ত্রিপুরা মার মুখ হইতে বাণী নিঃসৃত হইল, "আমার নাড়ুখেকো গোপাল।" তদবধি তিনি বামকে গোপাল বলিয়া ডাকিতেন। বামের জন্য কতই মিষ্টান্ন নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া মধ্যে মধ্যে পতিসহ তারাপীঠে আসিতেন। বামকে খাওয়াইয়া যশোদা সাজিতেন। ধন্য মা তোর সৌভাগ্য। ধন্য তোর সাধনা। বামই গোপাল অর্থাৎ জগতের পালক ও ইন্দ্রিয়ের চালক। তিনি শান্ত দাস্যাদি সর্ব্ব ভাবময় অথচ ভাবাতীত। তিনি মূর্ত্তিমান রসকদম্ব। যে তাঁকে যেভাবে দেখিতে চায় তিনি তাকে সেভাবে দেখা দেন। তুমি মা কোমলপ্রাণা স্নেহময়ী, তাই তোমাকে স্পৃহনীয়া বাৎসল্যময়ী যশোদা করিলেন। রাজকুমারী মাকে দেবকীমার ন্যায় কাঁদাইয়াছিলেন।

কুমারানন্দ বামের ও কৈলাসপতির সমাদরের পাত্র। কৈলাসপতি ডাবুকের অনাদিলিঙ্গ আবিষ্কারপূর্ব্বক শ্রীবামের সাহায্যে দেবতার সংস্কার করান। তিনি আর্দ্রপন্থী শক্তিসেবক ছিলেন। তিনি ক্রমশঃ ভৈরবী গ্রহণ করেন। তাঁহার বহু শিষ্যসেবক হয়। কাশ্মীর রাজার শিক্ষাবিদগণের প্রধান মানকর নিবাসী মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তাঁহার শিষ্য হন। উঁহার দ্বারা কাশ্মীরে কৈলাসপতির প্রভাব বিস্তারিত হইয়া শেষে তিনি কাশ্মীরাধিপতির গুরুপদে বৃত হন। এবং কাশ্মীররাজের সাহায্যে ডাবুকে বৃহৎ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করতঃ পূজা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার দেহান্তে কুমারানন্দ ডাবুকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহারই চেষ্টায় কাশ্মীররাজ হইতে মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি দ্বারা ডাবুকের অনাদিলিঙ্গের সেবার ব্যবস্থা হয়। কুমারানন্দের শেষবয়সে আমার সহিত আলাপ হয়। তিনি কলিকাতায় আমার বাসায় আসিয়া ধারাবাহিকক্রমে বামের বাল্য ও মধ্যজীবনী বর্ণনা করেন। তাঁর ভৈরবী ত্রিপুরাসুন্দরী পতির ক্রোড়ে ভারতনারীর স্পৃহনীয় মরণ প্রাপ্ত হন। কুমারানন্দদাদাও ডাবুকের অনাদিলিঙ্গের সেবার সুব্যবস্থা করিয়া দেহ রাখিয়াছেন।

শ্রীবামলীলা

মধ্যলহরী

সন্তান তরঙ্গ

৫। ছায়াত্মা।

সদাচারং স্বপ্নপ্রকটিতমনুং কৈশোর সন্ন্যাসিনং
হঠাভ্যাসোদ্ভাসিতত্রিদিমতরুণং স্ফারোরসং শ্যামলম্।
ভ্রমন্তং ভূস্বর্গে নিজগণপতিং ছায়াত্মনা কর্ষয়ন্
অদৃশ্যঃ শ্রীবামঃ স্ফুটনরগিরা স্বংনামধামাব্রবীৎ॥

যিনি বাল্য হইতে সদাচারী ও কৈশোরে স্বপ্নে দীক্ষালাভে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, যিনি হঠযোগী ও তজ্জনিত দৃঢ়কায়, তেজস্বী ও চিরতরুণ, যাঁর বক্ষঃ বিশাল, যিনি কাশ্মীরে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই শ্যামবর্ণ নিজগণ-পতিকে ছায়াপুরুষ দ্বারা আকর্ষণ করাইয়া শ্রীবাম অদৃশ্য থাকিয়াও স্পষ্ট মনুষ্যভাষায় নিজনাম ও ধাম জানাইলেন।

তারাক্ষ্যাপা বালব্রহ্মচারী। তিনি তাঁর সাংসারিক নাম ধামাদির পরিচয় দেন না। তাঁর যজ্ঞসূত্র আছে। তাহাতে রুদ্রগ্রন্থি। ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন। কলির ব্রাহ্মণকে নিন্দাও করেন। যতদূর ইঙ্গিতে বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় রংপুরের কোন ধনিষ্ঠ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে তাঁর

জন্ম। বাল্যে মাতৃহারা হন। কৈশোরে শিবচতুর্দ্দশীতে পিত্রালয়ে শিবমন্দিরে স্বপ্নবৎ ঘোরাবস্থায় মন্ত্র পাইয়া তাঁর উৎকট বৈরাগ্য উদিত হয়। অচিরে গৃহবাস ত্যাগ করতঃ নানাদেশ ভ্রমণ-পূর্ব্বক হরিদ্বারে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট হঠযোগ শিক্ষা করেন। আসন মুদ্রাবন্ধাদিতে তিনি সিদ্ধ। তৎকালে তিনি স্থির যৌবন। তিনি কৃষ্ণকায়, নাতিহ্রস্ব, তেজঃপুঞ্জ। বাহ্যতঃ অত্যন্ত কঠোর ও বিবিক্ত-সেবী। ছাত্রসদৃশ জনকতক ভিন্ন কাহারও সহিত মিশিতে চান না। সর্ব্বদা তাহাদের একটুকু ক্রটী দেখিলে রুক্ষভাবে ভর্ৎসনা করেন। বাহিরের লোক তাঁর উষ্মা সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু অন্তর অতি কোমল।

গণপতি

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহনুবিজ্ঞাতুমর্হসি॥

মহাপুরুদের চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠোর। কুসুম অপেক্ষাও কোমল। তাহা কে সহজে বুঝিতে পারে?

সন ১২৯৪ সালে আদিষ্ট হইয়া তিনি অমরনাথ দর্শনে যান। অমরনাথ হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে অধিষ্ঠিত। কাশ্মীর-রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ। শ্রীনগর হইতে অনন্তনাগ পদব্রজে দুই দিনের পথ। তথা হইতে পীরপঞ্চাল প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ। পীরপঞ্চাল হইতে অমরনাথের পথ চিরতুষারাবৃত। ইহার ছয় ক্রোশ দূরে পঞ্চতরণী নামক পঞ্চখরস্রোতা পার্ব্বত্যতটিনীর সঙ্গম। ঐ স্থান হইতে অমরনাথের ব্যবধান দুই ক্রোশ।

ঐ স্থানে কোন মন্দিরাদি নাই। হিমালয়ে এক প্রকাণ্ড গুহার ছাদ হইতে যুগযুগান্তর হইতে উপরিস্থিত তুষারস্তুপ প্রতিক্ষণেই গলিয়া কিছু কিছু কোন ছিদ্রপথে ক্ষরিত হইতেছে। হিমানি সংঘাতে গুহামধ্যে নির্ম্মল-স্ফটিকবৎ শিলাবেদি নির্ম্মিত। ঐ শিলাই গৌরীপট্ট। তদুপরি শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমাদি পর্য্যন্ত স্যন্দিত তুষার বিন্দুতে তিনটী শিবলিঙ্গাকৃতি গঠিত হয়। মধ্য লিঙ্গটী প্রায় এক হস্ত উচ্চ ও বেষ্টনী প্রায় একহাত। অপর দুটী অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। মধ্যটাকে শিবলিঙ্গ ও বামপার্শ্বেরটীকে গৌরী ও দক্ষিণেরটীকে গণেশ বলা হয়। পূর্ণিমার পর হইতে অমাবস্যার মধ্যে ঐ তিনটী মূর্ত্তিই বিলীন হইয়া যায়। প্রকৃতির এই বিচিত্রলীলা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অমরনাথ দর্শনকাল ঋষিপূর্ণিমা অর্থাৎ শ্রাবণী পূর্ণিমা। এই দুর্গম তীর্থে গমন কাশ্মীররাজ্যের সহায়তা ব্যতীত অতীব কঠিন হইত। দর্শনকালের মাসাবধি পূর্ব্বে কাশ্মীররাজ্যের আদেশে সরাই চটী খোলা হয়। তথায় আটা চাউল ঘৃত প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য ও ডাণ্ডি ঝাম্পান প্রভৃতি নরযান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা রক্ষা করা হয়। সাধু সন্ন্যাসীকে সদাব্রত দেওয়া হয়। গৃহীরা যথোচিত মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পান।

অমরনাথ

তীর্থযাত্রা

ঐ সমস্ত বিষয়ের ভার তখন বর্দ্ধমান জেলার মানকর নিবাসী কাশ্মীর রাজকর্ম্মচারী মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের উপর ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ, ভাবুকের

কৈলাসপতি বাবার শিষ্য। উদার প্রকৃতি ও সাধক। সাধু ও সন্ন্যাসীর সেবায় তাঁর মহানন্দ। তারাক্ষ্যাপার (বামকুমারের) সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। মহেশচন্দ্র তাঁহার ও অন্যান্য সন্ন্যাসীর জন্য প্রচুর আহার্য্য ও প্রহরী পরিচালক ও পার্বত্য ঘোটকাদি ব্যবস্থা করিয়া দেন। যাত্রীরা ত্রয়োদশীতে পীরপঞ্চাল ও পরদিন পঞ্চতরণী পার হইয়া চতুর্দ্দশীতে পান্থাবাসে আশ্রয় লইলেন। ঐ রাত্রেই কুমারের হঠাৎ জ্বর আসিল। তিনি অমরনাথের উপর অভিমান করিয়া কত কি বলিলেন। তাঁর সঙ্গিগণ তাঁকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষ্যাপার প্রাণ ব্যাকুল হইল। তখন মহামায়া মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া মধুর বচনে আশ্বাস দিলেন। ক্ষণেক পরে তিনিও উঠিলেন। জ্বরে পা টলিতেছে। পৃষ্ঠে শুষ্ক বিল্বপত্র বাঁধিয়া প্রহরীকে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আইস, যতক্ষণ না ভূমিতে পড়িয়া যাই আমায় স্পর্শ করিও না।" তথা হইতে অমরনাথের প্রশস্ত পথে যাইতে দুই ক্রোশ পথ কেবল বন্ধুর নহে, খুবই খাড়াই। পূর্ণিমাতিথির অবসানেই তথায় একপ্রকার প্রাণসংশয়কারী বায়ু বহে। সুতরাং যাত্রীদিগকে পূর্ণিমার মধ্যে যাইতে ও ফিরিতে হয়। সুস্থলোকেরও পক্ষে পার্ব্বত্যপ্রদেশে দুই ক্রোশ পথ উঠা ও দুই ক্রোশ নামা দুষ্কর। জ্বরগ্রস্তের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। এইস্থানে তরতোয়া নামে একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। এই নদীর তীর দিয়া একটী বনপথ আছে। তাহা আরও দুর্গম। ক্ষ্যাপা পঞ্চতোয়াতীরে আসিলে তাঁর

বাহ্যের বেগ আসিল। কোষ্ঠও পরিষ্কার হইল ও সঙ্গে সঙ্গে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। তিনি দেখিলেন যে সাধারণ পথে গেলে অমরনাথ পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে। সুতরাং দুর্গম বনপথ ধরিয়া চলিলেন। ভক্তির বলে শরীরে অদ্ভুত বল পাইলেন। দ্রুতপদে চলিলেন ও সঙ্গীদের পূর্ব্বেই অমরনাথ পৌঁছিলেন। 'তথায় পাপহরা নামকা নির্ঝরিণী। সেই ঝরণায় যাত্রীরা স্ত্রী পুরুষে বিনা সঙ্কোচে উলঙ্গ স্নান করিয়া বস্ত্র পরিধান করতঃ অমরনাথের গুহায় পূজার জন্য প্রবেশ করেন। তীর্থ মাহাত্ম্যে কাহারও চিত্তবিকার হয় না। ক্ষ্যাপাও স্নানান্তে গুহায় গিয়া

দর্শনাদি

প্রকৃতির অদ্ভুত তুষারসৃষ্ট দেবাদিদেবের প্রতীককে সানন্দ-চিত্তে বিল্বদলে পূজা করিলেন। ছাদ হইতে যে তুষারবিন্দু গুহার সর্ব্বস্থলেই পড়িতেছে, তাহা পান করা সাধুগণের প্রথা। যিনি এক নিঃশ্বাসে এইরূপ ৩২টা বিন্দু পান করিতে পারেন তিনি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিদিত হন। ক্ষ্যাপাও সে প্রথার অমর্য্যাদা করেন নাই।

পূর্ণিমা তিথি মধ্যে যাত্রিদল ফিরিল। ক্ষ্যাপা অনন্তনাগ হইয়া জম্মুতে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে ত্রিকূটস্থিত সত্যলীলাদেবী দর্শনে গেলেন। মূর্ত্তি লীলাময়ী, গুহাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিতা। দর্শনান্তে হিমাচলের তুষারাচ্ছন্ন অধিত্যকা শোভায় আকৃষ্ট হন। যোগবলে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি উন্মীলিত। সহসা মাতামহীর ছায়ামূর্ত্তি ভাসিয়া অন্তর্হিত হইল। তিনি

তাঁহাকে চিন্তা করেন নাই। তবে কেন তিনি দর্শন দিলেন ভাবিতেছেন। এমন সময় অকস্মাৎ সমস্ত পর্ব্বত যেন কম্পিত হইল। চকিতনয়নে তিনি চারিদিকে চাহিলেন। জনমানব নাই। শূন্যে এক অলৌকিক ছায়াপুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁর বিশালবক্ষঃ, আজানুলম্বিত বাহু, কুঞ্চিত কেশ, শ্যামল বর্ণ, আরক্তিম নয়ন, প্রসন্ন বদন। পুরুষ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে বামকরের তর্জ্জনী বাড়াইয়া জলদগম্ভীরনাদে "বামা বীরভূম" বলিয়া অদৃশ্য হইলেন। ইহা বামের অচিন্ত্য মহিমা।

শ্রীবামলীলা

সন্তান তরঙ্গ

৬। মত্তাক্রীড়।

মত্তাক্রীড়ো ভক্তো ধাবন্নভিদয়িতমথ পথি শকটপতিতঃ
শয্যাশায়ীভূয়ঃ সুস্থোঽধ্বনি কুতুকহত ইব বিতনু বচসা।
বুদ্ধোঽবাধং যাতো বামে প্রভুদয়িতসখিপিতৃগুরুগতিশিবং
তারামম্বাকৈকাধারে নিখিলনিজজনমগণভত পরমুদা॥

ভক্ত মত্তবৎ প্রিয়তমাভিমুখে ধাবিত হইয়া পথে শকট হইতে পতিত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। পরে সুস্থ হইয়া পুনরায়

যাইতে যাইতে কৌতুকদর্শনে আকৃষ্ট হইলে অশরীরী বাণী দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া পুনরায় যাত্রা করতঃ বিনা বাধায় বামকে পাইয়া একাধারে প্রভু প্রিয়সখা পিতা গুরুপতি শিব ও জননী তারা এমন কি নিখিল আত্মীয়কে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

অপরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ না হইলে তাঁর নিকট অবনত হওয়া যায় না। চণ্ডীমাহাত্ম্যে তাহা পরিস্ফুট। যথা—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

শুম্ভাসুরের দূত শুম্ভের জগদাধিপত্যের বিষয় বর্ণনা করিয়া শুম্ভকে ভজনা করিবার জন্য জগদম্বাকে বলিলে তিনি মনে মনে হাসিলেন। উত্তরে বলিলেন,—"শুম্ভাসুর ত্রিজগতের অধিপতি বটে, তার ভ্রাতা নিশুম্ভ ও তাদৃশ পরাক্রান্ত। কিন্তু কি করি, অল্পবুদ্ধি বশতঃ আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি —যিনি আমাকে যুদ্ধে জয় করিবেন, কিম্বা যিনি আমার দর্পচূর্ণ করিবেন, কিম্বা যিনি আমার তুল্যবল হইবেন তাঁহাকেই আমি ভর্ত্তারূপে বরণ করিব।"

আকৃষ্ট

"বামা বীরভূম" শব্দে আকৃষ্ট সাধক আকর্ষক বামের নাম ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর শক্তির পরিচয় পান নাই। এক্ষণে তাঁহার অচিন্ত্য প্রভাবের পরিচয় তাঁর নিকট প্রকট হইল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল। উন্মত্তের ন্যায় সদ্য কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিলেন।

একা গাড়ীতে কাশ্মীর পার হইয়া পাঞ্জাবে পড়িলেন। অচিরে পথে দুর্ঘটনা ঘটিল। অশ্ব হঠাৎ ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। গাড়ী উল্টাইয়া গেল। চালক লাফাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। আরোহী পড়িয়া গেলেন। তাঁহার বক্ষের উপর দিয়া শকট চলিয়া গেল। তিনি তীব্র আঘাতে অচৈতন্য হইলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ, তাঁর সাময়িক শুশ্রূষা করতঃ তাঁকে কাশ্মীরে মহেশ বিশ্বাসের নিকট পাঠাইলেন। তথায় দুইমাসকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। কার্ত্তিক মাসে সুস্থ হইয়া পুনরায় বামের দিকে ধাবিত হইলেন। হরিদ্বারে আসিয়া বাষ্পযানে শীঘ্র দিল্লীতে পৌঁছিলেন।

দুর্ঘটনা

দিল্লী পাণ্ডবগণের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের স্থলে প্রতিষ্ঠিত। বহুকাল যাবৎ ঐ স্থলই ভারত সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। উহাই পৃথ্বীরাজের লীলাভূমি। উহাই মহম্মদীগণের রাজধানী। সাজাহান নূতন দিল্লী স্থাপন করেন। মোগলসম্রাটগণের ঐশ্বর্য্যে দিল্লী তৎকালে অতুলনীয় নগরী। দিল্লীশ্বরের সহিত জগদীশ্বরের উপমা উদ্‌ভট পরিচয়ে রক্ষিত।

দিল্লী

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যেন দত্তং নৃপেণ কিঞ্চিৎ শাকায় বা স্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ॥

দিল্লীর সম্রাট কিম্বা জগদীশ্বর আমার বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ। অন্য রাজা যাহা দিবেন তাহাতে আমার শাকের বা লবণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে মাত্র।

কলিকাতা ইংরাজের রাজধানী থাকা কালেও ইংরাজ রাজ দিল্লীতেই দরবার করিতেন। ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টো-

দরবারে

রিয়ার পঞ্চাশদ্বর্ষীয় রাজ্যোৎসব দিল্লীতেই পালিত হয়। তদুপলক্ষে ভারতের যাবতীয় সামন্ত নৃপতি দিল্লীতে সমবেত হন। ভূমিশূন্য 'রাজা মহারাজা' উপাধি ধারিগণের গণনা কে করে। তোষামোদাদি দ্বারা ধনী মানী অনেকে দরবারে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। ঐ তামাসায় যোগ দিতে কত রাজা কত জমিদার ঋণী হইয়াছেন।

উৎসবমুখর পুরীতে প্রবেশ করিয়া আগন্তুক হেমচন্দ্র সেনের অতিথি হইলেন। হেমচন্দ্র সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক। তিনি উদার প্রকৃতি ও বদান্য। পর্য্যটকের জন্য তাঁর অতিথিশালার দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। হেমচন্দ্রের আত্মীয়া আগন্তু-কের ভক্ত। তিনি ভক্তকে দর্শন ও যান পরিবর্ত্তনের জন্য দিল্লীতে নামিয়াছেন। হেমচন্দ্র তাঁহাকে দরবার দেখাইবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব শুনিয়া তিনি ভাবিতেছেন,— "ধন্য ইংরাজ, ধন্য তোমার কর্ম্মশক্তি! ধন্য তোমার পুণ্যফল! ভারত তোমার ক্রীড়া-পুত্তলিকা। এত গৌরব আর কোন বিদেশীজাতি পান নাই। তাই সকলে তোমার প্রতি

বিভূতি

ঈর্ষাকুল।" দরবার দেখিতে দেখিতে তাঁর মন দোলায়িত। "একি দরবার দেখিবে, বড় দরবারে চল"—এই অশরীরিণী বাণী তাঁর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

তিনি কালক্ষেপ না করিয়াই পরবর্ত্তী বাষ্পযানেই গুরুদরবারে ছুটিলেন। কানপুর পার হইলে পুনরায় গুরুর বিভূতি দেখিলেন। তৃতীয় দিবসে বীরভূমের মল্লারপুরে উপস্থিত।

তখন তাঁহার পূর্ণযৌবন। হিমাচলের জলবায়ুতে শরীর সবল ও পরিপুষ্ট। বক্ষঃ বিস্ফারিত। শিরোভাগে নাতিলম্বিত কুন্তলরাশি। চক্ষে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। হস্তে পার্ব্বত্য যষ্টি। পদে পার্ব্বত্য পদত্রাণ। স্কন্দে নিজদ্রব্যসম্ভার। তাঁর আবেগ বর্ণনাতীত। পথে দিবসত্রয় অনাহারী। মল্লারপুর হইতে দ্রুতপদে ছুটিয়াছেন। চিলে পার হইয়া দ্বারকার পথে পড়িয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ বাম ভক্তের আগমন জানিতে পারিয়া পাণ্ডাগণকে বলিতেছেন—"আজ দাদা আসিতেছেন।" পাণ্ডারা তাঁর কথা ধরিতে পারিলেন না। অচিরে ভক্ত তারা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তারা মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বামদেব কোথায়"? কালী পাণ্ডা তাঁকে বামের নিকট লইয়া গেলেন। আশ্রয়গৃহের সম্মুখে বাম ভক্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভক্ত তাঁকে পাইয়া যেন একাধারে প্রভু দয়িত সখা জনক, গুরু পতি শিব ও তারা মাকে পাইলেন।

মিলন

৭। প্রজাগর।

শিষ্যঃ স্নিগ্ধদৃশা বরন্‌সুতপদে তস্মৈ শ্মশানে গুরুঃ
পীঠৈশ্বর্য্যমদর্শয়ন্‌ নিশি পুনস্তারারহস্যং জগৌ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনঞ্চ গুরবে শিষ্যোঽদদাদ্‌ দক্ষিণাং
ভূমানন্দমদঃ প্রজাগরমহো জাগর্ত্তু নো মানসে ॥

শিষ্যকে স্নেহনিষ্যন্দিনী দৃষ্টি দ্বারা পুত্রপদে বরণ করতঃ গুরু তাঁহাকে রাত্রে শ্মশানে নিজপীঠের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া তারা তত্ত্বোপদেশ করিলেন। শিষ্যও গুরুকে সর্ব্বস্ব ও আত্মনিবেদনরূপ দক্ষিণা দিলেন। ঐ মহানন্দময় গুরু ও শিষ্যের জাগরণোৎসব আমাদের মানসে সর্ব্বদা জাগরুক থাকুক।

বাম কেবল করুণাসিন্ধু নন। তিনি স্নেহেরও পূর্ণসিন্ধু। প্রিয় শিষ্যকে তাহার পবিচয় দিলেন। স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া তাঁহাকে যেন পুত্ররূপে বরণ করিলেন। শিষ্য কৃতার্থম্মন্য হইয়া সম্পূর্ণ আত্ম নিবেদন করিলেন। পরক্ষণেই বামে সদানন্দময়ী তারামূর্ত্তিদর্শনে শিষ্যের মুখ হইতে তারাস্তোত্রপংক্তি নির্গত হইল, —'কপালোৎপলসংযুক্ত সব্যপাণিযুগান্বিতাম্‌'—

যাঁহার বামদিকের উর্দ্ধ ও অধঃ করে যথাক্রমে নরকপালও পদ্ম বিরাজিত।

তেজস্বী শিষ্য .বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ডাকিলেন"? গুরু অনুভবমুদ্রায় মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে

ধীরে বলিলেন—"কি জানেন, আপনার জন্ম ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়, কাল নয়, পরশু নয়, তার পরদিন আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।" অনুভব মুদ্রায় স্মৃতি জাগে। শিষ্যকে তাই ঐ মুদ্রা ধরিয়া উপদেশ দিলেন। শিষ্য কার্ত্তিকমাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় শেষ শুক্রবারে শেষরাত্রে ভূমিষ্ঠ হন। পরম আদরে শিষ্যকে আরও কহিলেন—"আপনি কয়দিন উপবাসী আছেন। কিছু ছোলা সিদ্ধ ও মুড়ি খান।" উপবাসের পর এ ব্যবস্থা মন্দ নহে। শিষ্য অবিচারিতভাবে এ আদেশ পালন করিলেন। দেহকৃত্যে ও গুরু শুশ্রুষায় দিবস কাটিয়া গেল।

সর্ব্বত্রও

ঐ দিবস পীঠে ৫।৬ জন ভৈরবভৈরবী উপস্থিত। তাঁহাদের নির্ব্বন্ধে র.ত্রে শিমূলতলায় বাম চক্রানুষ্ঠানে চক্রেশ্বরপদ স্বীকার করেন। প্রিয় শিষ্যও চক্রানুষ্ঠানে যোগ দিলেন। তারা প্রেমের তরঙ্গ উঠিল। নিশী-থান্তে ভৈরবভৈরবীগণ নিদ্রাভিভূত হইলেন। বাম তখন সুতকল্প শিষ্যকে মহাশ্মশানে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর গাঢ় তমস্বিনী মহানিশা। শিষ্য তেজস্বী সাধক। হিমাচলে নির্জ্জন ভীষণস্থানে একাকী বহুবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি অকুতোভয়। তারাপীঠ জনাবাস। এখানকার শ্মশানে তাঁহার কি ভয়? এইরূপ তাঁহার মনে ধারণা। শব ভূমিতে পদার্পণ করিতেই হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে একটী চিতা জ্বলিল। ক্ষণপরে শত শত হস্তির তুমুল বৃংহতি ধ্বনি শুনিয়া

চক্রানুষ্ঠান

পীঠৈশ্বর্য্য

দরবিস্ময়ে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ? এসব কি তোমার খেলা?" নিরভিমান ভক্তাবতার উত্তর দিলেন—"এযে তারামার রাজ্য, মার কত ঐশ্বর্য্য।" তারপর শিষ্যের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"দাদা কাঁপছেন, ভয় পেয়েছেন?" বলিয়া শিষ্যের বিশালদেহকে বগলদাবা করিয়া একছুটে আশ্রম ঘরে গেলেন। একটু পরে বলিলেন—"আমি পাত্র ফেলে এসেছি"—বলে শিষ্যকে ঘরে শিকল দিয়া পুনঃ শ্মশানে ছুটিলেন।

৮। বিনায়ক।

পশুবিধিপালনোৎসকলমাদিবসে কুলধর্ম্মদীক্ষিতম্
নিশি শবসাধনেঽস্তিকগতং গময়ন্নবশক্তিমূর্জ্জিতাম্।
প্রতিপদি মজ্জয়ন্নিব সুধাম্বুনি ধাবথ মন্ত্রশোধনাৎ
স্বগণবিনায়কং শিবগুরুর্বিদধে পরসিদ্ধিভাজনম্॥

অমাবস্যাদিবসে পঞ্চাচার পালনোৎসুক নবাগত শিষ্যকে কৌলধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মহানিশায় শবসাধনে বিশিষ্ট নবশক্তি সঞ্চার করতঃ প্রতিপদ তিথিতে তৎফলে তাঁহাকে যেন সুধা-সিন্ধুতে মগ্ন রাখিয়া তৎপরদিনে তাঁহার স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রশোধন

করতঃ সেই নিজগণপতিকে শিবস্বরূপ গুরু পরম সিদ্ধিভাজন করিলেন।

পরদিন অমাবস্যা, সূর্য্যগ্রহণ। ছোটখ্যাপার ইচ্ছা উপবাসাদি নিয়ম পালন করতঃ জপ করেন। তিনি হঠযোগী, সাধক, বিধিনিষেধের অধীন। এ সুযোগ কেন ছাড়িবেন! বাম রাজযোগী, সিদ্ধপুরুষ, বিধিনিষেধের অতীত। তাঁহার বাহ্যানুষ্ঠান নাই, তাঁহার শরীর মনপ্রাণ তারাময়। ছোটখ্যাপাকে ঐরূপ সাধনের অধিকারী করিবেন বলিয়া হিমাচল হইতে ডাকিয়া আনিয়াছেন। তিনি শিষ্যকে বলিলেন, "দাদা, পায়স ও মাংস খাইব।" ছোটখ্যাপাকে প্রসাদ লইতে হইবে। বিধিনিষেধ গণ্ডী থাকিবে না। শিষ্য গুরুর আদেশমত মাংসাদি পাক করিলেন। গ্রহণের কাল উপস্থিত। বাম আহারীয় আনিতে বলিলেন। ছোটখ্যাপা বলিলেন, "আপনার সবই বিপরীত।" বাবা নিরভিমান, নিজে বিধিকিঙ্কর নহেন ইহা বলিতে চান না। গুরুপরম্পরাগত কৌলাচারই এই কৌলতীর্থের উপযোগী বুঝাইবার জন্য উত্তর দিলেন—"এযে সিমুলতলা!" আগন্তুক বুঝিলেন—বাম অবধূত, দ্বিতীয় মহেশ। তথাপি তিনি অবধূতাচারকে নিন্দাবাদ করিলেন, "পিশাচে পাইলে সত্যবর্জ্জিত হয়।" বাবা উত্তরে খড়্গ দেখাইয়া বলিলেন—"ইনিই গুরু, দেবদানবযক্ষগন্ধর্ব্ব, সকলেই ইঁহার উপাসক। ইঁহাতেই ব্রহ্মদণ্ড। এঁর দ্বারাই পিশাচমোচন।" ভক্ত ভাব বুঝিতে না পারায় বাম তাঁকে আবর্ত্তনীয় মুদ্রায় উহা বুঝাইয়া

বলিলেন—খড়্গ মহেশ্বরের প্রাণ, রোহিনী তার উৎপত্তিস্থান, রুদ্রদেব তাঁর গুরু।" অমাবস্যার গ্রহণ বাহ্যতঃ নিয়মভঙ্গে পালিত হইল। রাত্রিতে শ্মশান সাধনা। ছোটখ্যাপা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁর ভিতর শক্তি সঞ্চার হইয়াছে। তৎফলে প্রতিপদে দিবারাত্র তিনি যোগনিদ্রাভিভূত। দ্বিতীয়া প্রাতে উঠিলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সংস্কারের আয়োজনের জন্য ভাবিতেছেন। বামের দীক্ষা লৌকিকী নহে যে ষোড়শোপচারে পূজাহোম গুরুবরণের জোড় ইত্যাদি নানাদ্রব্য সম্ভার আবশ্যক। শিষ্য ফুল তুলিয়া আনিলে বাবা বলিলেন, "ঝিল্ল বেড়িয়ে এলাম। দক্ষিণ মশানে অনেক কাঠ পড়িয়া আছে। নিয়ে আসুন, আগুন জ্বাল্‌তে হ'বে। আজ যে আপনার সংস্কার।" ছোটখ্যাপা দ্বারকাতীরে শ্মশানে শবকাষ্ঠ আনিতে গেলেন। হস্তে একখানা, স্কন্ধে একখানা, কুক্ষিদেশে একখানি কাঠ কুড়াইয়া আনিয়া শ্মশান হইতে ফিরিতেছেন। শ্মশানেই দেখিলেন একটি সর্প বামদিক হইতে আসিয়া তাঁর দক্ষিণে স্থিরভাবে দাঁড়াইল। উভয়ে উভয়কে অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। ছোটখ্যাপার বোধ হইল তারা মা তাঁর নাগভূষণ পাঠাইয়াছেন। সিমূলতলায় আসিয়া ঐ ঘটনা প্রকাশ করিলে বাবা বলিলেন—"ঐ নাগের সহিত তোমার যুদ্ধ হ'বে।"

সিমুলতলায় শবকাষ্ঠে হোমাগ্নি প্রজ্বালিত হইল। উভয়ে অগ্নির সম্মুখে বসিলেন। গুরুর মুখ অগ্নিকোণে, শিষ্যের

বায়ু কোণে। চক্রানুষ্ঠান হইল। ক্ষ্যাপা কিশোর বয়সে যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করতঃ তাহা হইতে পঞ্চাক্ষর বাদ দিয়া একাদশাক্ষর রাখিলেন। গুরুদক্ষিণাস্বরূপ শিষ্যের যষ্টি লইলেন। ঐ দিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আদিত্যবার। বাবা পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "স্নান সমাপনান্তে পূর্ণকুম্ভে আদিত্যের উপাসনা কর।" শিষ্য মন্ত্র পরীক্ষা করিলেন। গুরুশিষ্যে অপূর্ব্ব কথোপকথন হইল। গুরু বলিলেন—"কেমন রে কেমন?" শিষ্য বলিলেন—"হ্যাঁরে হাঁ।" এ পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা, সমস্যা সমান।

শিষ্যও কেও কেটা নন। তিনিও মহাপুরুষত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান নাম তারানাথ ব্রহ্মচারী। সাধারণে তারাক্ষ্যাপা বলে। তিনি গুরুভক্তির আদর্শ। দশরথ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—"ন ত্র্যম্বকাদন্যমুপাসিতাসৌ।" ত্র্যম্বক ভিন্ন রাজা দশরথ কাহাকেও উপাসনা করেন না। ছোটক্ষ্যাপা সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে—"বাম ভিন্ন তিনি চতুর্দ্দশভুবনে কাহাকেও মানেন না। তিনি বিনামায় "তারা" নাম লিখিতে কুণ্ঠিত নহেন। 'বাম' নামও লিখিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—ঐখানেই সঙ্কোচ, কারণ বামকে যে মাথা বেচিয়াছি। বাবাও তাঁকে বিশেষ ভাল বাসিতেন। ঐ স্নেহ তাঁর সম্ভ্রমজড়িত জানাইবার জন্য বাবা তাঁকে "দাদা" সম্বোধন করিতেন। তিনিও বীরসন্তানবৎ কখনও কখনও বাবাকে পরামর্শ দিতেন। তাঁর গুরুস্থানের

প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাভক্তি যে কখনও তিনি রামপুরহাট হইতে তারাপীঠ গোশকট সুলভ হইলেও না হাঁটিয়া যান নাই। একবার তিনি সন্ধ্যার সময় রামপুরহাটে পৌঁছিয়া গুরুর প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ তারাপীঠমুখে যাত্রা করেন। দ্বারকা পার হইলে অন্ধকারে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত হইল। সরলপুরের মাঠে তিনি দিশেহারা হইয়া পথ হারাইলেন। এদিকে বাবা আশ্রমে তাহা জানিতে পারিয়া সোৎকণ্ঠভাবে সেবায়েৎ পাণ্ডাকে বলিতেছেন—"দাদা আসিতেছেন তাকে পাছে গিলিবার চেষ্টা করিতেছে।" পাণ্ডা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। বাবার কৃপায় কিছুক্ষণ পরে বীরতনয়ের দিগ্‌জ্ঞান হইল। অবশেষে তিনি আশ্রমে পৌঁছিলে সাদরে বাবা বলিলেন—"দাদা তোমাকে পাছে গিলিতেছিল।" শিষ্য বলিলেন—"হাঁ বুড় মহারাজ! সব তোমারই খেলা।" বাবা তাঁর গুহ্য বিদ্যার অনেকতত্ত্ব উঁহাকেই উপযুক্ত বুঝিয়া দিয়াছেন। ছোটখ্যাপা বা তারাখ্যাপা বিপুল শক্তির অধিকারী। তিনি বিভূতি দেখাইয়া ধনমানের প্রার্থী নহেন। তিনি মহা সিদ্ধি-কামী। গুরু তাহা এখনও তাঁকে দেন নাই বলিয়া গুরুর নিকট জোর করেন।

তিনি যখন পলাশীর নিকট জুরণপুরের শ্মশানে শবসাধনা করেন সেই সময় একদিন এক পুত্রহারা মাতার করুণ ক্রন্দনে কাতর হইয়া দুই বোতল কারণ শুদ্ধ করিয়া মৃত পুত্রকে বাঁচাইয়া দেন। পরে সেই দুইবোতল সঙ্গে লইয়া তারাপীঠে

মহাত্মা তারাক্ষ্যাপা

উপস্থিত করেন। বাবা বোতল খুলিয়াই বলেন—"মদ বদ, দাদা, মড়ার গন্ধ কইচে। খায়েন না। খাবেন, একমুষ্টি চালের অন্ন, ঘনাবর্ত্ত দুধ, ফলমূল।" গুরুভক্ত বীর সন্তান এক মুহূর্ত্তে বাহ্য পঞ্চমকার ত্যাগ করেন ও শুদ্ধসাত্বিক আহার গ্রহণ করেন।

তাঁর তেজস্বিতার পরিচয় অনেক আছে। অন্যায় তিনি কাহারও সহিতে পারেন না। ভয়ও কাহাকে করেন না। দ্বারভঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিং গদি পাইবার পরেই ভ্রাতৃ-জায়ার সহিত মোকর্দ্দমার সময় সদলবলে তারাপীঠে আসেন। শ্মশানভৈরব বামকে ও তারা মাকে প্রসন্ন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। সিমুলতলার বেদীতে জপ করিবার জন্য কানাৎ দিয়া তাহা ঘেরেন। তখন ছোটখ্যাপা তথায় উপস্থিত। তাঁর পরশুরাম মূর্ত্তি, হস্তে কুঠার। মহারাজার আচরণে উদ্বেলিত হইয়া মহারাজকে বলেন—"সিমুলতলা তোমার দ্বারভাঙ্গার গদি নয়। এস্থান সকল সাধকের সমান অধিকার। কানাৎ উঠাও।" মহারাজা কানাৎ তুলিয়া দিতে বাধ্য হন।

ঐ সময় কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার ছোটরাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠজামাতা বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় তারাপীঠে বামের কৃপাপ্রার্থী হইয়া সস্ত্রীক গিয়াছেন। রাজার কুমারী বামকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। তিনি আশ্রমে বামের পদধৌত করিয়া নিজ আঁচলে উহা মুছাইতেছেন। ছোটখ্যাপা তাহা দেখিয়া তাঁহার হাত হইতে বামের চরণ ধরিলেন এবং

নিজ দীর্ঘ-কেশপাশে তাহা মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন—"এইরূপে ত গুরুসেবা করিতে হয়।" তাঁর প্রাণের ভাব -

সোহাগসঞ্চিত উষ্ণ আঁখিজলে
ধুয়াব চরণ, মছাব কুন্তলে।

বাবা তাঁর সেই ভাব দর্শনে বলিলেন—দাদা যান্। আপনি কামরূপ জয় করিয়া আসুন।

সন ১৩১৮ সালে শ্রাবণ মাসে যখন বাম দেহ রাখেন তখন ছোটখ্যাপা কামরূপে। তাঁহাকে কে যেন স্পর্শ করিয়া বলিল—"তুমি কি করিছো, আমি চলিলাম।" মুখ ফিরাইয়া দেখেন—বামের মূর্ত্তি। তিনি তৎক্ষণাৎ কামাখ্যাধাম হইতে তারাপীঠ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনদিন পরে শ্রীধামে আসিয়া শুনিলেন—বাম দেহ রাখিয়াছেন।

বামের ইঙ্গিতে তিনি এ দাসের সাধনপথে সহায়। সে লীলা তরঙ্গান্তরে বর্ণিত। তিনি বামভক্তগণের শিরোমণি। প্রতিভা জ্ঞান তপঃসিদ্ধি প্রভৃতি তাঁর গণপতিত্বের লক্ষণ।

শ্রীরামলীলা

সন্তান তরঙ্গ

১। দৈবাদেশ।

কান্তাশোকে পরিহৃতগৃহো বিপ্রো যুবা কাশ্যপঃ।
স্বর্গতাং ত্বাং নয়নপথগামীপ্সন্ মনোহারিণীম্॥
নানাতীর্থে গুরুমভিসরন্ সিদ্ধং নিরাশঃ পুনঃ।
দৈবাদেশাদ্ দ্রুতমুপগতো রামং গুরুং সিদ্ধিদম্॥

কান্তাবিরহে শোকাকুল হইয়া কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণযুবক গৃহত্যাগ করতঃ স্বর্গতা মনোরমা প্রিয়ার দর্শনাভিলাষে নানাতীর্থে সিদ্ধগুরু অন্বেষণ করতঃ ব্যর্থমনোরথ হইলেন, পরিশেষে দৈবাদেশে সিদ্ধিদাতা গুরু রামের নিকট শীঘ্রই উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনিগমানন্দ স্বামী শক্তিমান পুরুষ। তাঁর রচিত জ্ঞানী গুরু, যোগী গুরু, তান্ত্রিক গুরু, প্রেমিক গুরু প্রভৃতি পুস্তক তাঁর জ্ঞানভক্তির নিদর্শন। তিনি আসামে সারস্বত মঠ ও বঙ্গদেশে নানাস্থানে সারস্বত আশ্রম স্থাপন করতঃ শাস্ত্রালোচনা ও সাধনার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার বহু শিষ্যসেবক। চিদানন্দ প্রভৃতি চিরকুমার শিষ্যগণ গুরুর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

নিগমানন্দের সাংসারিক নাম নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়। নিবাস নদীয়া জেলার কুতুবপুর গ্রামে। যৌবনোদ্‌গমেই বিবাহ ঘটে। অনুরূপ দম্পতীর মধ্যে অল্পদিনে প্রগাঢ় প্রেম হয়। অনিত্য সুখেই নলিনীনাথ বিভোর ছিলেন।

পত্নীশোক

হঠাৎ করাল কাল তাহাতে কুঠারাঘাত করিল। যৌবনেই তিনি পত্নী হারাইলেন। বিরহব্যথায় আকুল হইলেন। শোকই চিত্তসংশোধনের দ্বার। শোকেই তাঁর পারত্রিক পথ উন্মুক্ত হইল। তিনি ভাবিলেন—তাদৃশ প্রণয়পাশ ছিন্ন করিয়া কান্তা কোথায় গেলেন? জীব কোথা হইতে আসে, কেন আসে, কোথায় যায়, মৃত্যুর পর অস্তিত্ব কিরূপ থাকে? ইহজীবনে মৃত্যুর পরে জীবের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে কিনা ইত্যাদি তত্ত্ব

তত্ত্বজিজ্ঞাসা

জিজ্ঞাসা তাঁহার হৃদয়ে জাগিল। সন্তানাদি বন্ধন ছিল না। সংসারের বন্ধন ছেদন করিয়া মহাপুরুষের অন্বেষণে বাহির হইলেন। তৎকালীন বিখ্যাত মহাত্মাগণের আশ্রয়ও লইলেন। কিন্তু তাঁর সমস্যার সমাধান হইল না। সাম্পরায় বিদ্যা চাহিতেছিলেন, স্বর্গতা পত্নীর সাক্ষাৎ করাই তখন তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য। পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল শাস্ত্রীয় মতশ্রবণে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি পারলৌকিক অস্তিত্বের অনুভূতি চাহিতেছিলেম। সম্পরীতা কান্তাকে কেহই দেখাইয়া দিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে সংশয় আসিল। ভাবিলেন—মরণের পর জীবন কাকাপ্তিবৎ।

উহা দার্শনিকের কল্পনামাত্র। নানাস্থানে কয়েক বৎসর ঘুরিবার পর কলিকাতায় জনৈক ব্যক্তির অতিথি হইলেন। রাত্রে ঐ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা আসিল। নিশীথে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন—শয়নকক্ষ আলোকিত। সন্দেহ হইল দীপ কি নিভাইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। প্রণিধানের পর গৃহমধ্যে জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারই দেহকান্তিতে গৃহ উদ্ভাসিত। ইহা কি স্বপ্ন না চিন্তা জর্জ্জর মস্তিষ্কের বিকার। আবার চক্ষু মুছিয়া চাহিলেন; সেই মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তাঁহার সহিত কথা বলিতে গেলেন। তখন মূর্ত্তি অন্তর্হিত।

অলৌকিক
মূর্ত্তি ও মন্ত্র

গৃহের দ্বার রুদ্ধ। এ মূর্ত্তি কিরূপে প্রবেশ করিল? কিরূপেই বা বিলীন হইল! আরও বিস্ময়ের কথা তাঁহার শয্যায় একখানি বিল্বপত্র এবং তাহাতে একটী অপরিচিত দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র লিখিত। এই ঘটনায় ধারণা জন্মিল যে, স্থূলজগৎ ভিন্ন সূক্ষ্মজগৎ আছে। অনুসন্ধিৎসা জন্মিল। পুনরায় ভ্রমণ করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত। ঐ মন্ত্রের কোন ব্যাখ্যাতা পেলেন না। পুনরায় পরলোকে সংশয়ান্বিত হইলেন। একদা এক ভগ্নবাটীতে প্রায়োবেশনে ত্রি দিবস কাটাইতে মনস্থ করেন। ক্লান্তিবশতঃ প্রথমপ্রহরেই নিদ্রাদেবীর অঙ্কে শায়িত। স্বপ্ন দেখিলেন যেন কলিকাতায় প্রত্যক্ষীভূত মহাপুরুষ গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিতেছেন—“বাবা, হতাশ হইও না।” সেই মহাপুরুষের অনুসন্ধানে

আবার বেড়াইলেন। ঋষিকুলের আকর দেবতাত্মা নগাধিরাজের দক্ষিণ ও উত্তরদিকে বহুকাল কাটাইলেন। নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ করিলেন। সকলেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু যুবক সন্ন্যাসীকে আদর করিলেন। কেহ কেহ শিষ্য করিতে চাহিলেন। কেহ কেহ কথঞ্চিৎ বিভূতি দেখাইলেন। কিন্তু কেহই অলৌকিকভাবে লব্ধ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না। নবীন সন্ন্যাসী যে রহস্য জানিতে চান তাহার মীমাংসা কোথাও না পাইয়া তিনি শিষ্যত্ব লইলেন না।

অনুসন্ধিৎসা

এ জীবনে জন্মমৃত্যু রহস্যভেদ হইল না এই নিরাশান্ধকারে সহসা তারাপীঠ ভৈরবের নিকট যাইবার জন্য দৈবাদেশ পাইলেন। আনন্দে তারাপীঠ যাত্রা করিলেন। তখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন। শিরে জটাভার, করে কমণ্ডলু, কটিতে কৌপীন। বীরভূমে পৌঁছিয়া কবিচন্দ্রপুর দিয়া দ্বারকা পার হইয়া তারাপীঠের মহাশ্মশানে উঠিলেন। শ্মশান ঘাটের পথ ধরিয়া তারামার মন্দির বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

১০। নিগমানন্দ দেবীদর্শন।

পৃষ্টবান্নার্ত্তং গুহমিব গুরুস্তং সাম্পরায়ার্থিনং
তারা বিশ্বাকৃতিরিতিবদন্ যাগে শ্মশানে চ তাম্।
বিষ্বগ্‌জ্যোতিঃ স্থিতপরিচিত স্ত্রীরূপিনীং দর্শয়ন্
তারাকণ্ঠকূলিত নিগমানন্দং ব্যধত্তাশ্রিতম্॥

সেই আর্ত্ত পরলোকতত্ত্ব জিজ্ঞাসুকে শ্রীগুরু নিজকুমারবৎ সাদরে গ্রহণ করিয়া 'তারা বিশ্বরূপা' ইহা মুখে প্রথমে বলিয়া পরে শ্মশানে শবযজনে মহানিশায় দেবীকে অনন্ত-জ্যোতিঃ মধ্যবর্ত্তিনী পরিচিত নিজপত্নীরূপে দেখাইয়া কান্তার কমনীয় কণ্ঠস্বরে নিগমতত্ত্ব আলাপে আশ্রিতকে আনন্দিত করিলেন।

বাম তখন জীবৎকুণ্ডের পশ্চিমদিকের ঘাটে বসিয়া আছেন। সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে অস্তোন্মুখ। রক্তিম কিরণে দ্যাবাপৃথিবী রক্তিমরাগ ধরিয়াছে। নবাগত সন্ন্যাসী পশ্চিম-দিক হইতে শ্রীবামের অভিমুখে আসিতেছেন। অগ্রেই তাঁর ছায়া গুরুর পাদস্পর্শ করিল। বাবা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত শিষ্য চরণে পতিত। বাবা বলিয়া উঠিলেন—"কেরে ভাগ্যবান্ এলি ?" ভক্ত কাঁদিয়া ফেলিলেন। যে আশা বক্ষে ধরিয়া সংসার ছাড়িয়াছেন, যার অন্বেষণে কয়েক বৎসর কতস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিফল হইয়াছেন।

তাঁর সেই আশা এক্ষণে ফলবতী হইবে। অপার সাগরে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আলোড়িত মগ্নপ্রায় নাবিক আশ্রয়স্থল বন্দর পাইলে যেরূপ ভাবান্বিত হন নলিনীনাথের সেইভাব। ভাবতরঙ্গ হৃদয়ে ধরে না. প্রেমাশ্রুরূপে বহির্গত। গদগদস্বরে বলিলেন—"আমি আজ ভাগ্যবান বটে।" শ্রীবাম এরূপ শুদ্ধভক্তের সমাগমে উৎফুল্ল। সকলই জানিয়াছেন। নটের গুরু তিনিই। তথাপি বলিলেন—"কি চাও বাবা?" ভক্ত নিজের অন্তরের কথা লুকাইয়া বলিলেম—"তারামাকে।" বাবা উত্তর দিলেন—"সে ত সহজ বাবা!" তারা মা সর্ব্বত্র বিরাজমান। ঐ দেখ, বাবা, অস্তাচলগামী তপনে তারা মা, ঐ জলে তারা মা, এই স্থলে তারা মা, এই অনন্ত আকাশেও তারা মা।" ভক্ত বলিলেন—"বাবা, ওসব তারা মা বটে, কিন্তু ও নিত্য দেখি, তারা মা বলিয়া বোধ হয় না। আমি ও নকল চাই না, আসল চাই।" বাবা বলিলেন—"বেশ বাবা, থাক, সময়ে পাইবে।" শিষ্যকে উপযুক্ত বিধায় আশ্রমেই স্থান দিলেন। শিষ্যও শ্রীগুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। বাম অন্তর্দ্রষ্টা ও অন্তর্জগৎ দেখাইতে পারিবেন এ বিশ্বাস তাঁর আসিয়াছে। তিনি গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়া গুরুসেবায় রত রহিলেন। গুরু তাঁর স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রের যা ব্যাখ্যা করিলেন তা গুহ্যাতিগুহ্য। শিষ্য শমদমাদিসাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ও মুমুক্ষু। তাঁহাকে অধিকদিন অপেক্ষা করিতে হইল না।

কুলবারে কুলনক্ষত্রে অমাবস্যা যোগ ঘটিল। বাম বলিলেন, "আজ তোমার লগ্ন উপস্থিত। শিষ্যের মহানন্দ। আর কেহ জানিল না। দিবসে বিশিষ্ট বাহ্যকর্ম্মদ্বারা পরিচয় দেওয়া হইল না। মহানিশায় গুরু ও শিষ্য ব্যতীত আশ্রমে কেহ ছিলেন না। তখন শ্রীগুরু শিষ্যকে মহা শ্মশানে লইয়া গেলেন। রজনী গাঢ়তমোংশুকাবৃতা। আকাশে তারাকুল মিটিমিটি জ্বলিতেছে মাত্র। জন মানব নাই। দ্বারকা কুলু কুলু শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শৃগাল ও সারমেয় শব লইয়া দ্বন্দ্ব করতঃ শ্মশানের নীরবতাভঙ্গ করিতেছে। বাম নির্ভীক। এ শ্মশান তাঁর রাজ্য। নবাগত শিষ্যও সাহসী। শ্রীগুরুর বলে বলিয়ান। বাম শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ সমন্বিত এক শব দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহা যথাবিধি সংস্কৃত করতঃ তদুপরি শিষ্যকে বসিতে আদেশ দিলেন এবং জপ্যমন্ত্রও দিলেন। শিষ্য গুরুপদেশ-মত যথাবিধি শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। জপ করিতে করিতে তাঁর বাহ্যজ্ঞান মধ্যে মধ্যে লুপ্ত হইতেছে। জাগ্রতাবস্থায় ভীতির সঞ্চারও ক্বচিৎ ক্বচিৎ হইতেছে। তখনি শ্রীগুরুর "জয়তারা" নাদ শুনিতেছেন। সেই ভবভয়হারী ধ্বনিতে সকল ভয় বিদূরিত হইতেছে। এইরূপ ব্যুত্থানমিশ্রিত সমাধি কতক্ষণ চলিল। পরে অন্তর্জগতে মন প্রবেশ করিল। বাহ্যজগৎ বিলুপ্ত ও অখণ্ড তেজোময় জগৎ উদ্ভাসিত। সেই অনন্ত জ্যোতির্মধ্যে উজ্জ্বলতর জ্যোতির্ম্ময়ী এক রমণীয়া নারীমূর্ত্তি আবির্ভূতা। মূর্ত্তি তাঁর চিরপরিচিতা, চিরাকাঙ্ক্ষিতা প্রণয়িনীর

মূর্ত্তি। কিন্তু তার কি দিব্যছটা, কি দিব্য আভরণ, কি দিব্য ভাব, কি দিব্য হাসি! তাহার সহিত কথোপকথন নিগমানন্দের শিষ্য চিদানন্দ "মায়ের কৃপা" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কথোপকথন শেষে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইল। 'অস্তি নাস্তি ভাতি ন ভাতি' অবস্থা আসিল।

প্রাতে যখন সমাধি ভাঙ্গিল শিষ্য দেখিলেন—তাঁহার মস্তক শ্রীগুরুর ক্রোড়ে ও দেহ শ্মশানে বালুকা শয্যায় লুণ্ঠিত। দিনমণি অরুণরাগে পূর্ব্বাকাশ ভাসাইতেছেন। শ্মশানের তরুনিচয়ের শিরোদেশ কনক কিরণে রঞ্জিত। শিষ্য সসম্ভ্রমে উঠিয়া গুরুচরণে পতিত হইলেন। প্রেমাশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। গদ্গদকণ্ঠে নিগমের ভাষায় শ্রীগুরুবন্দনা করিলেন—

নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে।
বিদ্যাবতারসংসিদ্ধৈ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ॥
নারায়ণ স্বরূপায় পরমাত্মৈকমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বাজ্ঞান তমোভেদভানবে চিদ্ঘনায় তে॥
স্বতন্ত্রায় দয়াকপ্ত বিগ্রহায় শিবাত্মনে।
পরতত্ত্বায় ভক্তানাং ভব্যানাং ভবরূপিণে॥
বিবেকিনাং বিবেকায় বিমর্শায় বিমর্শিনে।
প্রকাশানাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিণে॥
ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ।
মায়ামৃত্যু মহাপাশাৎ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ॥

হে নাথ! হে ভগবন্! তুমি গুরুরূপী শিব। তোমাকে নমস্কার। বিদ্যাবতারসংসিদ্ধির জন্য তুমি নানারূপ ধরিয়া থাক। তুমি নারায়ণস্বরূপ। তুমি পরমাত্মস্বরূপ। তুমি অজ্ঞান তমোবিনাশক সূর্য্য। তুমি চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি। তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বাধীন। জীবের উদ্ধারের জন্য তুমি কৃপা-বশতঃ দেহধারণ কর। নচেৎ তুমি সাক্ষাৎ শিব। তুমি ভক্তগণের পরমতত্ত্ব। তুমি মঙ্গলভাজনগণের সুমঙ্গল। তুমি বিবেকীর বিবেক। তুমি বিমর্শকারীর বিমর্শ। তুমি প্রকাশের প্রকাশক। তুমি জ্ঞানীর জ্ঞান, তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তোমার কৃপায় অদ্য মায়ামৃত্যুরূপ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমার সকল কর্ম্মের অবসান হইয়াছে। এক্ষণে আমি শিব।

যুবক বহুকাল যাহা অন্বেষণ করিতেছিলেন, এতদিনে বামের কৃপায় তাহা পাইলেন। যুগপৎ পত্নীরূপদর্শন, মহামায়া সাক্ষাৎকার ও জন্মমৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল। যখনই বামদত্ত মন্ত্রে আহ্বান করেন তখনই মহামায়া পত্নীরূপে দেখা দেন। তৎকারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরু ভঙ্গী করিয়া প্রকাশ করিলেন— "বাবা, মহামায়ার মানবীমূর্ত্তি তিনি; তার মধ্যে তুমি যাহা চাহিতেছিলে, তাহাই পাইতেছ।"

জননী জন্মকালে চ স্নেহকালে চ কন্যকা।
ভার্য্যা ভোগায় সম্পৃক্তা অন্তকালে চ কালিকা।
একৈব কালিকা দেবী বিহরন্তি জগৎত্রয়ে॥

একই কালিকাদেবী জন্মকালে জননীরূপে, ভোগবিলাসে ভার্য্যারূপে, স্নেহদর্শনে কন্যারূপে এবং অন্তকালে কালীরূপে ত্রিজগতে বিহার করিতেছেন।

ভক্ত কৃতার্থ হইয়া শ্রীগুরুচরণে বিদায় লইলেন। তিনি পরে জ্ঞানসাধনা, অজপা সাধনাদি প্রেমসাধনার জন্য অন্য গুরু গ্রহণ করেন। গুরু চতুষ্টয়ের নিকট লব্ধবিদ্যা, তান্ত্রিকগুরু প্রভৃতি পুস্তক চতুষ্টয়ে দিয়াছেন। তিনি পরে নিগমানন্দ সরস্বতী নামে অভিহিত হন। আসাম ও বঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন জন্য বহু মঠ স্থাপন করতঃ জীবের বহু কল্যাণ সাধন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন— "বাম মাতৃভাব সাধনায় সিদ্ধ। মার আদুরে ছেলে।" আমরা বলি—'তিনি ভাবাতীত সর্ব্বভাবময়।'

শ্রীবামলীলা

সন্তান তরঙ্গ

১১। মহাকাল।

বিদ্বাংসং বন্দ্যবংশং হরিহরপরং ছিন্নসংস্কারপাশং।
স্বক্ষেত্রে পূর্ণচন্দ্রং নিজমহাকালমুদ্বুধ্য বামঃ॥
নেপালে যোগভূতিং পশুপতিপদে লম্বয়ণ লোকভূত্যৈ।
লীলান্তপুণ্যপীঠেঽপ্রকটমপিতং পাদমূলে ন্যধত্ত॥

বন্দ্যবংশীয় অধ্যাপক হরিভক্ত পূর্ণচন্দ্র সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া তারাপীঠে শ্রীবামের আকর্ষণে উপস্থিত হইলে বাম সেই নিজমহাকালকে প্রবুদ্ধ করিয়া নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরে তাঁহাকে সিদ্ধি দিয়া জীবকল্যাণে তাঁহাকে রাঢ়দেশে বিচিত্রলীলা করাইয়া অন্তর্হিত সেই ভক্তকে অন্তেও স্বীয়চরণমূলে স্থান দিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার মানকর প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। প্রায় সার্দ্ধচতুঃশতবর্ষ পূর্ব্বে মানকরের জীবননামক জনৈক ব্রাহ্মণ নশ্বরধনের কামনায় বৃন্দাবনে যাইয়া সনাতন গোস্বামীর পদাশ্রয়ে অবিনশ্বর কৃষ্ণধনের সন্ধান পান। একালের মানকরের সন্নিহিত গ্রামবাসী বন্দ্যবংশীয় শ্রীপূর্ণচন্দ্র বামের নিকট তারা ধনপ্রাপ্ত হন। পূর্ণচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী। বাঁকুড়া জেলায় কুঁচেকোল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা

করিতেন। দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মানকরের বৈষ্ণব সাধক হরেকৃষ্ণ বাবাজী তাঁহাকে প্রথমে আকর্ষণ করেন। পূর্ণচন্দ্রের ধর্ম্মভাব আজন্ম প্রবল। বাবাজীর সঙ্গ মণিকাঞ্চন সংযোগতুল্য হইল। তিনি হরিনামে মাতিলেন। তাঁর বৈরাগ্য উদিত। গৃহে থাকিতে পারিলেন না। পূর্ণচন্দ্র হরেকৃষ্ণ বাবাজীর সহিত কিছুদিন ঘুরিলেন। বাবাজী উন্নত সাধক। তথাপি পূর্ণচন্দ্র বাবাজীকে গুরুপদে বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বামের নাম ও মহিমার বিষয় শুনিয়াছিলেন বামের কৃপাও প্রকটিত। সাং ১৩৩০ সালে পূর্ণ তারাপীঠে ছুটিলেন। বামকে দেখিয়াই আত্মসমর্পণ করিলেন। অলৌকিক দৃগ্‌দীক্ষায় বাম নবাগত শিষ্যের হৃদয়ে তারাতত্ত্বের বীজরোপণ করিলেন।

গৃহত্যাগ

দীক্ষা।

নিমীল্য নয়নে ধ্যাত্বা পরতত্ত্বে প্রসন্নধীঃ।
সম্যক্ পশ্যেৎ গুরুঃ শিষ্যং দৃগ্‌দীক্ষা ভবেৎ প্রিয়ে॥

কুলার্ণবতন্ত্রে।

সদাশিব পার্ব্বতীকে উক্ত দীক্ষার লক্ষণ বলিতেছেন—"হে প্রিয়ে! যখন গুরু প্রসন্নবুদ্ধিতে মুদিত লোচনে পরতত্ত্ব সম্যক্ ধ্যান করতঃ শিষ্যের প্রতি করুণদৃষ্টি করেন তাহাই দৃগ্‌দীক্ষা।" সদ্‌গুরুর করুণ কটাক্ষপাতে শিষ্যের কৃতকৃত্যতা লাভ হয়। গুরু শুশ্রূষার জন্য পূর্ণ তারাপীঠে রহিলেন। তারামার প্রসাদ

সাধকদের জন্যই রাজা রামকৃষ্ণ বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিনা কঠোর পরীক্ষায় তাহা পাওয়া যায় না। পূর্ণও গুরুতীর্থে পরপিণ্ডোপজীবী হইতে অনিচ্ছুক। তিনি গুরুর ন্যায় অভিমান শূন্য নহেন। গুরুর কৃপায় এ সমস্যার সমাধান হইল। ঐ সময়ে তারামার পাচকের পদখালি হয়। পূর্ণ তাহা স্বীকার করিলেন। শ্রীগুরু আজন্মসিদ্ধ, তারাময়। সুতরাং তিনি তারামার বাহ্য পরিচর্য্যা করিতে পারেন নাই। শিষ্য সাধক তারাময়ত্ব পিপাসু। তিনি তারামার বাহ্যপরিচর্য্যায় সমর্থ হইলেন। তারাসেবা ও গুরুসেবা উভয়সেবাই তাঁর অদৃষ্টে একত্র ঘটিল।

কিছুদিন পরে করুণাময় গুরু তাঁকে পূর্ণাভিষিক্ত করিলেন। সে অভিষেকও বাহ্যসলিল সেবন নহে। তাহা অন্তরভিষেচন। বিহঙ্গম যেমন স্বীয় শাবককে সঙ্গে লইয়া উড়াইতে শিখায়, বামও সেরূপ স্বীয় সন্তানকে কিছুকাল সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষা দিলেন। পরে পূর্ণাঙ্গতার জন্য তাঁকে নেপালে পশুপতিনাথে পাঠালেন। সেখানে শ্রীগুরুর কৃপায় অচিরে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। পরে পুনরায় গুরুর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। গুরুর ইঙ্গিতে তিনি বাঁকুড়া জেলার মেলেড়া গ্রামের শ্মশানে বসিলেন।

সিদ্ধলাভ

শ্রীগুরুর বাহ্যাচরণ গ্রহণ করিলেন। শ্মশানেই তাঁর আলয়, শ্মশানচর শৃগালাদি তাঁর সহচর শবকন্থাই তাঁর পরিচ্ছদ হইল। তিনি বামাচার লইলেন। গুরুর ন্যায় পঞ্চম মকার বর্জন

করিলেন। মহাসিদ্ধির জন্য অন্তঃ এবং প্রাকৃত পঞ্চতত্ত্ব তারা সাধনায় ব্যাপৃত হইলে তারাপ্রেমে তিনিও ক্ষিপ্ত হন। তাঁর পূর্ণক্ষ্যাপা নাম বাহির হয়।

মেলেড়া বাঁকুড়া জেলার এক গণ্ডগ্রাম। তথাকার চট্টোপাধ্যায়েরা বিখ্যাত। তাঁদেরই অন্যতম দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকপদ প্রাপ্ত হন। তৎপার্শ্ববর্ত্তী পাড়িয়া গ্রামের দুর্গাদাস তেওয়ারী অবস্থাপন্ন। তাঁর পুত্র কঠিন রোগগ্রস্ত হন। সব চিকিৎসাই বিফল হইল। অন্তিম বস্থায় রোগীকে তুলসীতলায় বাহির করা হইয়াছে।

প্রচার

সৌভাগ্যক্রমে এমন সময় পূর্ণক্ষ্যাপা তথায় উপস্থিত হন। দুর্গাদাস ক্ষ্যাপার ভক্ত। ক্ষ্যাপার নিকট পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিলেন। পুত্রের আয়ুঃ আছে। ক্ষ্যাপারও দয়া হইল। তিনি জল পড়িয়া রোগীর উপর সিঞ্চন করিলেই মৃতপ্রায় দেহে জীবনীশক্তি জাগিয়া উঠিল। অচিরে রোগী সুস্থ হইল। মুহূর্ত্তে এই বার্ত্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ঐ অঞ্চলের বহুলোক তাঁর ভক্ত হইল। পূর্ণ ইচ্ছা করিলে আশ্রমাদি করিতে পারিতেন। তিনিও গুরুর ন্যায় ত্যাগী। সুতরাং একখানি চালাঘর মাত্র শ্মশানে উঠাইতে অনুমতি দিলেন। তিনি নিত্য ভিক্ষায় বাহির হইতেন। দুই এক ঘরের নিকট যাহা পাইতেন তাহা নিজেই পাক করিয়া অতিথি সেবান্তে নিজ দেহ ধারণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ

ভোজন করিতেন। এ বিষয়ে শালিখার প্রসিদ্ধ চটগাঁই বাবার সহিত পূর্ণচন্দ্রের সাদৃশ্য দেখা যায়।

বামের দেহরক্ষার পর সন ১৩২১ সালে দামোদর বন্যায় বর্দ্ধমান বিভাগের অর্দ্ধাংশ ভাসিয়া গেলে শ্রীবাম এ দাসকে আর্ত্তসেবায় ব্রতী করেন। তাঁর কৃপায় যথাসময়ে সেবকদল গঠিত হয়। ক্রমশঃ তাহা বামামিশন বা বামসেবক সম্প্রদায় নামে মেদিনীপুর প্লাবনে, পূর্ব্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষে, বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষে, উত্তরবঙ্গ প্লাবনাদিতে কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হয়। ১৩২২ সালে বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষে যখন বামা মিশন খাতড়া থানায় সদাব্রত খুলিয়া নিত্য সহস্রলোকের অন্ন বৎসরাবধি যোগাইতেছিল, তখন পূর্ণচন্দ্র একক মেলেড়ায় সদাব্রত খোলেন। ভিক্ষালব্ধদ্রব্যে প্রথমে তিনি ২৫।৩০ জনের জীবন রক্ষা করেন। ঐ সময় একদিন স্থানীয় জনৈক ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলেন—যদি একভরি শঙ্খবিষ খাইতে পারেন তবে তাঁর সেবাব্রতের জন্য ১০০৲ দিবেন। ক্ষ্যাপা অম্লান বদনে একভরি শঙ্খবিষ খাইলেন ও ১০০৲ লইয়া দুর্ভিক্ষ সেবায় ব্যয় করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী এরূপ সেবাব্রত চালাইতেছেন, ইহাতে প্রথমে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্নদৃষ্টি তাঁর উপর পড়ে। পরে তাঁরা যথার্থ বিষয় জানিলে তাঁর উপর সন্দেহ কাটিয়া যায়।

পূর্ণ দাদাও বাবার মত সহজে লোককে ধরা দিতেন না। তাঁর সিদ্ধির সংবাদে বহুলোক তাঁকে উত্যক্ত করিত। তিনি

কখনও তাহাতে কৃতক কোপ দেখাইতেন। আবার উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে তাঁর স্নেহের উৎস ছুটিত। অণ্ডালের নিকটবর্ত্তী রামকিঙ্কর হালদার প্রভৃতি তাঁর বিশেষ ভক্ত

দেহত্যাগ

ছিলেন। সন ১৩২৮ সালে ভাদ্র মাসে তিনি গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া তারাপীঠে আসেন। শিমূলতলায় বাবার সমাধি মন্দিরের পাশেই তাঁর সমাধি দেওয়া হয় ও একটী মন্দির তার উপর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

কালিকাপুরাণে বর্ণিত মহাকাল শিববীর্য্যোৎপন্ন। শিবই তাঁহাকে লালিত করিয়া স্বগণের জনৈক অধিপতি করেন। পূর্ণচন্দ্র বামের মহাকাল।

শ্রীশ্রীরামলীলা

সন্তান তরঙ্গ

১২। ভৃঙ্গী।

বাল্যে দুর্ল লিতং ততো বিপথগং নিঃস্বঞ্চ রোগাকুলং
ত্যক্তং বন্ধুজনৈর্নিরাশ্রয় জগচ্চন্দ্রং সগোত্রং দ্বিজম্ ॥
শস্ত্রমর্পয়িতং গলে ব্যবসিতং ছায়াবপুর্দ্ধারয়।
স্তং পাদাম্বুজ পাংশুলী বিরজসং রামোঽকরোৎ ভৃঙ্গিনম্ ॥

কলিকাতায় যোড়াসাঁকোর মুখোপাধ্যায় বংশ প্রথিতযশা। তাঁহাদের দশাবিপর্য্যয় ঘটিলেও এখন ঠাকুরবাটী প্রভৃতি তাঁদের ভক্তিবিভবের সাক্ষ্য দিতেছে। জগচ্চন্দ্র তাঁদের দৌহিত্র। তাঁর মাতুল না থাকায় তিনি মাতামহীর বড় আদরের ধন ছিলেন। পিতা বল্লালী কৌলিন্য করিয়াছিলেন, সুতরাং জগৎ মাতামহালয়ে প্রতিপালিত হন। কৈশোরে মাতামহ পরলোক-গত হইলে তিনি অসৎসঙ্গে অসৎপথের পথিক হন। ক্রমশঃ তাঁর বিশেষরূপ অধঃপতন ঘটে। মাতামহীর মৃত্যুর পর মাতামহের সম্পত্তি নষ্ট করেন। নিজের শরীরও ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় জীবন্মৃত হন। সন ১৩০০ সালে তিনি দারিদ্র্যক্লেশ ও রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার আশায় গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজের গলদেশে ক্ষুর দ্বারা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত

হন। তখন আচম্বিতে দেখিলেন সম্মুখে এক শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষ তাঁর ক্ষুরসমন্বিত দক্ষিণহস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান। রঘুবংশে কবিবর কল্পনাবলে অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কুশাবতীর প্রাসাদে রুদ্ধার্গল গৃহে নিশীথে শ্রীরামনন্দনের গৃহে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যথা—

অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেশামদৃষ্টপূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ॥
সা সাধু সাধারণপার্থিবর্দ্ধেঃ স্থিত্বা পুরস্তাৎ পুরুহূতভাসঃ।
জেতুঃ পরেষাং জয়শব্দপূর্ব্বং তস্যাঞ্জলিং বন্ধুমতো ববন্ধ॥
অথা ন ষোঢ়ার্গলমপ্যগারং ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাং।
স বিস্ময়ো দাশরথেস্তনূজঃ প্রোবাচ পূর্ব্বার্দ্ধ বিসৃষ্টতল্পঃ॥

অনন্তর অর্দ্ধরাত্রে যখন পরিজনগণসুপ্ত কিন্তু নিশ্চলপ্রদীপ শয়নগৃহে রাজা কুশ জাগ্রৎ তখন তিনি প্রোষিতভর্তৃকবেশা অদৃষ্টপূর্ব্বা এক রমণীকে দেখিতে পাইলেন। সেই রমণী শত্রুঞ্জয় ইন্দ্রতুল্য পবাক্রম বন্ধুসহায় রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জয়শব্দ-পূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ করিলেন। দর্শনে প্রবিষ্ট ছায়ার ন্যায় রুদ্ধদ্বার গৃহে প্রবিষ্টা রমণীকে শ্রীরামমন্দন সবিস্ময়ে শয্যা হইতে পূর্ব্বার্দ্ধ উন্নমিত করিয়া বলিলেন ইত্যাদি।

জগচ্চন্দ্রের ঘটনা অন্যরূপ। "এ নহে কাহিনী, কবির কল্পনা।" জগচ্চন্দ্র বিস্মিত ও অ-বাক্। "আত্মহত্যা মহাপাপ তারাপীঠে সাক্ষাৎ হইবে" বলিয়া ছায়াপুরুষ অন্তর্হিত হই-লেন। জগৎ কখনও তারাপীঠ বা তারাপীঠের শ্রীবামকে

স্মরণ করেন নাই। বাম অহেতু করুণাসিন্ধু। পতিতোদ্ধার জন্য তাঁর অবতার। না জানি এই পতিতের কি প্রাক্তনপুণ্যফল ছিল। প্রভু ইহার 'প্রাণরক্ষা' করিয়া 'সৎপথে ফিরাইবার জন্য ছায়াশরীরে বদ্ধার্গলগৃহে প্রবেশ করিলেন। জগতের জীবন স্রোতঃ পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি তারাপীঠের সন্ধান করিয়া ছুটিলেন। করুণাময় প্রাণদাতা অচিন্ত্যমহিম বামকে স্থূলে দেখিয়া পদতলে লুটাইলেন। তখন তার প্রাণের ভাব—

"সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমারই দুয়ারে এসেছি।
"রাখ আর মার যা ইচ্ছা এখন" তোমারই হাতে সঁপেছি॥

জগৎ যথার্থ বামকে জীবনের ভার দিলেন এবং বামও তাঁর ভার লইলেন। জগৎকে সংস্কার দিলেন নিজের নিকট কয়েকদিন রাখিয়া; পুনরায় পরীক্ষার জন্য সংসারে পাঠাইলেন। জগৎ এখন ভিন্ন লোক। তাঁর যৌবনের দোষ এখন গুণে পরিবর্ত্তিত। প্রেম যমুনায় এখন উজান বহিতেছে। অসার বারনারী সঙ্গের পরিবর্ত্তে স্যারাৎসারা 'তারা' বরনারী সঙ্গের জন্য প্রাণ ব্যাকুলিত। সঙ্গীতশক্তি এখন তাঁর সাধনার সহায়। কুৎসিত সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে এখন রামপ্রসাদী ভক্তি-সঙ্গীত তাঁর মুখে অবিরত উচ্ছসিত। প্রাণপ্রিয় দেবকে ঘন ঘন দেখিতে যান। তদ্দর্শনে তাঁর ভাব তরঙ্গ উঠে।

তুমি, স্নিগ্ধ যেমন চাঁদিমা কিরণ,
জোছনা মাখান নিশায়।

তুমি, স্থির যেমন বিন্ধ্য অচল
জলদ বরষে তায়॥

অচিরে তাঁর প্রতি বামের পূর্ণকৃপা হইল। জগৎ জগৎছাড়া হইলেন। কৌল সন্ন্যাস গ্রহণে তারাবামের নামগানে জীবন ঢালিয়া দিলেন।

শ্রীবামের দেহরক্ষার পর সন ১৩২৬ সালে হুগলী বালিতে আমার স্বর্গত জ্যেষ্ঠকল্প শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে জগচ্চন্দ্রের সহিত পবিচয় ঘটে। জগৎ দাদা তদবধি আমাকে কনিষ্ঠ সহোদর স্বরূপ দেখেন। তখন তাঁর জগৎখ্যাপা নাম হইয়াছে। তিনি তখন সংসার ছাড়িয়া এঁড়েদার দেমণ্ডলদের ঘাটে গঙ্গাবাসী ঘরে বাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। আমাদেব সিংহি বাগানের বাসায় তিনি বহুবার আসিয়াছেন। জনাইএর বাটীতেও পদধূলি দিয়াছেন। নিজমুখে শ্রীগুরুর উপরোক্ত লীলা বর্ণনা শুনিয়াছি। "গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্" এই ধ্বনি প্রায়ই তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে উঠিত। মধ্যে মধ্যে বলিতেন "বাপ কি খাঁড়া"। জিজ্ঞাসা করায় শেষোক্ত বচনের অর্থ বলিয়া দেন যে—"সংসারে যন্ত্রণাই জগদম্বার খড়্গাঘাত। তাহা মাদৃশজীবের পক্ষে প্রথমে ভয়াবহ বটে কিন্তু পরিণামে কল্যাণকর।"

তাঁহার নিকট দশমহাবিদ্যার নিম্নলিখিত সুন্দর স্তোত্র পাইয়াছি—

কালী জয় জগদীশ্বরি! কালি! কুলেশ্বরি! অসুরভয়ঙ্করি! পাপযুতম্।
নাদচলিতগিরিপূরিতকন্দরি! জয় শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥

তারা নীলসরস্বতি! তারে ভগবতি! হর জড়তাপতমাশ্রগতম্।
পৃথু লম্বোদরি ভূষণ বিষধরি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম॥

ষোড়শী ঈশ্বরকেশবরুদ্রকমলভব শিরসি সদাশিবমুদবসিতম্।
হে ত্রিপুরেশ্বরি! ভবসাগরতরি! জয়শিবসুন্দরি পাহিসুতম্॥

ভুবনেশ্বরী ইন্দ্রমুকুটবতি লোহিতভাস্বতি বেদভুজে নতমার্ত্তরুচম্।
হে ভুবনেশ্বরি! সুরকুলশঙ্করি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥

ভৈরবী মাতর্ভৈরবি! দুরিততিমিররবিরজ্ঘিরজস্তব গিরীশসুতম্।
সেবকহিতকরি! শঙ্করসহচরি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম

ছিন্নমস্তা ছিত্বা নিজশিররাপিবসি রুধিরমসিহস্তারুণভা পতিতম্।
রতিকামোপরি পদমর্দ্দনকরি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥

ধূমাবতী ধূমাবতি! সতি! ভক্ষিতনিজপতি! রথমারোহসি কবটযুতম্।
তনুরুচিধূসরি! কলহপ্রমদকরি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্।

বগলা পীতকবসনে! ধৃতরিপুরসনে! জহি গদয়া দ্বিষতাময়ুতম্।
প্রণতদয়াদরি! কালে জিত্বরি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্।

মাতঙ্গী পাশাঙ্কুশমসি খেটং প্রবহসি হংসি রিপুং শুচি রোষযুতম্।
মাতঙ্গি! কদরিবিদলনকুঞ্জরি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্।

কমলা দ্বিরদচতুষ্টয় বিধৃতকণকময়কলসৈঃ স্নাপনমাচরিতম্।
কমলে গড়রি হরিধৃতভঙ্করি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥

জগৎ দাদা সন ১৩২৮ সালে আমার সহিত তারাপীঠে শ্রীগুরুর তীরোভাব মহোৎসবে যান। মার মন্দিরের অলিন্দে আশ্রয় লন। শ্রীবামের জগাৎ বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিতেন। গুরুর মহিমাকীর্ত্তনে তাঁর যেন শতাধিক বদন হইত। গুরুর উপর তাঁর অটল বিশ্বাস। যাহা কিছু অনুযোগ অভিযোগ সবই তাঁর গুরুর উপর। দুঃখ পাইলে তাঁহারই দায় বলিতেন। সুখ পাইলেও তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেন। তাঁর প্রাণের ভাব--

(আমি) প্রাণের জ্বালা তোমারেই জানাব।
সুখে বা দুঃখে আঁধারে আলোকে
তোমারই চরণপানে চাহিয়া রহিব।

যখন তিনি রামপ্রসাদাদির গান গাহিতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিরুদ্ভাসিত নয়নযুগল হইতে প্রেমধারা বিগলিত হইত। তিনি আত্মহারা হইতেন। সে সঙ্গীত লহরীতে পাষণ্ডও দ্রবীভূত হইত। তিনি বলিতেন যে গঙ্গাতীরে নিজাশ্রমে যখন নির্জনে তিনি গাহিতেন তখন শ্রীগুরু অদৃশ্যভাবে তাঁর সহিত যোগ দিতেন। তাঁর দুঃখ এই ছিল যে ছায়া শরীরেই গুরু তাঁর সহিত লীলা করিতেন. সম্মুখে স্থূলে দেখা দিতেন না।

জগৎক্ষ্যাপার দেহরক্ষাও অদ্ভুত। রবিবার অপরাহ্নে এঁড়েদার দেমণ্ডলের ঘাটে স্থানীয় ভদ্রলোক তাঁর উপদেশ ও গীত শুনিতে সমবেত হইতেন। সন ১৩৩০ সালে গ্রীষ্মকালে

এক রবিবার ঐরূপ সমাবেশে আমার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ৺শরচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। জগৎদাদা সৎকথা মধ্যে, তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর শুনাইতেছেন। সূর্য্যাস্ত গিয়াছেন, কিন্তু অন্ধকার তখনও ধরার মুখখানি সম্পূর্ণ আবৃত করে নাই। পার্শ্বে তরুশাখায় কুলায়ে বসিয়া জগৎপিতার আরত্রিক গান করিতেছে। সম্মুখে ভগবতী ভাগীরথী মরুৎহিল্লোলে ঐ গীতির তালে তালে নাচিতেছেন। হঠাৎ একখানি মড়ার খাটিয়া ভাসিতে ভাসিতে ঘাটে লাগিল। জগৎদাদা তাহা দেখিয়া বালকের মত ছুটিলেন ও তাহা তুলিয়া আনিলেন। ভদ্রমণ্ডলী বিস্মিত। তিনি বলিলেন—"ওরে মা আমার জন্য খাটিয়া পাঠাইয়াছেন। কাল প্রাতে আমাকে লইয়া যাইবেন।" তিনি সুস্থ সবল উপস্থিত সকলে তার কথা শুনিয়া ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি মনে করিলেন। তাঁর কিন্তু নির্ব্বন্ধাতিশয়। তিনি খাটিয়া নিজের কুঠরীতে তুলিয়া তাঁর শয্যা উহার উপর পাতিলেন। আমার ভ্রাতা ও দু তিনটি লোক শেষপর্য্যন্ত জগৎদাদার নিকট ছিলেন। তাঁহাদিগকে তিনি আগ্রহপূর্ব্বক বলিলেন --"তোমরা তিনজন কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আসিবে। আমি ঐ সময় এই খাটিয়ায় শুইয়া দেহত্যাগ করিব। আমার শয্যার নীচে ৫৲ টাকা সৎকারের জন্য থাকিবে।" তাঁহাদের ঐ কথা প্রতীতি হইল না। জগৎদাদা তাঁহাদের সহিত ঐ ঘাটে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বসিয়া সদালাপ করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। যদিও

জগৎদাদার কথায় তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই, তথাপি ঐ কয়জন সূর্যোদয়ের একটু পূর্ব্বেই ঐ ঘাটে আসিলেন। 'আমার ভাই একটু আগেই গিয়াছিলেন। তিনি ক্ষ্যাপার শয়ন কুটুরীর কবাট ঠেলিলেন। উহা অর্গলবদ্ধ ছিল না। সামান্য লোহার ছিটকানি যা লাগান ছিল একটু অঙ্গুলী দ্বারা আঘাতে খুলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন সন্ন্যাসী সেই খট্টায় শয়ান, তাঁর কণ্ঠশ্বাস চলিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই তিনি অন্তর্জলির জন্য গঙ্গায় লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আরও ২।৩ জন ইতিমধ্যে সমবেত হইয়াছে। মদীয় ভ্রাতা সন্ন্যাসীকে লইয়া মার নাম গাহিতে গাহিতে অন্তর্জলি করিলেন। নব সূর্যোদয়ের সহিত তাঁর প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগতি হইল। চক্ষু বিস্ফারিত। ইহলীলা অবসিত।

এই ইচ্ছামৃত্যুর সংবাদ তড়িৎবেগে নগরে প্রচারিত হইল। সোমবার হইলেও বহুলোক আসিয়া পড়িল। খট্টার নিম্নে সৎকারের জন্য ৫৲ টাকা পাওয়া গেল। তাহাতে অকুলানবিধায় সঙ্গে সঙ্গে চাঁদা ২০৲, ২৫৲ টাকার উঠিল। চন্দনকাষ্ঠ ও প্রচুর ঘৃতে সাধু দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইল। তৎপরে তাঁর পারলৌকিক কল্যাণে গ্রামবাসিগণ ভুরিভোজন করাইলেন।

স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ সুবর্ণ হয়। জগাই মাধাই উদ্ধার প্রত্যেক মহাপুরুষই করিয়া থাকেন। জগৎদাদা বলিতেন তিনি বাবার জগাই। আমাদের ধারণা তিনি বামের ভৃঙ্গীরিট।

শ্রীবামলীলা

সন্তান তরঙ্গ

১৩। নরশঙ্কর।°

ধর্ম্মরাজকরাৎ কৃতে সমরক্ষয়ৎ শিশুতাপসং
চন্দ্রশেখরবিগ্রহো বিভুবর্জ্জিতঃ কিন রোষতঃ।
কালসর্পমুখাৎ কলৌ গৃহিণং যুবানমযাচিতোহ্
মোচয়ন্নর শঙ্করঃ ফণিভূষণো খলু সামতঃ।

সত্যযুগে চন্দ্রশেখররূপে তাপসশিশু মার্কণ্ডেয়কে বিভু সংস্তুত হইয়া যমহস্ত হইতে কোপপ্রকাশপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। কলিযুগে নরাকার শঙ্কর গৃহী যুবককে অযাচিতভাবে কালসর্পমুখ হইতে ফণিভূষণরূপ দেখাইয়া সামপ্রয়োগে মুক্ত করিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জের নিকট ইকড়া নামে একখানি গ্রাম আছে। তথাকার বিজয়গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে তিনি স্থানীয় কোন কয়লার খনিতে সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিতেন। ঘটনাক্রমে তৎকালে তিনি বাঁকুড়া জেলায় কোন ঝরণায় একখানি রক্তাভ গোল পাথর কুড়াইয়া পান। তাহা তিনি অন্নপূর্ণাজ্ঞানে নিজগৃহে পূজা করিতে থাকেন। ঐ প্রস্তরটী মূল্যবান হীরক। লেখক একদিন উহার পূজা করিয়াছেন। উহা করতলে রাখিলে

একটী গোল রক্তিম আভা পড়ে। ভবানন্দ মজুমদারের পক্ষে 'অন্নদার ঝাঁপি'র ন্যায় উক্ত প্রস্তরখণ্ড বিজয়গোবিন্দের ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধক হয়। উহা পাইবার পর হইতে তাঁর দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। বৃদ্ধবয়সে তাঁর জোড়জানকী, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়লার খনি ও বাঁকুড়ার জমিদারী ইত্যাদি সম্পত্তির মূল্য অন্যূন দশলক্ষ টাকা ছিল। তাঁর ষষ্ঠীভাগ্যও ভাল। জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁর জীবদ্দশায় মারা যান। মধ্যম পুত্র প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কয়লার বাজারে খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। বিজয় গোবিন্দ ধনের সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। পূজায় ক্রিয়াকলাপে রাজার ন্যায় মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন। নিজগ্রামে উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। শেষবয়সে তিনি পুত্রগণের উপর কর্ম্মভার দিয়া শ্যামাসঙ্গীত রচনায় ও জগদম্বার সেবায় রাজর্ষির ন্যায় জীবন কাটান। তার চতুর্থপুত্র হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় আজন্ম ধর্ম্মপরায়ণ ও শিবভক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষান্তে কয়লার কারবারে মধ্যম সহোদরের সহকারী হন। কখনও ইকড়া জোড়জানকী খনির কাজকর্ম্ম দেখিতেন। কখনও বা কলিকাতায় উহাদের কয়লার কার্য্যালয়ে থাকিতেন। তিনি বামের নাম শুনিয়া আকৃষ্ট হন। যৌবনে

দর্শনাকাঙ্খা

একটী পুত্রের মৃত্যু ঘটিলে শান্তির জন্য তারাপীঠে বামের চরণ দর্শনের অভিলাষী হইয়া পিতার অনুমতি চাহিলে পিতা বলেন, "বামের ন্যায় সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার

তোমার এখনও হয় নাই। পরে তুমি যাইও।” পিতৃবাক্যে তিনি বামদর্শন স্থগিত রাখেন। কিন্তু অন্তর্যামী বাম তাঁহার হৃদয়াধিকার করিয়া তাঁর পুত্রশোকে শান্তি দেন ও তাঁর ভক্তি বৃদ্ধি করেন।

সন ১৩১০ সাল ভাদ্রমাসে হৃষীকেশ কলিকাতায় আসেন। একদিন গঙ্গাস্নানান্তে বাসায় ফিরিতেছেন এমন সময় সহসা এক অপরিচিত গৈরিক বসনধারী তাঁহাকে উপযাচক হইয়া বলি-লেন—“তোমার আগামী বৎসর ভাদ্রমাসে এই তারিখে নিশীথে সর্পদংশনে মৃত্যুযোগ দেখিতেছি।” হৃষীকেশ ধীর। এ কথায় বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে নিজবাসায় আতিথ্য গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন না। বলিলেন—

পূর্ব্বাভাস

“তোমার বাসায় গিয়া তোমার নিকট প্রতিগ্রহ করিলে তোমার মনে হইবে আমি লাভের আশায় তোমায় ভয় দেখাইয়াছি।” হৃষীকেশ মৃত্যুযোগের প্রতিকারের কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী বলিলেন—“ঐ নিশীথে শুভাদৃষ্ট বশতঃ যদি তোমার কোন মহাপুরুষের আশ্রয় ঘটে, তাহা হইলে তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে।” সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। হৃষীকেশও মনে মনে ঐ কথা তোলাপাড়া করিতে করিতে বাসায় আসিলেন। কিন্তু কাহাকেও এ বিষয় জানাইলেন না। এই লেখকের সহিত বহুপরে তাঁর ধর্ম্ম ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধানুরোধে ও বামের মহিমাকীর্ত্তনচ্ছলে তাঁহার এই গোপনকাহিনী প্রকাশ করেন।

হৃষীকেশের বাতব্যাধি ছিল। এই মৃত্যুব্যাপারের পূর্ব্বাভাসের কিছু পরে বাতব্যাধি প্রকোপ হইলে তিনি বাটী চলিয়া যান। চিকিৎসা দ্বারা তাঁর পীড়ার কথঞ্চিৎ উপশম হইলে জোৎজানকী কয়লার খনি পরিদর্শনে ব্যাপৃত থাকেন। বীরভূম জেলায় আমেদপুর ষ্টেশন হইতে কিছুদূরে বেলেগ্রামে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মরাজ শিব আছেন। ধর্ম্মরাজের বাতব্যাধির ঔষধ বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলায় বিখ্যাত। বিজয়গোবিন্দের পরিবার আস্থাবান। সুতরাং ধর্ম্মরাজের ঔষধ ধারণের প্রস্তাব উঠিল। হৃষীকেশ তাহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন—"এক যাত্রায় বেলের ধর্ম্মরাজ দর্শন ও তারাপীঠের ভৈরবদর্শন ঘটিবে।" সঙ্গে পঞ্চানন নামে তাঁর এক মাসতুত ভাইও চলিলেন। পথে যাত্রা করিয়া বাহির হইলে পর পঞ্চাননের নিকট বেলে হইতে তারাপীঠ যাইবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন। আমেদপুরে নামিয়া ধর্ম্মরাজের ঔষধ যথানিয়মে বাঁধিয়া রামপুরহাটে অপরাহ্নে পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে তারাপীঠে ইষ্টদর্শনে ভাদ্রমাসে পদব্রজে চলিলেন।

যাত্রা

বাম সবই জানিয়াছেন। সমস্তই তাঁরই লীলা। তিনি সেদিন অপরাহ্নে নিজ আশ্রমে সেবক নটুপাণ্ডা প্রভৃতিকে বলিতেছেন—"আজ আমার পরম ভক্ত সন্তান আসিতেছে। মার পূজাদি দিবে।" কিছুক্ষণ পরেই আশ্রমে সন্তান উপস্থিত। বর্ষাকালে দুর্গম কর্দ্দমাক্ত পথে প্রায় চারিক্রোশ

হাঁটিয়া সন্তান ক্লান্ত। তিনি রামকে সাষ্টাঙ্গে প্রাণের আবেগে প্রণিপাত করিলেন। রাম তখন ধূমপান করিতেছিলেন। শ্রান্তপথিক ধূমপানে অভ্যস্ত। তাঁর ধূমপানের অভিলাষ হইয়াছে। অন্তরঙ্গ

প্রথমদর্শন

রাম তাহা বুঝিয়া নিজ হুকা তাঁহার হাতে দিলেন। যদিও রামকে হৃষীকেশ গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন তথাপি "আজ্ঞা গুরূণাং অবিচারনীয়া" বোধে দ্বিধা না করিয়া তিনি হুঁকা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন। নুটু পাণ্ডার চক্ষে উক্ত আচরণ বিসদৃশ বোধ হওয়ায় তিনি প্রতিবাদ করতঃ বলেন – "বাবু, আপনার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। ইনি মহাপুরুষ। বাল্যভাব বশতঃ ইনি আপনাকে হুঁকা দিতে পারেন। আপনি কি বলে ঐ হুঁকা টানিতেছেন?" আগন্তুক স্বচরিত্র সমর্থন না করিলেও রাম নটুকে বলিলেন—"আমার ছেলেকে আমি দিয়াছি। ছেলে টানিতেছে। তোর কথায় কাজ কি?" নটু নিরস্ত হইলেন। হৃষীকেশ বলিলেন— "পাণ্ডাঠাকুর তোমরা তীর্থগুরু। প্রথমেই তোমার সহিত কলহ হইল। চিরসদ্ভাব স্থাপন জন্য আমরা তোমার যজমানত্ব স্বীকার করিলাম। নটু আনন্দিত। বিবাদ মিটিল।

পাণ্ডা জানাইলেন যে রাম কিছু পূর্ব্বেই রাত্রে সিমুলতলায় পূজা হইবে বলিয়াছেন। যাত্রী পাণ্ডার হাতে খরচপত্র দিলেন

ও পাণ্ডা পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিলেন। রাত্রে সিমূলতলায় পূজা ও বলি হইল। কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ দেওয়া গেল। অন্নব্যঞ্জনাদি পাক হইলে আশ্রমে চক্রানুষ্ঠান পূজাদি হইল। প্রসাদ বিতরণাদি করিয়া কার্য্য শেষ হইতে অর্দ্ধরাত্র কাটিল। পাণ্ডাঠাকুর যজমানগণকে নিজগৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। যজমানদের অভিপ্রায় বাবার আশ্রমে অবস্থিতি করেন। হৃদয়জ্ঞ বাম পাণ্ডাকে বলিলেন—"আমার ছেলে আমার কাছে থাকিবে।" হৃষীকেশ বাবার জন্য একখানি কম্বল লইয়া গিয়াছিলেন। বাবা তাহাই বিছাইতে বলিলেন। নুটুপাণ্ডা বাবার শয্যা পাতিয়া দিয়া বিদায় লইলেন।

বাবার আশ্রম সদর পথের পশ্চিমে ও সিমূলতলার পূর্ব্বদক্ষিণকোণে অবস্থিত। উহা পূর্ব্বদ্বারি। ঘরের দক্ষিণ ও উত্তর অলিন্দ আবৃত। পূর্ব্বদিকের অলিন্দটীর উত্তর ও দক্ষিণাংশ আবৃত। কিন্তু মধ্যভাগ অনাবৃত প্রবেশদ্বার। শীতকালে ঐ প্রবেশপথে পর্দ্দা ফেলা থাকিত। ঘরখানি থাকিত চাবিবন্ধ। বাবা তার পূর্ব্বালিন্দের উত্তরাংশে দক্ষিণদিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিতেন। যথাস্থানে বাবার কম্বল পাতা হইয়াছে। ঐ পূর্ব্ব বারাণ্ডার দক্ষিণদিকে আগন্তুকগণ কম্বল পাতিতেছেন, বাবা বলিলেন—"হৃষীকেশ তুমি আমার দিকে শুইবে।" পঞ্চাননের শয্যা দক্ষিণদিকে রহিল। হৃষীকেশ বাবার পদতলে বেষ্টিত কম্বল উত্তরাংশে পাতিলেন। বাবা

আশ্রম ঘর
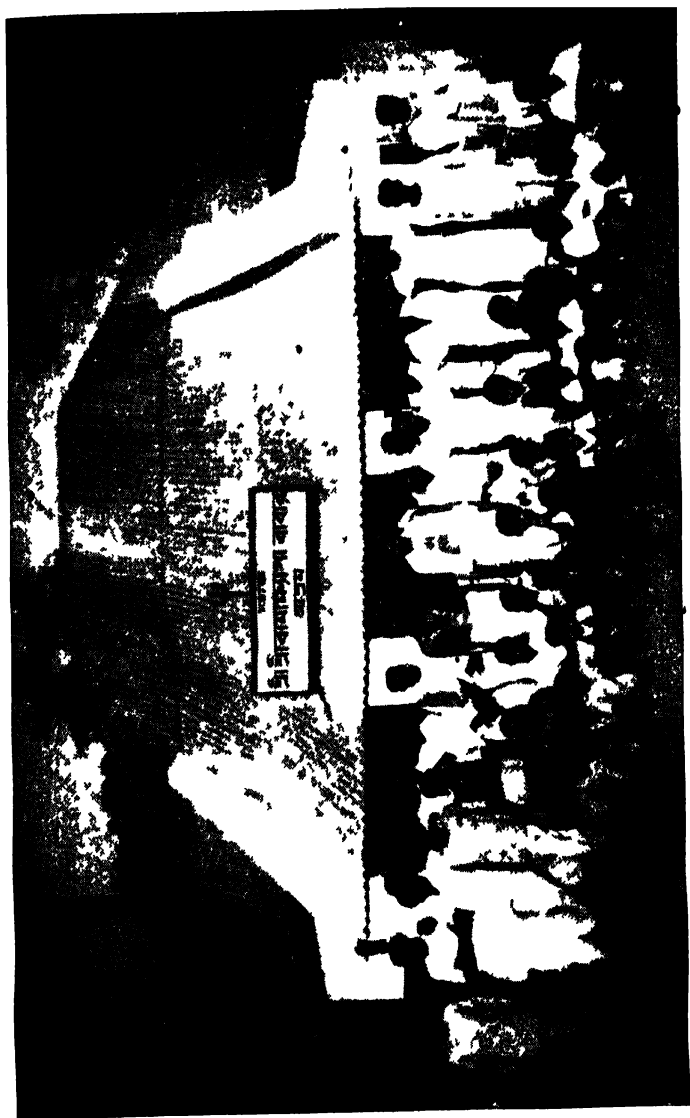
তখনও শয়ন করেন নাই। তিনি আশ্রমের প্রবেশপথ অবরোধ করতঃ ধূমপান করিতেছেন। হৃষীকেশ তাঁর বাম-পার্শ্বে নিরাপদস্থানে বসিয়া আছেন। পঞ্চানন ঐ প্রবেশপথের দক্ষিণদিকে। আশ্রমের সম্মুখে পূর্ব্বদিকে একখণ্ড ক্ষুদ্র পতিত ভূমি। তার পূর্ব্বে একটী রাজপথ ও তৎপরে জোংকুণ্ড নামক তারামার সরোবর। পঞ্চানন ঐ সরোবরের পাড় পর্য্যন্ত অন্ধকারে ছায়া ছায়া দেখিতে পাইতেছেন। হঠাৎ তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হৃষী, ঐ পুষ্করিণী হইতে একটী মস্তবড় সাপ ছুটিয়া আসিতেছে।" সর্প আশ্রমে উঠিয়া বামদিকে যাইলে পঞ্চাননের প্রাণ সংশয়। তার বাহিরে যাইবার উপায় নাই। তাই তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অবিলম্বে কালসর্প আশ্রমের প্রবেশপথে আসিল এবং পঞ্চাননের শয্যার দিকে না গিয়া হৃষীকেশের শয্যার দিকে বাঁকিল। কিন্তু রাম ঐ পথে উপবিষ্ট। সুতরাং সর্প রামের ক্রোড়ে উঠিল। নিমেষমধ্যে রামের পূর্ব্বকায় বেষ্টন করতঃ তাঁহার মুখপানে ফণামণ্ডল আনিয়া দুলিতে লাগিল।

আগন্তুকগণ অবাক হইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছেন। শুনিয়াছেন দেবাদিদেব রাম ভুজঙ্গভূষণ। মানবদেহে রামলীলায় তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। রাম সর্পকে বলিতেছেন—"হিংসা-প্রবৃত্তি ভাল নয়। স্বস্থানে যাও।" দ্বিজিহ্ব নিজ জিহ্বা

লিক্ লিক্ করিতেছে। রাম মধ্যে মধ্যে তার চোখে তামাকের ধূয়াও দিতেছেন। ক্ষণেক পরে সর্প রামের দেহ হইতে বেষ্টন খুলিয়া হৃষীকেশের দিকে না গিয়া পঞ্চাননের দিকে নামিলেন। পঞ্চানন তখন হতজ্ঞান। অতঃপর ভুজঙ্গ রামের আশ্রমগৃহের দ্বারের রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্তর্হিত হইল। তখন হৃষীকেশের স্মৃতিপটে একবৎসর পূর্ব্বেকার গঙ্গাস্নানান্তে সন্ন্যাসী সমাগমের কথা উদিত হইল। তিনি বুঝিলেন মৃত্যুযোগ সংবাদদাতাও রাম মৃত্যুহরও রাম। তখন তাঁর ভক্তিভাব এত প্রগাঢ় যে মুখ দিয়া কৃতজ্ঞতাবাণীও সরিল না। তাঁর প্রাণে কিন্তু এইপ্রকার ভাবতরঙ্গ উঠিল—

প্রাণদান

"হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং
ভবং বেদসারং সদা নির্ব্বিকারং
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তম্
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে।

শ্রীরামলীলা

সন্তান তরঙ্গ

১৪। দেবগুরু

বিনা ত্রাণং প্রাণৈঃ কিমিতি মণিভদ্রঃ মিত্রতনয়ং
হৃষীকেশাকারচ্যুতমিহদিবোঽরক্ষন্নুপদম্।
পরীক্ষ্যাপি ধান্তে নিশি শবগৃহে দেবাকৃতিধরো
দদৌ তস্মৈ তারাতুলরসসুধাং বামোঽখিলগুরুঃ॥

ত্রাণ না করিলে প্রাণরক্ষা বৃথা ইহা ভাবিয়া হৃষীকেশ নামক মনুষ্যাকারে ধরাধামে চ্যুত নিজমিত্র কুবেরনন্দন মণিভদ্রকে রক্ষা করিয়া তৎপরেই মহানিশায় অন্ধকারে ঘোর শ্মশানে পরীক্ষা করতঃ দেবাকার ধরিয়া তারকনাথ গুরু তাহাকে অনুপম রসাত্মক তারাসুধা দিলেন।

অযাচিতভাবে আগন্তুকের মৃত্যুযোগ কাটাইয়া করুণাময় শয়ন করিলেন। আগন্তুক তাঁর পদতলে শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"এস বাবা, তুমি আমার পাশে শুইবে।" ভক্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। ভগবান বলিলেন—"ছোট ছেলের গা বাপের গায়ে লাগিলে দোষ নাই।" তখন ছেলে আর থাকিতে পারিলেন না বাপের কোলে শুইলেন। ক্ষণেকপরে পুত্রের কঠোর পরীক্ষা

হইল। পিতা বলিলেন—“বাবা অধিক কারণ করাইয়াছ। পিপাসা লাগিয়াছে। নদী হইতে একটু জল আনিতে পার?” ভাদ্রমাস মেঘমেদুর অম্বর। নক্ষত্র তিরোহিত। রজনী গাঢ় তমস্বিনী। আশ্রমের প্রাচীন শ্মশান বৃক্ষলতাকীর্ণ। তথায় ঘন সূচীভেদ্য অন্ধকার। শবাস্থি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ। প্রেতালয়ে সর্পাদির অভাব নাই। ঐ শ্মশান পার হইয়া তবে দ্বারকা নদী। হৃষীকেশ সদ্য আসিয়াছেন। পথ অনভ্যস্ত। তাঁর প্রাণে কিন্তু ভগবান অসীম বল দিয়াছেন। ভক্ত অবিচারিত-ভাবে কমণ্ডলু লইয়া উঠিলেন। কেবল প্রভুর নিকট তাঁর চিমটা চাহিয়া লইলেন। পঞ্চানন শুইয়া আছেন! বাবা তাহাকেও পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—“ছেলে একলা যাইতেছে, তুমিও যাও।” সর্প ব্যাপারে পঞ্চাননের আত্মা-পুরুষ প্রায় উড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে অন্ধকারে সেই আশ্রয় হইতে বাহিরে যাইতে পারিতেছে না। বাম তাহাকে তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। “ব্যাটা এমন মোটা যে তিনটা বাঘে খেতে পারে না। ব্যাটার ভয় দেখ। যা আমার ঘর থেকে বেরো।” তিরস্কারের ফলে পঞ্চানন ঘরের বাহির হইল বটে কিন্তু দুই চারিপদ গিয়াই থামিল। সর্ব্বজ্ঞ বাম বুঝিয়াছেন যে সে দাঁড়াইয়া আছে। তাই তাহাকে ধমক দিতেছেন—“ব্যাটা ভীরু ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে। মনে করিতেছে ঐখানে ভয় নাই। ওখানে কি ব্যাটাকে সাপে খেতে পারে না?”

পরীক্ষা

পচা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আশ্রমেও ফিরিতে পারিতেছে না, শ্মশানেও যাইতে পারিতেছে না।

ওদিকে তাঁর বীর ভ্রাতা দিব্যদৃষ্টিতে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া আশ্রমের উত্তরপশ্চিমাংশ দিয়া প্রাচীন শ্মশানে নামিয়াছেন। মৃদুমধুরস্বরে "জয় জয় তারা" রব তুলিয়া তালে তালে চিমটা বাজাইতে বাজাইতে জঙ্গলের সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া চলিতেছেন। তাঁর প্রাণে ভীতির সঞ্চার নাই। বামের কৃপায় তাঁর পদে নরকঙ্কালাদি কিছুই লাগিল না। শৃগালসরীসৃপাদিরও আভাস পাইলেন না। অনভ্যস্ত পথ ধরিয়া অবিলম্বে দ্বারকার তীরে বালুকাময় কৈলাসপতির ঘাটে পৌঁছিলেন। এই খানেই বামের দীক্ষা ঘটিয়াছিল। তীর হইতে নদীগর্ভে নামিয়া কমণ্ডলু মাজিয়া জল ভরিলেন। যেমনি ফিরিয়াছেন অমনি দেখেন শঙ্করমূর্ত্তিতে গুরু দণ্ডায়মান। উহা তাঁর নয়নের ভ্রম কিনা সংশয় হওয়ায় উত্তমরূপে ক্ষণকাল চাহিলেন। মূর্ত্তি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। তথাপি সংশয় যাইতেছে না। তখন মূর্ত্তি মধুরস্বরে কহিলেন—"স্নান কর।" ভক্ত স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে উঠিলেন। এখনও মূর্ত্তি রহিয়াছে। তিনি নিকটে আসিলে মূর্ত্তি বীজমন্ত্র দিয়া অন্তর্হিত হইল। ভক্তের ভাব বর্ণনাতীত। তিনি কমণ্ডলুতে পুনরায় জল ভরিয়া ভাবে টলমল করিতে করিতে আশ্রমে আসিলেন। শ্রীগুরু শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহাকে বলিলেন,—"আসিয়াছ বাবা! আমার আর তৃষ্ণা নাই।" ভক্তের

দৈবীদীক্ষা

রুদ্ধভাবের কবাট খুলিয়াছে। তিনি গুরুর পদতলে লুটাইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া গদগদস্বরে প্রণাম করিতেছেন—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

বাম ধৃতমুগ্ধভাব। তিনি সন্তানকে সান্তনা দিতেছেন—"বাবা, তারামার আশ্চর্য্য শ্মশান। তুমি নিজ সৌভাগ্যফলে তারামার কৃপা পাইয়াছ তাতে আমার কি গুণ দেখলে?"

পঞ্চানন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। শুভাদৃষ্টফলে কেবল বামের ফণিভূষণ মূর্ত্তি দেখিল। বীর হৃষীকেশের পুণ্যপরিপাকে প্রাণরক্ষা ও দৈবীদীক্ষা ঘটিল।

শ্রীবামলীলা

সন্তান লহরী

১৫। শাপমোক্ষ।

তং ব্যক্তানন্দমূর্ত্তিঃ সুতমিব বিলয়ন্ নন্দয়ংশ্চাপি তস্মৈ
রাসং রাকেন্দুরম্যে শবময়পুলিনেঽদর্শয়দ্ দ্বারকায়াঃ।
ভূয়োঽব্যক্তস্ত্রিজন্মাশুভশুভমিহ তং লুতাপয়ন্ ভূরিতাপৈ
লীলানন্দৈশ্চ সূক্ষ্মৈ র্ঘটয়তি বরদঃ শ্রীগুরুঃ শাপমোক্ষম্॥

বরদাতা শ্রীগুরু প্রকটাবস্থায় আনন্দময়মূর্ত্তিতে তাঁহাকে পুত্রবৎ শিক্ষা দিয়া ও আনন্দিত করিয়া দ্বারকার পূর্ণচন্দ্রশোভিত শবাস্তীর্ণপুলিনে তাঁহাকে স্থূলনয়নে শ্রীরাসলীলা দেখাইলেন। পরে অপ্রকট হইয়া ত্রিজন্মের শুভাশুভ ইহজন্মে তাঁহাকে নানাক্লেশ ও সূক্ষ্মলীলানন্দদানে ভোগ করাইয়া শাপমোক্ষ করাইতেছেন।

হৃষীকেশের প্রতি বামের অপার করুণা। দুই তিনবার হৃষীকেশের বাটীতে পদধূলি দিয়াছেন। প্রথমবার সন ১৩১৩ সালে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে। তখন বিজয়গোবিন্দ জীবিত। এই পূজা উপলক্ষে ইকড়ার বাটীতে বিশেষ সমারোহ। বিশ-পঁচিশমণ ময়দা ভাজা হইত। সহস্র সহস্র লোক আহূত হইত। নাচতামাসা সপ্তাহাবধি উৎসব চলিত। বামের শুভাগমনে উৎসব

মহোৎসবে পরিণত। বিশ ত্রিশ গ্রামের লোক বামকে দেখিতে আসিয়াছে। হৃষীকেশের একটী তিন মাসের কন্যা সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যা নিয়াছে। পাছে বাবার ভাবভঙ্গ হয় বা সমাগত লোকের আনন্দে বাধা হয় তজ্জন্য হৃষীকেশ ঐ বিষয় প্রকাশ করেন নাই। হৃষীকেশের ভাব শ্রীবাসাচার্য্যের ন্যায়।

কন্যাব জীবন দান

শ্রীবাসাচার্য্যের পুত্র মুমুর্ষু পরে পুত্র মৃত হইল, তথাপি নিজ অঙ্গিনায় প্রভু-ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিতেছেন। তাহাদের ভাব ভঙ্গ না হয় এই ভাবিয়া শ্রীবাস ঐ বিষয় চাপিয়া রাখিয়াছেন এবং মৃত পুত্রকে খিড়কি দ্বার দিয়া পথে বাহির করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রভু জানিতে পারিয়া মৃতদেহ আনাইলেন। মৃতকে গুহ্যনামে আহ্বান করিলে মৃত জীব উঠিয়া বসিল। "কেন মা বাবাকে এত অল্প বয়সে ছাড়িয়া যাইতেছ বলিয়া যাও।" প্রভু এই আদেশ করিলে জীব কি অদৃষ্টকর্ম্মবশতঃ এই জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহা কিরূপে ফুরাইয়া যায় ইত্যাদি রহস্য উদ্‌ঘাটন করতঃ পুনবায় দেহত্যাগ করেন। বাম অতদূর করিতে দিলেন না। তিনি কারণ প্রসাদ হইতে একটী মুড়ি হৃষীকেশের হস্তে দিলেন। বলিলেন—"যাও, কন্যাটীর মুখে দাও।" কন্যার মুখে মুড়ি দিলেই কন্যাটী আরোগ্য লাভ করেন।

হৃষীকেশের পত্নীকেও বাম বিশেষ কৃপা করেন। তিনি তারাপীঠে যাইতে পারিতেন না ভাবিয়া হৃষীকেশের বাটীতে

দ্বিতীয়বার যাইয়া তাঁহার পত্নীকে সাধন দেন। পরে পত্নী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলে এবং নানা চিকিৎসায় ব্যাধির উপশম না হইলে বাম অযাচিতভাবে দুইবার তাঁর প্রাণরক্ষা করেন। তৃতীয়বার বামকে তিনি লইয়া যাইতে চাহিলে বাম বলেন—"এবার বাবা তোমার সঙ্গে বৈদ্যনাথে দেখা হবে।" হৃষীকেশ প্রায়ই তারাপীঠে আসিতেন। শ্রীগুরু স্থূলে তাঁর সহিত নানা লীলা করিয়াছেন। তিনি একবার রাসপূর্ণিমায় সন্ধ্যায় উপস্থিত হইলে বাম তাঁহাকে বলেন—"বাবা! এত জাড়ে রাসপূর্ণিমায় যে এলে?" ভক্তের মুখ দিয়া সদুত্তর নির্গত হইল—"বাবা রাসেশ্বরকে দেখিতে এলাম।" বাম সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে সেই দেবদুর্লভ মাধুর্য্যরসের রাস দেখাইবেন। কিন্তু তিনি নিরহঙ্কার। তাই বলিলেন—"আচ্ছা বাবা, তারা মা তোমায় রাস দেখাইবেন।" নিশীথে তাঁকে লইয়া সিমূলতলায় মার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া শ্রীবাম প্রাচীন শ্মশানে দ্বারকার নিকট কদম্ববৃক্ষের তলে বসিলেন, বলিলেন—"রাস দেখিতে কদম্বের মূলে বসিতে হয়।" পুরাকালে ভক্তের বিশ্বরূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষা সফল করিবার পূর্ব্বে ভগবান বলিয়াছেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্॥ গীতা ১১।৮

অর্জ্জুন! আমাকে নিজচর্ম্মচক্ষুদ্বারা দেখিতে পারিবে না। তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দিতেছি। আমার যোগৈশ্বর্য্য দেখ।

নররূপী রামও ভক্তকে দিব্যদৃষ্টি দিলেন; কিন্তু নিজে দিলেন এ অহঙ্কার দেখাইলেন না। বলিলেন—"বাবা, তারা মাই রাসেশ্বরী, তিনি তোমাকে রাস দেখাইতে আসিয়েছেন।" হৃষীকেশ ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় পড়েন নাই। কিন্তু নিমেষের মধ্যে সেই মধুর দৃশ্য গুরুকৃপায় তাঁর নয়নপথে উদিত হইল।

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং প্রাচ্যাং বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষনীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ॥
দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভির রঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥
নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২৯।২-৪

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ॥
উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্॥
নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।
রেমে তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২৯।৪৩-৪৫

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩৩।৩

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ৩৩।৮

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শ-স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥
তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢুমলং ব্রজস্ত্রিয়োবিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ!॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ৩৩।১৭-১৮

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল-প্রসূনগন্ধানিলজুষ্ট দিকৃতটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ॥
এবং শশঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ৩৩।২৫-২৬

বহুকাল পরে গৃহাগত পতি কর্ত্তৃক যেরূপ প্রিয়তমার মুখশ্রী পূর্ব্বরাগে কুঙ্কুমবর্ণে রঞ্জিত হয় তদ্রূপ নক্ষত্র গণাধিপতি পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বদিগ্বধূকে অরুণরাগে রঞ্জিত করিয়া তাঁহার মধুর কিরণজালে জীবের সন্তাপ দূর করতঃ উদয় হইলেন।

তখন শ্রীভগবান কুমুদ বিকাশক, রমানন কান্তি, নব কুঙ্কুম অরুণ বর্ণ পূর্ণচন্দ্রকে ও তদীয় সুখকর কিরণজালে উদ্ভাসিত

রমণীয় বনানীদর্শন করিয়া মৃগনয়না ব্রজকামিনীগণের মনমুগ্ধকর সুমধুর বেনু বাদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণগতচিত্তা ব্যাকুলা ব্রজকামিনীগণ সেই ভাবোদ্দীপক গীত শ্রবণ করিয়া ঔৎসুক্যভরে পরস্পরের অলক্ষিতে কর্ণের কুণ্ডলসমূহ দোলায়িত করিয়া সেই গীত লক্ষ্য করিয়া বেগে আগমন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ২৯।২-৪

তখন মনোরথপূরক, লীলাময়, উদারহাস্য ও কুন্দকুসুমশুভ্র দন্তকান্তি সুশোভিত যোগেশ্বরেশ্বর প্রিয়দর্শনে প্রফুল্লমুখী সমবেতা গোপীগণের সহিত তারকারাজি বেষ্টিত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইলেন।

গোপীগণপতি ভগবান গোপীগণ কর্তৃক সংকীর্ত্তিত হইয়া নানাপুষ্প শোভিত বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া স্বয়ং উচ্চগ্রামে গান করিতে করিতে বনস্থলী অলঙ্কৃত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

যমুনা তরঙ্গে আন্দোলিত কুমুদ সমূহের সৌরভযুক্ত বায়ু প্রবাহে শীতল বালুকাময় যমুনাপুলিনে গোপীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ২৯।৪৩-৪৫

রাসোৎসব আরম্ভ হইল; যোগেশ্বর গোপীমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় যোগপ্রভাবে এককালে বহু হইয়া তাহাদের দুই দুই জনের কণ্ঠালিঙ্গন করতঃ অবস্থান করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩৩।৩

তৎকালে পাদবিন্যাস, কর সঞ্চালন, সহাস্য ভ্রুভঙ্গী, কটি ভঙ্গিমা, কুচ কম্পন, অঞ্চল আন্দোলন প্রভৃতি নৃত্যভঙ্গী পরায়ণা ও গণ্ডস্থলে দোলায়মান কুণ্ডলসমূহ শোভিতা, ঘর্ম্মাপ্লুত-বদনা, শিথিল-কবরী কাঞ্চি-গ্রন্থি, কৃষ্ণবিধুরা গোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতঃ মেঘচক্রে বিদ্যুৎ যেমন শোভা পায় তদ্রূপ শ্যাম সমীপে শোভা পাইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩৩।৮

শিশু যেমন স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে রমাপতিও সেইরূপ স্বীয় হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশ স্বরূপ নিত্যাত্মিকা ব্রজসুন্দরীগণের সহিত আলিঙ্গন, পাণি-পীড়ন, প্রণয় কটাক্ষ, উদ্দাম বিলাস ও হাস্যসহকারে নানাবিধভাবে বিহার করেন।

হে কুরুবংশধর, তৎকালে শ্রীভগবানের অঙ্গস্পর্শজনিত আনন্দে অধীরা, বিকল হৃদয়া, বিবশ শরীরা ব্রজবধুগণের মালা আভরণ, কেশ, বসন, কুচ পট্টিকাদি বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। শ্রীমদ্ভাগবতে ৩৩।১৭-১৮

অনন্তর শ্রীভগবান জলজ ও বনজ কুসুমের গন্ধবাহী বায়ু প্লাবিত উপবনে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভ্রমর ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! জিত সুরত, সত্যসংকল্প শ্রীভগবান অনুরাগী ভক্তগণের সহিত এইরূপ শশাঙ্ক-কিরণোজ্জ্বলা-নিশাসমূহে কাব্যকথা বর্ণিত শরতকালীন রস উপভোগ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩৩।২৫-২৬

হৃষীকেশের নেত্রে রাসবিহারী গুরু প্রেমাঞ্জন দিয়াছেন। পূর্ব্বে রাসপূর্ণিমা কত দেখিয়াছেন। অদ্য কিন্তু তাঁর চক্ষে—

"স্ফুটতর ঐ নভো নীলিমায়।
উজ্জ্বলতর শশধর ভায়॥"

অসীম গগন ছাপাইয়া কৌমুদী ঝরিতেছে। ফুটফুটে জোছনায় ধরাখানি যেন ভাসিয়া যাইতেছে। ছিন্নভিন্না পার্ব্বত্য নদী দ্বারকা কল্লোলিনী যমুনার রূপ ধরিয়াছে। দ্বারকাতীরে শ্মশানস্থ বনানী সুন্দর যমুনাকুঞ্জে পরিণত হইয়াছে। অচিরে তথায় সুন্দর বংশীরব উঠিল এবং দ্বারকাপুলিনে শতশত মনোরমা পরিবেষ্টিত নবঘনশ্যামমূর্ত্তি তাঁর স্থূল নয়নে আবির্ভূত হইল। তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ণিত রাসবিহার দেখিতে দেখিতে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। বাহ্যজ্ঞান হইলে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। কিন্তু সেই মধুর স্মৃতিটুকু শ্রীগুরু তাঁর হৃদয়পটে এমনি আঙ্কিত করিয়াছেন যে তদবধি যুথেশ্বরী ও যুথেশ্বরের মূর্ত্তি তাঁর মানসপটে নিত্য ভাসে এবং তিনি তাঁহাদিগকে পূজান্তে প্রণাম করেন—

অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাম্।
স্তনযুগগতমুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতিসুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েঽহম্।

ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলৈরর্চিততনু গো গোপসঙ্ঘাবৃতম্
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।

যাঁহার বর্ণ রক্তোৎপলতুল্য যিনি নীলবসনা ও শোভনকেশা, যাঁহার মুখমণ্ডল শশধরসদৃশ, যাঁহার নয়ন খঞ্জনাঞ্জন, বক্ষস্তনচুম্বি-মুক্তাহারে যিনি উজ্জ্বল, সেই মনোরমা কিশোরী কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার আশ্রয় লইলাম।

যাঁহার দেহকান্তি প্রস্ফুটিত নীলোৎপলসদৃশ, যাঁহার বদন চন্দ্রতুল্য, শিখিপুচ্ছের কর্ণভূষণ যাঁর প্রিয়, যাঁহার শ্রীবৎসচিহ্নিত বক্ষস্থলে মহনীয় কৌস্তুভমণি বিরাজিত, যিনি গোপীগণের নয়ন প্রীতিকর, সেই পীতাম্বর সুন্দর মধুরমুরলী বাদনরত দিব্যভূষণে ভূষিত, গো ও গোপগণে পরিবৃত গোবিন্দকে ভজনা করি।

হৃষীকেশ অতি সৌভাগ্যবান। বাম তাঁর হৃদ্‌বৃন্দাবনে নিশিদিন আসীন। একবার তিনি ভাবের আবেগে শ্রীবামের চরণ ধরিয়া তারাপীঠে প্রার্থনা করেন—"বাবা এই জন্মেই আমাকে মুক্তি দিন।" বাম বলিলেন—"তা কি করে হয় বাবা? এখনও তোমার দুই জন্ম বাকী।" গুরুভক্ত শিষ্য কহিলেন—"বাবা আপনি যে সাক্ষাৎ শঙ্কর, তাতো আমাকে কৃপা করিয়া দেখাইয়াছেন। আমি শঙ্করের পদছায়া পাইয়াছি, তথাপি দুই জন্ম বিলম্বে?" ভগবান তাহাতে বলিলেন—"তবে

বাবা, এই জন্মে দুইবার মরিতে পারিবে ?" ভক্তের মুখে উত্তর সরিল—"বাবা, আপনি সঙ্গে থাকিলে এই জন্মেই দুইবার মরিতে পারিব।" গুরু সানন্দে বলিয়া উঠিলেন—"তবে আমার ছেলে দেবতা, আমি দেবগুরু।"

প্রভুর তিরোভাবের পর হৃষীকেশই সিমূলতলায় বেদী ও বামের সমাধির উপর সুন্দর মন্দির প্রায় দুইহাজার টাকা ব্যয়ে করিয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য ভক্তগণের সহযোগে তারাপীঠে বাবার তীরোভাব মহোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। তাঁর এ জীবনে একবার মৃত্যু ঘটিয়াছে। সন ১৩২৬ সালে তিনি হঠাৎ ঘোর উন্মাদ গ্রস্ত হন। তাঁর সমস্ত বাহ্যজ্ঞান বিকৃত হয়। কিন্তু শ্রীগুরুর সঙ্গবোধ লোপ পায় নাই। স্বপ্নে জাগরণে সর্ব্বদাই গুরুর ভীষণভাব দেখিতেন। কখনও তাঁর মনে হইত গুরু যেন তাঁর বক্ষে বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন। কখনও বা চীৎকার করিয়া বলিতেন—"ঐ গুরু আমাকে আকাশে তুলিয়া ফেলিয়া দিলেন।" পুরাণের আখ্যায়িকায় যেমন

জীবন্মৃত

ভোজরাজ কংস নিরন্তর কৃষ্ণময় ভাবনায় যমযন্ত্রণা পাইয়াছেন, হৃষীকেশও তদ্রূপ গুরুভাবনায় প্রায় দুইবৎসর যমযন্ত্রনা ভোগ করেন। ঐ ব্যাধির আরোগ্যও অদ্ভুত। বাম হৃষীকেশকে পূর্ব্বে বলেন যে তাহার সহিত স্থূলে আর একবার দেখা হইবে এবং বৈদ্যনাথ-ধামে। হৃষীকেশের আত্মীয়েরা তাঁকে শেষে উন্মাদ অবস্থায় বৈদ্যনাথধামে লইয়া যান। তত্রস্থ এক শ্মশানে বেড়াইতে

গিয়া বামের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সহসা প্রকৃতিস্থ হন। হঠাৎ যেন অজ্ঞান মেঘ তাঁর কাটিয়া যায়। তার ধারণা ইহজীবনে ইহাও তাঁর প্রথম মৃত্যু। গুরু সত্যই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বোধ হয় তার দ্বিতীয় মৃত্যুও ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁর একটি উপযুক্ত পুত্রকেও লইয়াছেন। কিন্তু গুরু সর্ব্বদা সন্তানের হৃদয়ে জাগরুক আছেন। হৃষীকেশের অগাধ ধৈর্য্য। গুরুর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি হ্রাস পায় নাই। ধন্য গুরু ধন্য শিষ্য।

সন্তান তরঙ্গ

১৬৯। ধুরন্ধর।

শান্তং শুদ্ধং তনয়বিরহানলে হরিভূষণং
ভারদ্বাজদ্বিজতনুধরং ধুরন্ধরমাত্মনঃ।
শ্রেয়স্কামং সহপরিজনং বিভুবিদধে গুরুঃ
শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ ফলদনিগমব্রতং গৃহমেধিনম্‌॥

পুত্রবিরহাগ্নিজ্বালায় আর্ত্ত, এবং শুদ্ধ হরিভূষণনামক ভরদ্বাজ গোত্রজ ব্রাহ্মণবেশী নিজগণাধিপ প্রভাময় শ্রেয়স্কামনায় আশ্রয় লইলে স্বপত্নীক তাঁহাকে শ্রীগুরু শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ ফলপ্রদতন্ত্রনিষ্ঠ গৃহমেধী করিলেন।

নদীয়া জেলার উলোরা বীরনগর বিখ্যাত গ্রাম। তথাকার জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায় সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কৃতবিদ্য। ইহাদেরই অন্যতম হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তাঁর পুত্রও উদীয়মান উকিল। ইহাদেরই অন্যতম ভুবনমোহন, পরে ডাবুকের কৈলাসপতি হন। বামের সহিত ঐ কৈলাসপতির সম্বন্ধ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ঐ বংশেরই হরিভূষণ বামের বিশিষ্ট কৃপাপাত্র হন। হরিভূষণ উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জরাজের রাজধানী বারিপদায় উকিল। সন

১৩১১ সালে ৩০শে ফাল্গুন তারিখে উহার জ্যেষ্ঠপুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে শোকে তাঁর বৈরাগ্য জন্মে। এবং দীক্ষা লইবার প্রবল ইচ্ছা হয়। অল্পবিস্তর তন্ত্র পড়া ছিল। শিবই জগদ্‌গুরুবোধে গুরুকৃপার জন্য তিনি শিবপূজা আরম্ভ করেন। তখন বারিপদায় হরিপদ মৈত্র নামক জনৈক কর্ম্মচারী থাকেন। তিনি সাধক মহাপুরুষ কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের শিষ্য। হুগলীর উকিল ৺বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ও ৺শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হরিপদর গুরুভ্রাতা। হরিপদ বামেরও ভক্ত ছিলেন। হরিভূষণ হরিপদর নিকট বামের গুণাবলী শুনিয়া আকৃষ্ট হন।

সন ১৩১২ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর পর রম্ভাতৃতীয়া তিথিতে প্রাতঃকালে হরিভূষণ হরিপদদাদার সহিত তারাপীঠে পৌছেন। নররে বাবার আশ্রমের সম্মুখে বসিয়া হরিভূষণ কাঁদিতেছেন। বাবা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁর দয়া হইয়াছে। তথাপি ভক্তিপরীক্ষার জন্য হরিভূষণের দিকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেন। হরিভূষণের প্রাণমন বামগত; তিনি তৎক্ষণাৎ নিষ্ঠীবন তুলিয়া লইয়া উদরসাৎ করিলেন। নিষ্ঠীবনের অমৃতময় আস্বাদ পাইলেন। বাম রক্তিমনয়নে তাহা দেখি-লেন। হরিভূষণ উঠিয়া বাবাকে কারণাদি উপহারের সহিত আত্মসমর্পণ করিলেন। আর কি দয়াময় থাকিতে পারেন? তিনি বুঝিয়াছেন হরিভুষণ বাহ্য পার্থিব কামনা লইয়া আসেন নাই। তিনি পরমধন তারাধন পাইবার আশায় সুদূর ময়ূরভঞ্জ

হইতে আগত। তাই কাঁদিতেছেন। বাবা তাঁকে সিমুলতলায় লইয়া গেলেন। তথায় হরিভূষণ প্রিয়তমকে ফলাদি খাওয়াইতেছেন ও কাঁদিতেছেন। বাবা তাঁর অভিপ্রায় জানিয়া কিছু বলেন নাই। হরি আর থাকিতে পারিলেন না। বাবার পা জড়াইয়া ধরিয়া দীক্ষার জন্য আবেদন করিলেন। এইরূপ তদ্গত ভক্ত বামের আদরের পাত্র। বাম তাঁকে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে বলিলেন। ক্ষৌরকর্ম্ম হইতেছে বাম শিষ্যের কুলদেবতা নির্ব্বাচন করিতেছেন। ক্ষৌরকর্ম্মের পর তাঁহার মুখখানি ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন—"বাবার মুখখানি পদ্মফুলের মত।" হরিভূষণ হৃষ্টপুষ্ট ও গৌরবর্ণ সুপুরুষ। তাঁর হৃদয় সবল। সুন্দর মুখে সুন্দর ভাব তখন খেলিতেছিল। বাবা তাঁকে তাঁর কুলদেবতার ইঙ্গিত দিয়া বলিলেন—"না ব্যাটাকে অন্য মন্ত্র দিব।" হরিভূষণ কুলদেবতারদিকে তত আকৃষ্ট নন। জীবের কূলগত প্রবণতা অপেক্ষা স্বগত প্রবণতা বলীয়সী। তত্ত্বদর্শী গুরু তাহা দেখিতে পান। সুতরাং কেন কোন স্থলে কুলদেবতাকে বাদ দিয়া মন যে দেবতাকে চায় সদ্গুরু তাই দিয়া থাকেন। ইহাতে সাধনা আশু ফলপ্রসূ হয়। হরিভূষণ শাস্ত্র পড়িয়াছেন। শাস্ত্রমতে হোমাদি ক্রিয়াত্মক দীক্ষা লওয়াই তাঁর অভিপ্রায়। দীক্ষার পূর্ব্বদিন সংযমাদি বিধেয় বুঝিয়া তিনি ঐ দিবস উপবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৌলের পক্ষে উপবাসাদি নাই। বাম পরম কৌল। তারাপীঠ কৌলগণের ক্ষেত্র। সুতরাং বাম ভঙ্গী করিয়া কৌলপ্রথা বলিলেন—"বাবা, তারামার প্রসাদ না

পাইলে মন্ত্র হয় না।" ঐ দিন যে তিথি তৃতীয়া ও রাত্রে উমাচতুর্থী পড়িবে বাবা তাহাও নিজ ভাষায় বলিলেন—"আজ দিবসে মা ত্রিনয়না।" রাত্রই কৌল ক্রিয়ার মুখ্য কাল। সুতরাং রাত্রে উমাচতুর্থী পড়িলে দীক্ষা দিবেন

দীক্ষা

বুঝাইলেন। দিবসে হরিদাদা আয়োজন করিলেন। রাত্রে তিথি উপস্থিত হইলে বাম স্বয়ং জগদম্বার পূজা করিলেন ও স্বহস্তে বলিদান দিলেন। ভোগাদি রন্ধন হইতেছে। শিষ্যকে রাত ১০টার সময় সিমূলতলায় লইয়া গিয়া ডুহকানেই মন্ত্র দিলেন। শিষ্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রশক্তি অনুভব করিলেন। সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। মন্ত্র জপ করিতে না করিতে অভূতপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন ঘটিল। হরিভূষণ জীবন জনম সফল

মন্ত্রশক্তি

জ্ঞান করিলেন। গুরু পরে হোমাদি ও চক্রানুষ্ঠান করতঃ অভিষেক করাইয়া কারণ প্রসাদ দিলেন। হরিভূষণ অকপটে তাহা লইলেন। তাহার হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া গেল পুত্রবিরহের কথা তিনি মুখে না বলিলেও অন্তর্যামী বাম তাহা জানিয়া ও তাঁর পত্নীর গর্ভাবস্থা জানিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে অচিরে তার পুত্র জন্মিবে। হরি উত্তর দিলেন—"তবে বাবা তার নাম তারাদাস রাখিব।" ওই পুত্রকে প্রসূতিসহ আসিতেও বলিলেন। গুরুর কৃপা হইলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গই মিলে। কয়েকমাস পরেই দেবীপক্ষের তৃতীয়ায় হরির একটী

সুকুমার হইল। হরি পর বৎসর ফাল্গুন মাসে পুত্র ও পত্নীকে লইয়া শ্রীগুরুর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। গুরু পুত্রটীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও পত্নীকে দীক্ষা দিলেন।

হরিদাদা গুরুগত প্রাণ। তিনি শ্রীগুরুকে স্থূলে বহু সেবা করেন। যখনই অবসর পাইতেন, বারিপদা হইতে তারাপীঠ আসিতেন। বাবা তাঁহাকে বিশেষ আদর কবিতেন। প্রতি চতুর্দ্দশীর মেলায় হরিদাদা বাবার সহিত লীলানন্দ অনুভব করিয়াছেন। একবার তাঁর মনে হইল—"বাবা কি শ্যামরূপে আমার হৃদয়ে দাঁড়াইবেন না?" বাম সে বাসনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করেন। হরিদাদা একবার বাবাকে একখানি গামছা উপহাব দেন। ভক্তের উপহার এতই মিষ্ট যে বাবা দুইতিন দিন উহা গলায় জড়াইয়া বাখেন। জনৈক ব্যক্তি তাহাতে বাবার প্রতি কটাক্ষপাতে বাবা বলেন—"এ যে আমার হরি গামছা।"

হরিভূষণ বাবাকে তন্ত্রেব গুহ্য তত্ত্ব মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা কবিতেন। বাবা তাঁকে তন্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রমাণসহ বলিতেন। হরি যখন ঐসব প্রমাণ বহু অনুসন্ধানে তন্ত্রে পাইতেন তখন বিস্মিত হইতেন যে নিরক্ষরকল্প পুস্তকাদি চর্চ্চা বিহীন শ্মশানচারী ক্ষ্যাপা ঐসব তথ্য কিরূপে পাইলেন। বাম তাঁহাকে বীরাচার দেন। তিনি তাহা পূর্ণমাত্রায় লইবার প্রয়াস পান। যতদিন গুরু নরদেহে ছিলেন ততদিন তাঁর কোন বিঘ্ন হয় নাই। গুরুর তিরোভাবের পর বোধ হয় বীরাচারের পদ্ধতি ভ্রম হওয়ায়

তাঁর পক্ষাঘাত আসে। তিনি কাতরে গুরুকে জানাইলে গুরু তাঁকে রোগ হইতে মুক্ত করেন।

হরিদাদার হৃদয়ে গুরু শান্তশীতলরাগে সদাই জাগিতেছেন মোহতিমির নাশ করিতেছেন, প্রেমমলয়মরুতহিল্লোল তুলিতে-ছেন। তিনি শ্রীবামের রক্তিমনয়নকোণে কত প্রেম কত আশা কত ভালবাসা দেখিয়াছেন। শ্রীগুরুর অনুপম মাধুরী হেরিয়া আপনাআপনি কতবার তাঁর চরণে পতিত হইয়াছেন। সে চরণ পরশকালে তাঁর রিপুচয় স্তম্ভিত প্রায়। তিনি শ্রীগুরুর জয়গানে উন্মত্ত। গুরু গৃহমেধী রাখিয়াছেন। তাই সংসারে নামমাত্র আছেন। সংসারে অভাবে ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি সদানন্দময়। গুরুর ধুরন্ধর।

শ্রীবামলীলা

সন্তান লহরী

১৭। ভৃগুপতি।

বিদ্যাচরিত্রবংশরতিশমদমৈর্মোক্ষভাজং সুবোধং
বামঃ স্বং লুপ্তসংজ্ঞং ভৃগুকুলপতিং সঙ্গতং শান্তবোধম্।
তারানামাঙ্‌ঘ্রিপদার্পণং—সমুদিতানন্তভাসা প্রবুদ্ধং
তারোন্মত্তং চ চক্রে গৃহাগতমপি স্বানুরূপং বিমুক্তম্॥

বিদ্যা, চরিত্র, বংশ, বৈরাগ্য, শম, দম গুণহেতু মোক্ষপদের অধিকারী সুবোধনামক নৈস্মৃতি নিজ শিষ্য শান্তক্রোধ ভৃগুপতি মিলিত হইলে শ্রীবাম তঁাহাকে তারা নাম দিয়া এবং তঁাহার মস্তকে স্বীয়পাদপদ্মস্থাপনে বিশ্বজ্যোতিদর্শনে প্রকৃষ্টরূপে জাগরিত করতঃ গৃহে রাখিয়াও নিজতুল্য তারাপ্রেমে প্রমত্ত করিয়া সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিলেন।

জেলা হুগলি, মহকুমা শ্রীরামপুরের অন্তর্গত জনাই নামক সুপ্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম ব্রাহ্মণপ্রধান। ফুলে খড়দহ নিকষ কুলীনের বাস। তথাকার খড়দহ মুখোপাধ্যায়েরা কামদেব পণ্ডিতের সন্তান। তঁাহাদের অন্যতম জগন্মোহন পলাশীর যুদ্ধের পরই ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় সারণ জেলায় সরকারী কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন। সারণ চম্পারণ

প্রভৃতি কয়েকখানি জেলার বিলি বন্দোবস্তের ভার তাঁহার উপর পড়ে। তিনি প্রভূত সম্পত্তি নিজ আত্মীয় স্বজনের নামে বিলি লন। লাট সংগ্রামপুর প্রভৃতি জমিদারী হইতে তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় তিনলক্ষ টাকা ছিল। ছাপরায় ও জনাইগ্রামে ক্রিয়াকলাপ জন্য তাঁর নাম এখনও উজ্জ্বল। বঙ্গদেশের মুখ্য কুলীন বাঁইসার (বেগের) গাঙ্গুলী গোকুলচন্দ্রের সহিত সহোদরার বিবাহ দেন। গোকুলচন্দ্রের পুত্র শিবপ্রসাদ ইংরাজি, ফার্সি, ও সংস্কৃত ভাষায় আধিপত্য লাভ করিয়া মাতুলের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হন। মাতুলের দেহান্তে তদীয় পুত্রদ্বয় অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় সম্পত্তির পরিদর্শন শিবপ্রসাদ করিতে থাকেন। মাতুলের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া অবসর লন। গোবিন্দচন্দ্রের বিলাসিতায় সম্পত্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়। মধ্যম ঈশ্বরচন্দ্র ১২০০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি পান। সে সম্পত্তি আমলার বেনাম ছিল। আমলা ঈশ্বরচন্দ্রকে বেদখল করিলে তিনি সদর দেওয়ানি আদালত পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমায় পরাজিত হইয়া দেশে আসিয়া শিবপ্রসাদের শরণাপন্ন হন। শিবপ্রসাদ নানা কৌশলে সুপ্রীমকোর্টে মামলা করাইয়া মাতুলের উক্ত সম্পত্তি উদ্ধার করেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের অদৃষ্টে সম্পত্তিভোগ হইল না। তিনি শিশুপুত্রশোকে অকালে পরলোকগত হন। মাতুলবংশ লোপ পাইলে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে শিবপ্রসাদ কাশীবাসী হন। তথায় রামেশ্বর তীর্থস্বামী

বংশ

নামে মহাপুরুষের সঙ্গলাভ ও বেদান্তাদি চর্চ্চায় শিবপ্রসাদ শিবত্ব লাভ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র চন্দ্রনাথ শাব্দিক ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সঙ্কলিত 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে দুষ্প্রাপ্য দীর্ঘঋকারাদি ও দীর্ঘঌকারাদি শব্দ তিনি উদ্ধার করিয়া দেন। চন্দ্রনাথের তৃতীয়পুত্র কিশোরীমোহন মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ করতঃ বর্ত্তমান যুগের ব্যাসনামে খ্যাত হন। পাণ্ডিত্যে সারল্যে উদারতায় তিনি ঋষিতুল্য ছিলেন। লেখক তাঁরই পুত্র।

তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রাজমোহনের পুত্রত্রয় কৃতবিদ্য। জ্যেষ্ঠ নিরাপদ হুগলী আদালতে ব্যবহারজীবী। মধ্যম শশধর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশ্রিত। তিনি অকালে মারা যান। কনিষ্ঠ সুবোধ বাল্যকাল হইতে সুবোধ, সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠ।

বিদ্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রে এম-এ, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া হাজারীবাগ Saint Columbus College-এর গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তথায় এক মহাপুরুষের সঙ্গ পান। শতাধিক বৎসর বয়ঃক্রম হওয়ায় লোকে তাঁহাকে 'বুড়া বাবা' বলিত। সুবোধ গণিতে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষার পাঠের জন্য অধ্যাপকতা ছাড়িয়া দেশে আসেন। পরবৎসর পরীক্ষা দেন। তাহাতে সাফল্যলাভ করিতে না পারায় বিষাদমগ্ন হন। তৎপূর্ব্বে মাতৃশোকে কিরূপে বামের আশ্রয়লাভে আমি শোকমুক্ত হই আমার মুখে শুনিয়া সেই শ্মশানবাসী

নিরভিমান মহাপুরুষ দর্শনবাসনা বীজ সুবোধের মনে রোপিত হয়। এক্ষণে বিফলতাজনিত অশ্রুজলে তাহা

দর্শনলালসাবীজ অঙ্কুরিত হইল। সন ১৩১৩ সালে ২৪ বৎসর বয়সে জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি ৺শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া সুবোধ তারাপীঠে ছুটিলেন। প্রেয়স্কামনা তাঁর হৃদয়ে জাগে নাই। আমার ন্যায় বিশিষ্ট 'আকর্ষণেও পড়েন নাই। শৃগাল কুকুর সহচর দিগম্বর সন্ন্যাসী কিরূপ, এই কৌতুহলমাত্র উদ্রিক্ত। তাঁর মন বিশুদ্ধ। প্রথম দর্শনমাত্রেই তাঁর বোধ হইল যেন বাম তাঁকে টানিতেছেন। তখন পূর্ব্বপরিচিত হাজারিবাগের বুড়া বাবা তাঁর স্মৃতিপটে উদিত হইলেন। তিনি উভয় মহাপুরুষকে মনে মনে তুলনা করিতেছেন। অন্তর্যামী বাম বলিলেন—"বাবা! তাবড় তাবড় কত আছেন। কিন্তু যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।" সুবোধ বলিলেন—"বাম কি জানাইতেছেন, যে তিনি তাঁহার জন্মান্তরীণ গুরু?" যদি তিনি এই মুহূর্ত্তেই

কৃপালাভ তাঁর শ্রীচরণ মস্তকে তুলিয়া দেন, তবেই বুঝিব ইনি অন্তর্যামী ও গুরু।" শ্রীবামও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া "জয়তারা" রবে ভক্তের শিরোদেশে আপন দক্ষিণচরণ স্থাপন করিলেন। তৎফলে বিশ্বব্যাপী জ্যোতিরুদ্ভাসিত হইয়া সুবোধের বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইল। সেইভাব অধিকক্ষণ থাকিলে সংসারীর মনোবিকৃতি ঘটিতে পারে। সুতরাং ক্ষণেকপরেই বৈদ্যনাথ বাম সেই ভাব ভাঙ্গাইবার জন্য

তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তাহাতে সুবোধের বাহ্যজ্ঞান আসিল বটে, কিন্তু সেই অভূতপূর্ব্ব আনন্দেরভাবে পার্থিবতার যেন ক্ষণে ডুবিতেছে ও ক্ষণে উঠিতেছে। জন্ম তারা, রবও মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছে। কৌতুকচ্ছলে রামকে দেখিতে গিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। উদাসীন আগন্তুক জন্ম জন্মের দাস হইয়া সর্ব্বস্ব প্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন।

"নবমেঘের দেখা চোখে চোখে, আপনা হারায়ে ফেলেছি।
কইতে গিয়ে কথার কথা মরম খুলিয়া দিয়াছি॥"

রাম সদ্বৈদ্য। একমাত্র ঔষধেই ভবব্যাধির মূলোচ্ছেদ ঘটাইলেন। উৎকট বৈরাগ্য লইয়া শিষ্য ফিরিলেন। সে ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পাঠে বা কর্ম্মে তাঁহার মন নাই। পিতা মাতা চিন্তিত হইলেন। পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। বিবাহের ফলে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে। কিন্তু জনকজননীর স্নেহভাজন, পত্নীর প্রেমপাশ ও পুত্র কন্যার মায়া শ্রীরামভক্তকে বাঁধিতে পারিল না। তিনি গৃহে থাকিয়াও সংসারী হইলেন না। ছুটিয়া ছুটিয়া গুরুর নিকট যান। বাটীতে ফিরিয়া গুরুপ্রসঙ্গেই থাকেন। ধনৈষণা তাঁর হৃদয়ে স্থান পাইল না। আত্মীয়স্বজনের প্রবোধ বা তিরস্কার তাঁর বৈরাগ্যঘন হৃদয়ে প্রতিহত হইল। আমার পত্নীও তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পান, যে বৃদ্ধবয়স সরকারি কর্ম্ম হইতে অবসর বৃত্তি লইয়াও

তাঁহার পিতৃদেব সংসারের অনটনে পুনরায় সুদূর চট্টগ্রামে চাকরী করিতে গেলেন। আর তাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়াও পিতৃভার লাঘব করিবেন না?" এ ব্রহ্মাস্ত্রও

নৈষ্কর্ম্যযোগ

সুবোধে ব্যর্থ হইল। হাসিয়া সুবোধ বলিলেন—"যে যার কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছে।" অধ্যাপকতা করিলে তিনি অনায়াসে মাসিক বেতন ৫০০২, ৬০০২ টাকা ও অধ্যক্ষপদও পাইতে পারেন, এই প্রলোভনে তিনি উত্তর দেন—"বুদ্ধদেব রাজ্য ছাড়িতে পারিলেন, আর আমি বেতনের মায়া ছাড়িতে পারিব না।" কর্ম্মের জন্য মাতৃদেবী পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন—"মা, এতদিন কিছু আমি শিখি নাই। এইবার শিখিয়াই কর্ম্ম করিব।" সন ১৩১৪ সালে তিনি আমাকে লইয়া শ্রীগুরু দর্শনে যান। তাহার বিবরণ অন্ত্যলহরীতে বিবৃত। কয়েক বৎসর শারদীয় পূজাবকাশে তাঁর সহিত মহানন্দে যাপন করিয়াছি।

প্রথম প্রথম লোকে তাঁহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিত। পরে তাঁর প্রেমোন্মাদভাব প্রকট হইলে সকলে তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিল। তাঁর শেষাঙ্কও বিচিত্র। তাঁর পিতৃদেব চট্টগ্রামে দেহ রাখিয়াছেন। মাতৃদেবীও তৎপরে পতির অনুগমন করিলেন। তাঁহারা দুই পুত্রশোক পাইয়াছিলেন। পুনরায় তাঁদের পুত্রশোক দেওয়া উচিত নয় বিবেচনায় বোধ হয় তিনি গৃহে ছিলেন। তাঁহার কন্যাও সৎপাত্রে পড়িল। পত্নীও পুত্রের তার জ্যেষ্ঠ সহোদর লইয়াছেন।

তাঁহার আর ইহধামে থাকিবার ইচ্ছা নাই। তদ্বিষয় মধ্যে মধ্যে ইঙ্গিত করেন। শরীরে কোন ব্যাধি নাই। হঠাৎ উরুদ্বয়ে উরুস্তম্ভ দেখা দিল। তাঁহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সহোদর ও সহোদরা স্থানীয় সুচিকিৎসক ডাকাইলেন। ভিষক্ ভয় পাইয়া কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনতে বলিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কলিকাতায় ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি গেলেন। রোগ যে কঠিন তাহা উভয় চিকিৎসকই বুঝিলেন। রোগী নির্বিকার। পূর্ব্ববৎ প্রেমোন্মত্তাবস্থা। কয়েকদিন পরে উরুস্তম্ভ ফাটিয়া গেল। সেই সময় আমিও দেশে যাই। আমার সঙ্গে গুরুভক্ত প্রফুল্লকুমার বসু ছিল। উভয়ে প্রাতে রোগীকে দেখিতে গেলাম। রোগী বাহিরের ঘরে শয়নে তন্ময়। দুই চারিবার ডাকিবার পর শ্বাসের বিশিষ্ট ক্রিয়াদ্বারা যোগভাব ভাঙ্গিয়া তিনি উত্তর দিলেন—"৺বিদা"। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"সুবোধদা, তোমার উরুস্তম্ভ!" তিনি উঠিয়া বসিলেন। উরুদ্বয় দিয়া রক্ত ও পুঁজ পড়িতেছে। আহা নাই, উহু নাই। মুখ বিকারাদি নাই ও দেহ যেন তাঁহার নয়। মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"ও শরীরের ধর্ম্ম।" আমি বলিলাম—"এবার কি যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।" নিকটে শুশ্রূষা পরায়ণা সহোদরা ছিলেন। ঐ কথায় "আম খাইব" উত্তর দিয়া ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। "আম" ফলের মধ্যে সুরসাল। এই দুঃখময় সংসার মাখালফল তুল্য।

আনন্দময়ধামকে প্রহেলিকায় আম্রফল বলিলেন। তাঁর ভাবু দেখিয়া রোগ গুরুতর বোধ হইত না। সুতরাং লোকে তত উদ্বিগ্ন হয় নাই। সহোদরা আমায় বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরিদা! ছোটদাদা কি বলিলেন?" আমি বলিলাম—"তুমি ত দিদি শুনিলে।" তিনি তাঁহার উত্তরের আপাততঃ অর্থ গ্রহণ করিলেন। "তবে উহার জন্য ভাল আম কলিকাতা থেকে আনিতে দেই?" আমার প্রাণে জাগিল— "সুবোধ দাদা পলাইবেন।" কয়েকদিন পরেই চিকিৎসক একরূপ হতাশ হইলেন। সেই রাতেই দেহপাত হইবে এরূপ জানাইলেন। পরিবারবর্গ সশঙ্কিত। রোগীর কোন উদ্বেগ নাই, শঙ্কা নাই। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"রাত্রে অন্ধকারে কোথায় যাব। কাল সকালে দিবালোকেই যাব।" কোন যন্ত্রণানুভব নাই রাত্রে তন্ময় দশা। সূর্য্যোদয় হইলে ধ্যানভঙ্গে পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, ভগ্নী, জামাতা প্রভৃতিকে আশীর্ব্বাদ দিয়া বিদায় লইলেন।

যেমন গুরু তেমন শিষ্য।

শ্রীগুরুর কৃপায় তাঁহাতে অচিরে শাস্ত্রতত্ত্ব প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গলাভে আমারও কিছু কিছু তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। শ্রীবাম যে সন্তানগণের সহিত ছায়ারূপে সতত বিচরণ করেন তাহা সুবোধচন্দ্রের নিকট শিখি। একবার ৺শারদীয়া চতুর্দ্দশীতে তারামায় মেলায় সুবোধদা যান।

শ্রীরাম বর্ত্তমানে ঐ মেলায় আনন্দের লহরী ছুটিত। কত ভক্ত কত গৃহী কত সাধুসন্ন্যাসী আসিতেন। ঐবার হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়ও গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে সুবোধ বাবার চরণ ধরিয়া কাঁদিতেছেন, এবং গুরুভাইগণকে বলিতেছেন যেন তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয়। তাঁহার কাতরতায় হৃষীকেশও বাবাকে তাঁহার মনোরথপূরণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রাম বলিলেন—"তোমরা জান, সুবোধদার কি মনোভাব। ও পূর্ণ সন্ন্যাস চাহিতেছে। উহার পিতা, মাতা পত্নী আছে। সন্ন্যাস দিব কিনা ভাবিতেছি। সুবোধের আবেগ জয়ী হইল। শ্রীগুরু অদ্ভুত গৃহসন্ন্যাস দিলেন। মাতার ও পত্নীর নয়নে রাখিলেন। কিন্তু পূর্ণ সন্ন্যাসী করিলেন।

ভিক্ষা

সন ১৩১৮ সালে রামের তিরোধানের পর সুবোধ কয়েক বৎসর বহুদক ছিলেন। বদরিকাদি তীর্থ পর্য্যটন করেন। পরে কুটীচক হইয়া গৃহসন্ন্যাসী হইলেন। সংসারে পদ্মপত্রে জলের ন্যায় রহিলেন। দেহরক্ষার জন্য যৎসামান্য আহারে স্পৃহামাত্র ছিল। পার্থিব সর্ব্বকামনাই জয় করেন। একাকী আসীন বা শয্যায় শয়নে ধ্যানমগ্ন থাকেন। এতদবস্থায় আমার সহিত মন্মথনাথ সেন নামক জনৈক গুরুভাই তাঁহাকে দেখিতে যায়। মন্মথ-জায়ার ডাকাডাকির পর সুবোধের বাহ্যভাব আসিল। মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল—"সুবোধদাদা এখন কি সাধনে আছেন?"

গৃহসন্ন্যাস

সুবোধ বলিলেন—“চিন্তনে।” আর বিশেষ কথা হইল না। কারণ তিনি পুনরায় ধ্যানমগ্ন। মধ্যে মধ্যে আমি দেখিতে যাইতাম। আমাকেও তিনি পরিহার করিতে চাহিতেন। ক্রমশঃ তাঁর লজ্জাঘৃণাদি অষ্টপাশ বিদূরিত হয়। কটিতে বসন থাকে না। শেষ কয়বৎসর উলঙ্গ থাকিতেন। শীতকালে শয্যায় একখানি চাদর থাকিত। কখনও তাহার দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিতেন মাত্র। রাজযোগের ফলে বজ্রোলী প্রভোলী প্রভৃতি মুদ্রা স্বতঃ স্ফুরিত হইয়া তদীয় লিঙ্গ দেহান্তর্গত হয়। কীটভৃঙ্গন্যায়ে গুরুধ্যানে তাঁর আকৃতিও শ্রীগুরুর আকৃতির ন্যায় হইয়া যায়। যখন তিনি উলঙ্গাবস্থায় বহির্দ্দেশে যাইতেন তখন তাঁহার বিস্ফারিত বক্ষঃ লম্বোদর, দীর্ঘবাহু ও উর্দ্ধগত লিঙ্গাদি দর্শনে শ্রীবাম বলিয়া ভক্তগণের ভ্রম হইত। শেষাবস্থায় বামের ন্যায় বাল্যভাব আসিয়াছিল। শয্যায় নিজ প্রস্রাবের জলে ভাসিতেছেন, শরীর নিজের মলদিগ্ধ, কিন্তু বাহ্যজ্ঞান নাই মহামায়া নাম্নী নিজ ভগ্নী তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি আসিয়া শয্যা হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া মলাদি ধৌত করিয়া দিতেন। ভাষাও বামের ন্যায় হইয়াছিল। জন্মান্তর স্মৃতিও জাগিয়াছিল। বিভূতি আসিয়াছিল। কিন্তু বিভূতিতে মজেন নাই। লক্ষ্যছিল শ্রীগুরু পরমতত্ত্ব।

কীটভৃঙ্গন্যায়